চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 244 Thursday, 3 August, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২৪৪ সংখ্যা ✻ ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

ভারতীয় সেনা বাহিনীতে পাক চর নিয়োগ মামলায় সিবিআইকে দ্রুত এফআইআর করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দিল্লিতে দার্জিলিং পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান চেয়ে ধর্নায় বসতে চলেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। চলতি মাসের ৪ থেকে ৬ তারিখ ধর্না চলবে যন্তর মন্তরে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিতে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সর্বোত্তম শিক্ষাগত সুবিধা নিশ্চিত করবে দিল্লি সরকার। বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অবশেষে ফুটবল ছাড়ছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকিপারদের একজন বুফন। ৪৫ বছর বয়সেও নিজের জাল আগলে রাখার তাড়না এতটুকু কমেনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

চাকরিপ্রার্থীর গলা টিপে ধরার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

এমএলএ হস্টেলের বাইরে ধস্তাধস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ এমএলএ হোস্টেলের বাইরে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। আর সেই বিক্ষোভ হঠাতে এক চাকরিপ্রার্থীর গলা টিপে ধরার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। এর আগে এক চাকরিপ্রার্থীর হাতে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এরপর আবার গলা টিপে ধরার অভিযোগ ওঠে। হকের দাবি তাঁদের। তাই আবারও রাজপথে চাকরিপ্রার্থীরা। বুধবার সকালে এমএলএ হস্টেলের বাইরে ধর্নায় বসেন এসএলএসটি-র ২০১৬'র পদপ্রার্থীরা। পুলিশ সেখানে পৌঁছতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কিড স্ট্রিট চত্বর। প্রথমে মাইকিং করে চাকরিপ্রার্থীদের ধর্না থেকে উঠে যেতে বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। কিন্তু নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর শুরু হয় বলপ্রয়োগ। টেনে হিঁচড়ে চাকরিপ্রার্থীদের তোলার চেষ্টা করে পুলিশ। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। রীতিমতো চ্যাঙদোলা করে তাঁদের গাড়িতে তোলার

চেষ্টা চলতে থাকে। পাল্টা প্রতিরোধে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে এদিন দেখা যায় বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকেও। ওই ধস্তাধস্তির মাঝেই চাকরিপ্রার্থীরা প্রশ্ন করতে থাকেন, আমাদের কী অপরাধ, আমরা কী করেছি? পুলিশ অবশ্য কোনও কথারই তোয়াক্কা করেনি। এরই মধ্যে তনয়া বিশ্বাস নামে একটি চাকরিপ্রার্থীকে ভ্যানে তোলার সময়ে গলা টিপে ধরে বলে অভিযোগ। চাকরিপ্রার্থীদের একজন বলেন, ''আমরা ভিক্ষার চাকরি চাই না স্যর। বেঁচে থেকে চাকরি করতে চাই, পরিবারের দায়িত্ব নিতে চাই। ১০টা থেকে ৫টা স্কুলে থাকতে চেয়েছি, আর কী চেয়েছি? পরিবারকে সাহায্য করতে পারি না, এর থেকে যন্ত্রণার আর কী আছে?'' বিক্ষোভকারীদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''যেভাবে টেনে হিঁচড়ে তোলা হত, সেটা কলঙ্ক। রুচিহীন রাজনীতির জন্যই এই ঘটনা ঘটছে।'' এদিন এমএলএ হস্টেলের বাইরে বিক্ষোভ নিয়ে অসন্তুষ্ট হন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে এক চাকরিপ্রার্থীর হাতে পুলিশ কর্মীর কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। রবীন্দ্র সদনের এক্সাইড মোড়ে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে চাকরিপ্রার্থী অরুণিমা পালের হাতে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক মহিলা কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। তাঁকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে রাজ্য মহিলা কমিশন।

'ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু ধনকড় এমন করেননি'

একতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন রাজ্যপালকে আক্রমণ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ নবান্ন-রাজ্যপাল সংঘাত এ রাজ্যে নতুন নয়। জগদীপ ধনখড়ের সময় থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বনাম রাজ্যপাল দ্বন্দ্ব দৃঢ় হয়েছে। এবার নতুন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে ফের একবার একহাত নিলেন মমতা। যা নিয়েই এখন জোর চর্চা বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। সঙ্গে কিছুটা ধনখড় স্তুতিও শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। ''রাজ্যপাল দুর্নীতির বিষয়ে স্পেশাল সেল করছেন। এটা কিন্তু রাজ্যপালের কাজ নয়। যেটা রাজ্য সরকারের অধিকার, সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন উনি। বাইরে থেকে এক্সপার্ট কেন আনছেন? রাজ্যে নেই? সরকার তো নাম পাঠাবে।'' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ''ধনকড়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু উনি এটা করেননি। কেরালা থেকে নিয়ে এসে ভিসি করে দিচ্ছেন। এডুকেশনের লোক নয় এমন লোকদের ভিসি করা হচ্ছে। পুরোটাই কেন্দ্রের নির্দেশে কাজ করছেন।'' পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের একাধিক জেলায় অশান্তির ঘটনার প্রেক্ষিতে তৎপর হতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে। অশান্তি, সংঘর্ষের মতো ঘটনা সম্পর্কিত অভাব অভিযোগ জানাতে রাজভবনে খোলা হয়েছিল 'পিস রুম'। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শাসকদলের একাধিক নেতামন্ত্রী। এবার তাতেই হল নতুন সংযোজন। নাম 'অ্যান্টি কোরাপশন সেল'। দুর্নীতি যে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, এবার সেই বার্তা দিতেই পিস রুমে আরও একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করল রাজ ভবন। ১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এই দুর্নীতি দমন সেল। ইতিমধ্যেই সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায়

দুর্নীতি সংক্রান্ত আট থেকে দশটি ফোন এসেছে বলে রাজ ভবন সূত্রে খবর। এদিকে রাজ্যে আরও দু'দিন ছুটি। এই ছুটির কথা আজ, বুধবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার নবান্ন থেকে এই দু'দিন ছুটির ঘোষণা করেন তিনি। আর এখান থেকেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে সব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন তিনি। সব সংস্কারের মানুষের জন্যই তাঁর সরকার কাজ করে যাবে বলে জানিয়ে দিলেন। ইন্ডিয়া জোট যখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অভিযোগ তুলছেন তখন এই ছুটি ঘোষণা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা পৃথক মাত্রার দাবি রাখে। এদিন ছুটি ঘোষণা করতেই খুশির হাওয়া বয়ে যায় রাজ্যের মানুষের মধ্যে এবং সরকারি কর্মচারীদের মনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে সবে বরাত এবং করম পুজোতে সেকশনাল হলিডে থাকত। নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির মানুষ ছুটি পেতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই দু'দিনের পূর্ণাঙ্গ ছুটি দেওয়ার দাবি উঠছিল। এবার থেকে ওই দু'দিন রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করল। আমরা সব উৎসবকে সমান গুরুত্ব এবং সম্মান দিই। এখানে দুর্গাপুজো এবং ইদে ছুটি পায় সব সম্প্রদায়ের মানুষজন। রঘুনাথ মুর্মু থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত বর্মার জন্মদিনেও পুরোপুরি ছুটি দেওয়া হয়।'' এদিন নবান্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমরা সমস্ত ধর্মের উৎসব পালন করে থাকি। ইদের ছুটিও পান সকলেই। দোলেরও ছুটিও দেওয়া হয়। আমরা মনে করি সর্ব ধর্ম, সর্ব কর্মর মিলনস্থল হল এই বাংলা। এই রাজ্য কাউকে বঞ্চিত করে না। সকলে যদি বলেন ৩৬৫ দিনই ছুটি নয় কেন? সেটা তো দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কাজ কখন হবে। কিন্তু ভাল কাজ করলে ভাল ছুটির আশা করাই যেতে পারে। এই রাজ্যে মেয়েদের মেটার্নিটি লিভ দেওয়া হয় ৭৩১ দিন। আর এক মাসের পিতৃত্বকালীন ছুটিও দেওয়া হয়।'' রাজ্যের পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী? ২০২২ সালের স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। শিল্প বান্ধব পরিবেশের জন্য স্কচ অ্যাওয়ার্ড এসেছে বঙ্গে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''আলিপুর সংশোধনাগারে একটি সংগ্রহশালা করা হচ্ছে। বাংলা একাধিক ক্ষেত্রে নানা উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। সেগুলি আমাদের সম্পদ। এবার থেকে সেগুলি সংগ্রহশালায় রাখা হবে। যাতে গবেষকরা সেখান থেকে তথ্য নিতে পারেন। বস্ত্র বিপণিতে আমরা প্রথম। হ্যান্ডলুম ও টেক্সটাইলে পশ্চিমবঙ্গ ভাল কাজ করেছে। রাজ্য সরকার যে সমস্ত পুরস্কার পেয়েছে, সব নিয়ে আলিপুর জেলে প্রদর্শনী করা হবে।''

সংসদে আসা বন্ধ করে দিলেন 'অসন্তুষ্ট' লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ ২০ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তবে, মণিপুর হিংসা নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবিকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্বে, বুধবার (২ আগস্ট) পর্যন্ত, কার্যত প্রতিদিনই নষ্ট হয়েছে সংসদীয় কার্যক্রম। এই ভাবে লাগাতার সংসদীয় কার্যক্রমের ব্যাখাত ঘটায় শাসক এবং বিরোধী-দুই পক্ষের সাংসদদের উপরই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সংবাদমাধ্যম এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যতদিন না পর্যন্ত সংসদের উপযুক্ত আচরণ করছেন সাংসদরা, ততদিন আর তিনি লোকসভায় আসবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বস্তুত, সংসদের অচলাবস্থার জন্য শাসক এবং বিরোধী পক্ষ, একে অপরকে দোষারোপ করে চলেছে। তবে সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ সচল রাখার দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়। মঙ্গলবার, লোকসভায় দিল্লি জাতীয় রাজধানী এলাকার সরকার (সংশোধনী) বিল, ২০২৩ পেশ করেছে সরকার। এই বিল পেশের সময় বিরোধী এবং সরকার দুই পক্ষের সাংসদদের আচরণেই বিরক্ত হয়েছেন ওম বিড়লা, জানিয়েছে এএনআই। এএনআই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধ্যক্ষের কাছে সংসদের মর্যাদারক্ষাই অগ্রাধিকারের বিষয়। সংসদীয় কার্যক্রম চলার সময় সাংসদরা সংসদের মর্যাদা এবং শালীনতা বজায় রাখবেন, এমনটাই তাঁর প্রত্যাশা। কিন্তু, ২০ জুলাই বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে বিরোধী দল এবং ট্রেজারি বেঞ্চের বাধায় যেভাবে বারবার সংসদের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে, তাতে বেজায় অসন্তুষ্ট তিনি। তাই একপ্রকার লোকসভা অধিবেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বুধবার, লোকসভার অধ্যক্ষের আসনে ছিলেন না তিনি। তবে, তাতে সাংসদদের আচরণে কোনও প্রভাব পড়েনি। এদিন দিল্লি জাতীয় রাজধানী এলাকার সরকার (সংশোধনী) বিলের উপর আলোচনা এবং ভোটাভুটি হওয়ার কথা ছিল। সকল সাংসদদের লোকসভায় উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ জারি করেছিল বিজেপি। কিন্তু এদিনও, সংসদীয় কার্যক্রম শুরু হতেই মণিপুর হিংসা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। লোকসভার ডেপুটি চেয়ার পদে এখন কেউ নেই। ওম বিড়লার অনুপস্থিতিতে এদিন সংসদীয় কার্যক্রম পরিতালনার দায়িত্বে ছিলেন বিজেপি সাংসদ কিরি সোলাঙ্কি। তিনি বারংবার বিরোধী সাংসদদের সংসদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু, বিরোধীরা তাঁর অনুরোধে কান দেননি। এই অবস্থায় এদিনও সারা দিনের মতো সংসদের দুই কক্ষেরই কার্যক্রম মুলতবি করে দিতে হয়।

প্রাইভেট টিউশন করছেন স্কুল শিক্ষকরা? নামের তালিকা তৈরি! বড়সড় তদন্তে নামছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ কর্মরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এবার তদন্তে খোদ রাজ্য সরকার। নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের মাঝেই এবার রাজ্য সরকারও তদন্ত শুরু করল কর্মরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে বিভিন্ন জেলায় কর্মরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, আইন অনুযায়ী কর্মরত শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন করা বন্ধ। কিন্তু তারপরেও একাধিক জেলায় কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রাইভেট টিউশন করছেন। একটি নির্দিষ্ট সংস্থার তরফে অভিযোগ রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরে আসার পরই প্রাথমিক ভাবে তদন্ত করেছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। আর সেক্ষেত্রেই একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম উঠে এসেছে যাঁরা প্রাইভেট টিউশন করছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলার পর তদন্ত কমিটি গঠন করতে শুরু করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, শুধুমাত্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেই একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম পাওয়া গিয়েছে যাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শক দিয়েছেন। স্কুলের নাম ও শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকরা। তদন্ত করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই অনুযায়ী, প্রাইভেট টিউশন নিয়ে যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম উঠে এসেছে তাঁদের তদন্তকারী সদস্যদের মুখোমুখি হতে হবে বলেই জানা গিয়েছে। তারপরে সেই রিপোর্ট মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে পাঠাতে হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে বলেই সূত্রের খবর। এর আগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে বিভিন্ন জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কোন কোন কর্মরত শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কোনও ইতিবাচক উত্তর না আসায় জুলাই মাসে শেষদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ করা চিঠি পাঠায় বিভিন্ন জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বলেই জানা গিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিভিন্ন জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকরা স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের নিয়েই তদন্ত শুরু করল।

মমতার নির্দেশ, বদলে গেল তৃণমূলের কর্মসূচি! রবিবার গোটা বাংলায় পথে ঘাসফুল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বদলে গেল তৃণমূলের প্রস্তাবিত কর্মসূচি। আগামী ৫ আগস্টের বদলে কর্মসূচি বদলে গেল ৬ তারিখে। রবিবার দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই অবস্থান, বিক্ষোভ, কর্মসূচি চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, আগামী রবিবার ৬ তারিখ, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি হবে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দুই নেতা ফিরহাদ হাকিম ও তাপস রায় জানিয়েছেন, ''আমরা রাজনৈতিক দল, আমাদের গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করার অধিকার আছে। আমরা তাই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বেলা

১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই কর্মসূচি করব।'' প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের নিদান দিয়েছিলেন। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা সংশোধন করে ব্লকে ব্লকে প্রতীকী কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলেন। রাজ্যের শাসক দলের বক্তব্য, তাদের কর্মসূচির ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাদের তরফে কারও বাড়ি ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা ছিল না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী ৫ তারিখের এই কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যদিও একাধিক নেতা ওই দিন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে স্থির ছিলেন। তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে। তার জেরেই কর্মসূচির দিন বদল। আগামী রবিবার এই কর্মসূচি অবশ্য কলকাতাতেও পালন করা হবে।

সূর্যকান্তের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা, আম খেতে চেয়েছেন বুদ্ধবাবু, শুরু বাড়ি ফেরার 'বায়না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ সুস্থ হয়ে উঠতে হবে আপনাকে, পাম অ্যাভিনিউয়ের দু'কামরার ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে বুদ্ধবাবুর জন্য আপামর বাঙালি হয়তো এই প্রার্থনাই করে গিয়েছেন গত কয়েকদিন ধরে। বাঙালি প্রার্থনা করেছে নিজের নিজের আস্থার পাদদেশে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা আগের থেকে অনেকটাই ভাল, জানালেন চিকিসকরা। বুদ্ধবাবু কথা বলছেন। বুধবারই সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেছেন বুদ্ধবাবু। খেতে চেয়েছেন আম। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চার ঘণ্টা বাইপ্যাপ চলার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম, ঠিক এই পদ্ধতিতে এখন বাইপ্যাপে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধবাবুকে। শনিবার পর্যন্ত চলবে অ্যান্টি বায়োটিক। চিকিৎসকরাই বলছেন, শনিবার যে পরিস্থিতিতে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল বুদ্ধবাবুকে, তার থেকে এখনকার অবস্থা অনেকটাই ভাল রয়েছে। মেডিক্যাল বোর্ডের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, সংক্রমণের মাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে বুদ্ধদেবের। তবে এখনও সংক্রমণমুক্ত নন। দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের কাছে তিনি বায়না করেছেন, ''আমাকে এবার ছেড়ে দিন...''। হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে বরাবরই অনীহা বুদ্ধবাবুর। কখনই বেকায়দার পরিস্থিতি তৈরি না হলে, তিনি হাসপাতালে যেতেই চান না। বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করাতে চান তিনি। শনিবার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে ভর্তি করাতে হয় হাসপাতালে। এখন তার থেকে অনেকটাই ভাল রয়েছে। তবে এখনই কি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে? চিকিৎসকদেরই একটা সূত্র বলছে, অ্যান্টি বায়োটিকের কোর্সের পর কেমন অবস্থায় রয়েছেন বুদ্ধদেব, তা দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দুর্নীতি দেখলেই রাজ্যপালকে জানান, রাজভবনে নতুন 'সেল' খুললেন আনন্দ বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ ভোটের সময় সন্ত্রাসের একগুচ্ছ অভিযোগ সামনে আসার পর পিস রুম খুলেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আর এবার রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ করলেন তিনি। রাজভবনে খোলা হল অ্যান্টি কোরাপশন সেল। বেশ কয়েকজন আধিকারিক ওই সেলের দায়িত্বে রয়েছেন। রাজ্যের যে কোনও মানুষ, যে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ জানাতে পারেন ওই সেলে। অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। পুরো সমাজ, বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এই পদক্ষেপ করেছেন রাজ্যপাল। এদিন রাজ্যপাল বলেন, ''কোনও প্রকারের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।'' তিনি জানিয়েছেন, কেউ টাকা নিচ্ছে দেখা গেলেই, তা ছবি তুলে জানানো যেতে পারে রাজভবনের ওই সেলে। ইতিমধ্যেই ওই সেল খোলা হয়েছে। তবে অনেকেই অভিযোগ জানানোর আগে নিজের নাম, পরিচয় নিয়ে সতর্ক থাকছেন। সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অনেকেই বুঝতে পারছেন না ঠিক কোন অভিযোগ জানানো যাবে। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, তাঁদের নাম, পরিচয় গোপন থাকবে কি না। অভিযোগকারীদের সব বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন আধিকারিকরা। এর আগে শিক্ষা ক্ষেত্রকে দুর্নীতি-মুক্ত করতে একটি পৃথক কমিটি তৈরি করেছিলেন রাজ্যপাল। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সেটা 'অ্যান্টি কোরাপশন কমিটি' খতিয়ে দেখবে বলে জানানো হয়েছিল।

বিরোধী দলনেতা হচ্ছেন শংকর ঘোষ! শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপকে নিয়ে নয়া ফর্মূলা

নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ কয়েকদিন ধরেই নয়াদিল্লিতে শুরু হয়েছে বঙ্গ-বিজেপিতে রদবদলের কাজ। এই নিয়ে এখন জোর প্রস্তুতি চলছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বঙ্গ-বিজেপির প্রথমসারির নেতাদের। দফায় দফায় তাঁরা গিয়ে দেখা করে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষ। এই দেখা-কথা বলার পর এখনও পর্যন্ত একটাই পরিবর্তন সামনে এসেছে। সেটা হল-দিলীপ ঘোষকে তাঁর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি দুটি পরিবর্তন এখনও সামনে আসেনি। এদিকে অমিত শাহ এবং জেপি নড্ডা নতুন ফর্মূলা তৈরি করেছেন বলে সূত্রের খবর। বঙ্গ-বিজেপির এই নেতাদের নিয়েই সেই ফর্মূলা তৈরি হয়েছে। আর তার জেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে পারে। এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তিনি বিষয়টিতে সম্মতিও দিয়েছেন। তারপরই বাংলা থেকে দু'জনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার কথা ভাবা হয়েছে। যদিও সব জেনে চুপ করে আছেন তাঁরা। তবে রাজ্য বিজেপির অন্দরে এই নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তবে এখানে দু'জন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেও সূত্রের খবর। সুতরাং ব্যাপক রদবদল ঘটতে চলেছে কিছুদিনের মধ্যেই। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ

জেলায় বিজেপির শক্তঘাঁটি। যদিও এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তেমন বড় কোনও সাফল্য দেখা যায়নি। তবু বিরোধী দলনেতা পদটি শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে দিতে সহমত হয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। আর তাই শুভেন্দু অধিকারীকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি করতে চান জেপি নড্ডা। সেটা আবার চান না স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী। কারণ যদি কোনও কারণে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে হারে বিজেপি তাহলে বঙ্গ-বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকার কোনও মূল্য থাকবে না। তার চেয়ে বিরোধী দলনেতা পদ অনেক ভাল। কারণ এটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য পদ। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে খসড়া তৈরি করেছেন তাতে সুকান্ত মজুমদার এবং দিলীপ ঘোষকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করে দেওয়া হবে। তাঁরা দু'জনেই সাংসদ। আবার সুকান্ত মজুমদার উত্তরবঙ্গ থেকে সাংসদ হয়েছেন। দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুরের সাংসদ। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ছক কষা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে যে দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সরিয়ে এটা করা হচ্ছে তাঁরা ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে মন্ত্রী হওয়া জন বারলাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকারকে মন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। পরিবর্তে আসবেন সুকান্ত-দিলীপ। যদিও আরএসএস চায় দিলীপ ঘোষকে আবার রাজ্য সভাপতি করা হোক, শুভেন্দুকে নয়।

'লোন নিয়েছিলাম, ইন্টারেস্ট সমেত ফেরত দিয়েছি,' বাড়ি কেনা নিয়ে স্পষ্টকথা নুসরতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে প্রায় ২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে সোমবার ইডির দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। পরে সেই অভিযোগ সমর্থন করতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। আজ, বুধবার গোটা বিষয়টি নিয়ে সর্বসমক্ষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। স্পষ্ট, দৃঢ় কণ্ঠে দাবি করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন। উক্ত সংস্থার থেকে বাড়ি কেনার জন্য তিনি ঋণ নিয়েছিলেন বটে, তবে গোটা টাকাই সুদ সমেত ফেরতও দিয়ে দিয়েছিলেন। তা-ও বহু আগেই। এদিন বেলা ৩টে নাগাদ প্রেস ক্লাবে পৌঁছন নুসরত। সেখানেই তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। বৈঠকে নুসরত দাবি করেন, ''যে কোম্পানির নামে অভিযোগ উঠেছে। ওই কোম্পানির সাথে আমি জড়িত ছিলাম না। সেই কোম্পানি থেকে আমি মার্চ ১, ২০১৭ সালে ইস্তফা দিই।'' মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ সরাসরি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে সাংসদ নিজে এক কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। এদিন সেই ফ্ল্যাট কেনার

বিষয়টি নিয়ে বিশদে ব্যাখ্যা দেন নুসরত। তাঁর দাবি, ''অভিযোগ রয়েছে, আমার বাড়ি দুর্নীতির টাকা দিয়ে কেনা। এই কোম্পানি থেকে আমি একটা লোন নিয়েছিলাম। লোনের অ্যামাউন্ট ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা। এবং, ২০১৭ সালের ৬ মে সুদ সহ ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৯৫ টাকা কোম্পানিকে ফেরত দিই।'' এর পরে নুসরত দাবি করেন, এই সমস্ত লেনদেনের ব্যাঙ্ক ডিটেলস তাঁর কাছে আছে। শুধু তাই নয়, ওই সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলেও এদিন দাবি করেন নুসরত। জানান, তাঁর কোনও শেয়ার ওই সংস্থায় নেই। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবে সাংবাদিক বৈঠকে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই উঠে যান নুসরত। প্রসঙ্গত, শঙ্কুদেব তাঁর অভিযোগে ইডিকে জানিয়েছিলেন, গড়িয়াহাট রোডের একটি সংস্থায় যৌথ ডিরেক্টর পদে রয়েছেন নুসরত। ওই সংস্থা ২০১৪ সালে মোট ৪২৯ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকের থেকে। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, রাজারহাটে হিডকোর দফতরের কাছে তাঁদের প্রত্যেককে ৩ কামরার (৩ বিএইচকে) ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। তিন বছরের মধ্যে ওই ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পর ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও, কেউ কোনও ফ্ল্যাট পাননি।

বৃষ্টির,স্বস্তিতে হুগলির কৃষকরা

হুগলি,২আগষ্টঃটানা দুদিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি,স্বস্তিতে হুগলির কৃষকরা।যদিও দেরিতে চাষ শুরু হওয়ায় থেকেই যাচ্ছে ফলন কম হওয়ার আশঙ্কা।আমন চাষের মরসুমে দেখা মেলেনি পর্যাপ্ত বৃষ্টির।ফলে শুকিয়ে যাচ্ছিল বীজতলা,পাশাপাশি পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে চাষ উপযোগী করা যায়নি জমি।এদিকে বৃষ্টির অপেক্ষা করতে করতে পেরিয়েছে বপন করা বীজের বয়স।মূলত জ্যৈষ্ঠের শেষ এবং আষাঢ় মাসের শুরুতেই বপন করা হয় আমন ধানের বীজ।বীজ বপনের ১৫ থেকে ২০ দিন পর জমিকে চাষ উপযোগী করে রোপন করা হয় চারা।যেখানে বপন করা বীজ চাষ উপযোগী জমিতে ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে রোপন করতে হয়, সেখানে বৃষ্টির জলে জমি কানায় কানায় পূর্ণ হবার আগেই বীজের বয়স পেরিয়েছি ৪০ দিনের উপর।আবার নতুন করে বীজ বপন করে চাষ কখনই সম্ভব নয় তাই ফলন কম হবে জেনেও চাষের পক্ষে অনুপযোগী বীজ দিয়েই রোপন শুরু করে দিয়েছেন চাষীরা।দেরিতে হলেও চাষ শুরু হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে হুগলির কৃষকরা।গত কাল থেকেই জমি চাষ উপযোগী করতে মাঠে নামেন কৃষকরা।কোথাও কোথাও আবার শুরু হয়েছে বীজ রোপনের কাজ।এক কথায় জেলা জুড়ে কৃষকদের ব্যস্ততা তুঙ্গে কৃষি জমিতে।

একেবারে মণিপুরের মতোই, হরিয়ানায় হিংসার জন্য খাট্টার সরকারকে তোপ মায়াবতীর

লখনউ, ২ আগস্ট ঃ হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্য মনোহর লাল খাট্টার সরকারকে আক্রমণ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি বলেছেন, হরিয়ানায় দাঙ্গায় উৎসকানি, গুরুগ্রামের কিছু অংশে তা বিনা বাধায় ছড়িয়ে পড়া, হিংসার সূত্রপাত, সরকারি সম্পত্তি এবং ধর্মীয় স্থানের ব্যাপক ক্ষতি এটাই প্রমাণ করে যে মণিপুরের মতো হরিয়ানায় আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থ। বুধবার বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী আরও বলেছেন, হরিয়ানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মণিপুরের মতো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের গোয়েন্দা ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে, যা দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। মায়াবতীর কথায়, মনে যাচ্ছে হরিয়ানা সরকারের হিংসা বন্ধ করার ইচ্ছাই ছিল না। উল্লেখ্য, হরিয়ানা হিংসায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, প্রায় ১১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ফের মৃত্যু আফ্রিকা থেকে আনা আরও এক চিতার

ভোপাল, ২ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে মৃত্যু হল আরও একটি চিতার। এ নিয়ে গত পাঁচ মাসে ভারতের মাটিতে মৃত্যু হল আফ্রিকা থেকে আনা ৯টি চিতার। বুধবার মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে 'ধাত্রী' নামে একটি চিতার, এই চিতাকেও আফ্রিকা থেকে আনা হয়েছিল। বুধবার সকালে কুনোর জঙ্গলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় 'ধাত্রী'-কে। ধাত্রীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা।প্রধান বন সংরক্ষক (বন্যপ্রাণী) অসীম শ্রীবাস্তব বলেছেন, কুনো জাতীয় উদ্যানে আরও একটি চিতা মারা গিয়েছে। একটি ফিমেল চিতা 'ধাত্রী' মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। চিতাটির দেহ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। জুলাই মাসেই আফ্রিকা থেকে আনা অষ্টম চিতা সুরজের মৃত্যু হয়েছিল। তার

ভারতীয় ফুটবলের আইকন ৩৯ বছরে পা দিচ্ছেন

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ সুনীল ছেত্রী। ভারতীয় ফুটবলের আইকন আজ ৩৯ (জন্মঃ৩ আগস্ট ১৯৮৪) বছরে পা দিচ্ছেন। তিনি একজন ভারতীয় পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি বর্তমানে ভারতের পেশাদার ফুটবল লীগের শীর্ষ স্তর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাব বেঙ্গালুরু এবং ভারত জাতীয় দলের হয়ে আক্রমণভাগের খেলোয়াড় হিসেবে খেলার পাশাপাশি ভারত জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন।২০০১-০২ সালে, ভারতীয় ফুটবল ক্লাব সিটির যুব পর্যায়ের হয়ে খেলার মাধ্যমে সুনীল ফুটবল জগতে প্রবেশ করেছেন। ২০০২-০৩ সালে, মোহনবাগানের হয়ে খেলেন। মোহনবাগানের হয়ে তিন মৌসুমে ১৮ ম্যাচে ৮টি গোল করার পর ২০০৫-০৬ সালে তিনি জেসিটিতে যোগদান করেন। জেসিটিতে তিন মরশুম অতিবাহিত করার পর ইস্টবেঙ্গলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, যেখানে তিনি ১৪ ম্যাচে ৯টি গোল করেছেন। পরবর্তীকালে, তিনি ডেম্পো, চার্চিল ব্রাদার্স, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বই সিটির হয়ে খেলেছেন।

জীবনযাত্রার মান যখন উন্নত হয়, তখন সেই শহরের উন্নয়নও দ্রুত হয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

পুণে, ২ আগস্ট ঃ আমাদের সরকার শহরে বসবাসরত, বিশেষত মধ্যবিত্তদের, পেশাদারদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, জীবনযাত্রার মান যখন উন্নত হয়, তখন সেই শহরের উন্নয়নও দ্রুত হয়। আমাদের সরকার পুণের মতো শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ক্রমাগত কাজ করছে। মঙ্গলবার পুণের শিবাজী নগর পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে পুণে মেট্রোর ফেজ ওয়ান-এর দু'টি করিডোরের সম্পূর্ণ অংশে পরিষেবার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে একটি হল পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। একটা সময় ছিল যখন উন্নত দেশগুলির শহরগুলিও পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রশংসিত হতো এখন আমরা ভারতের শহরগুলির জন্য এটি নিশ্চিত করছি। মোদীর কথায়, আমরা যদি ভারতের শহরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে চাই, তাহলে আমাদের গণপরিবহনকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। সেই কারণেই এখন ভারতের শহরগুলিতে মেট্রো নেটওয়ার্ক ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। নতুন ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে, লাল বাতির সংখ্যা কমানোর ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে এই রিপোর্টে জানা গেছে

হিন্দু-মুসলিম বিভাজন নিয়ে বলপ্রয়োগের কথা লিখলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ হিন্দু-মুসলিম বিভাজন নিয়ে বলপ্রয়োগের আবশ্যিকতার কথা লিখেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, হিন্দু-মুসলিম বিভাজন নিয়ে এক দীর্ঘ রাজনৈতিক ন্যাকামির পরিচ্ছেদ এবার শেষ করার সময় এসেছে। এই বিভাজন সত্য এবং বলপ্রয়োগ ছাড়া মিটবার নয়। না হলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা খুব শীঘ্রই কাশ্মীরী হিন্দুদের মতো হবে। একথা বুঝেছেন যোগী আদিত্যনাথ ও হিমন্ত বিশ্বশর্মা।বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, বাংলায় হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে মমতা ব্যানার্জি এবং তার দলবল। তার প্রেক্ষিতে ওই মন্তব্য তথাগতবাবুর।এর প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, তা তো করবেই, কারণ মুসলিমরা যে দিদিমার দুধেল গাই ! কিন্তু মুসলিম স্বার্থ পশ্চিমবঙ্গে দেখার জন্য বহু পার্টি আছে, হিন্দুস্বার্থ দেখার জন্য শুধু বিজেপি আছে। এই হিন্দুস্বার্থ দেখার ব্যাপারটাতে কোনো ' হলে বাঙালি হিন্দুর সর্বনাশ তো বটেই, বিজেপিও পশ্চিমবঙ্গ থেকে উখাত হযে.যাবে।তথাগতবাবু লিখেছেন, এইজন্যই ন্যাকামি বলি। বীজ রোপণ হয়েছিল চোদ্দশো বছর আগে, সেই বীজের ফল খেয়ে পূর্ববাংলার সোয়া কোটি হিন্দু পথের ভিখারী হয়েছিল। যারা এখনো সেদেশে পড়ে আছে তাদের উঠতে বসতে শুনতে হয়, মালাউনের বাচ্চা, ইন্ডিয়ায় যা গিয়া। তবু এপারের বাঙালি হিন্দু ন্যাকামি করেই চলেছে।রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক প্রনম্য কেশবজীর ছবি-সহ তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, নিবেদিতপ্রাণ মানুষটি নিজের দেশ মহারাষ্ট্র ছেড়ে এই পশ্চিমবঙ্গে এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এঁর কাজের ফলেই আজকে বাঙালি হিন্দু নিজেদের আসন্ন সর্বনাশের আভাস পেয়েছে। এঁর সঙ্গে স্মরণ করি শ্রীকৃষ্ণ মতলগ, রামপ্রসাদ দাস প্রমুখ প্রচারকদের। কেশবজী অমর রহে।

হরিয়ানার সাম্প্রদায়িক হিংসায় মৃত ৬ গ্রেফতার ১১৬, এখনও থমথমে নুহ

চন্ডীগড়, ২ আগস্ট ঃ হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। মৃত ৬ জনের মধ্যে দু'জন হোম গার্ড। সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় বুধবার পর্যন্ত ১১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী খাট্টার জানিয়েছেন, নূহের সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার পর অন্যত্র হিংসার বিপথগামী ঘটনা ঘটেছে। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ বুধবার বলেছেন, নূহের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায়.৪১টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ১১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। যেভাবে পাথর, অস্ত্র, গুলি পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে এর পেছনে কোনও মাস্টারমাইন্ড আছে। আমরা বিস্তারিত তদন্ত করব এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব।প্রশাসন যাই বলুক না, স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে হয়তো আরও কিছু দিন সময় লাগবে, এখনও থমথমে রয়েছে হরিয়ানার নুহ্। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা, মোবাইল ইন্টারনেটও বন্ধ রয়েছে বুধবার। বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। নতুন করে আর কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি, পরিস্থিতি এখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে অশান্ত ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হরিয়ানার নুহ্। গুরুগ্রাম এবং মূল ঘটনাস্থল নুহ্ (মেওয়াট) জেলায় সোমবার রাত থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। নুহ্তে বুধবারও জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা, মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রয়েছে। গুরুগ্রামের বাদশাপুরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) বাহিনী ফ্ল্যাগ মার্চ করছে। গুরুগ্রামের এসিপি বরুণ দাহিয়া (অপরাধ) বলেছেন, সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। যানবাহনের চলাচলে কোনও বিধিনিষেধ নেই। ইন্টারনেটও চালু আছে। আমি সকলের কাছে আবেদন করছি সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজবে কান দেবেন না।

কৌশল নিয়ে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর, নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারল বিরোধীরাও

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ শান্তি ফিরছেই না সংসদে, সংসদের চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশন মণিপুর ইস্যুতে উত্তাল। এই পরিস্থিতিতে সরকারের কৌশল ঠিক করতে বুধবার সকালে সংসদে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলতি বাদল অধিবেশনে সরকারের কৌশল নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার সকালের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, প্রহ্লাদ যোশী, অনুরাগ সিং ঠাকুর, পীযূষ গোয়েল, নীতীন গড়করি, নির্মলা সীতারমন ও অর্জুন রাম মেঘওয়াল প্রমুখ।এদিকে, নিজেদের মধ্যে আবারও একপ্রস্থ বৈঠক সারল বিরোধীরা। সংসদে রাজ্যসভার দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের চেম্বারে বৈঠক করেছেন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলের নেতারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শরদ পওয়ার, ফারুক আব্দুল্লাহ, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা ও শশী থারুর প্রমুখ।

জোড়া ভূমিকম্প অনুভূত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, কম্পাঙ্ক যথাক্রমে ৫.০ ও ৪.৮

পোর্টব্লেয়ার, ২ আগস্ট ঃ দু'ঘন্টার ব্যবধানে দু'বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আঃদামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বুধবার সকাল ৫.৪০ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এরপর সকাল ৬.৩৭ মিনিট নাগাদ ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উভয় ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায়।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৫.৪০ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এরপর সকাল ৬.৩৭ মিনিট নাগাদ ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। দুই ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পের জেরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আতঙ্ক তৈরি হয়।

আলোচনা থেকে পালাচ্ছেন বিরোধীরা, সংসদকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন নাঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃআবারও বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বললেন, মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা থেকে পালাচ্ছেন বিরোধীরা, সংসদকেও তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, বিরোধী নেতারা মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়, তাঁরা সংসদের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন না। তাঁরা শুধু পালাচ্ছেন, সংসদকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন না। বিরোধীরা মণিপুরে যেতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা রাজস্থানে যেতে পারছেন না।বিরোধীদের উদ্দেশে অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, যে বিলগুলি আনা হচ্ছে, তার বিরোধিতা করে কিছুই হবে না। বরং তাঁদের (বিরোধীদের) উচিত সংসদে এসে আলোচনায় অংশ নেওয়া। এ থেকে তাঁরা অনেক কিছু জানতে পারবে।

বারামুল্লায় গ্রেফতার লস্করের দুই হাইব্রিড জঙ্গি, উভয়েই ছক কষছিল সন্ত্রাসী হামলার

শ্রীনগর, ২ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের দুই হাইব্রিড জঙ্গিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত জঙ্গিদের নাম-ফয়সল মজীদ গনি ও নূরুল কামরান গনি। ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক পিস্তল, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, চারটি তাজা গুলি ও একটি গ্রেনেড। বারামুল্লা জেলার আজাদগঞ্জ এলাকা থেকে বুধবার দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, ইউএপিএ এবং অস্ত্র আইনের অধীনে এই দুই জঙ্গির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। বারামুল্লা শহরে সন্ত্রাসীদের গতিবিধি সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি, স্বাধীনতা দিবসের আগে অথবা এই সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল এই দুই জঙ্গির। দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করতে সাহায্য করেছে সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ।

গার্ডার মেশিন ভেঙে মৃত ১৭ মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে, অর্থ সাহায্য ঘোষণা

থানে, ২ আগস্ট ঃ মহারাষ্ট্রের থানে-তে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ব্যবহৃত গার্ডার মেশিন ভেঙে ঘটে গেল মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নির্মাণস্থলে কর্মীদের ওপর ভেঙে পড়ে গার্ডার মেশিন, নীচে চাপা পড়ে অন্তত ১৭ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহতও হয়েছেন। গত মঙ্গলবার ভোররাতে থানের একটি নির্মাণস্থলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধ্বংসাবশেষের নীচে এখনও কেউ কেউ আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সারাং কুরভে জানিয়েছেন, ভোররাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং আমাদের প্রথম টিম সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ উদ্ধারকাজ শুরু করে। উদ্ধারকাজ চলছে, স্নিফার ডগের সাহায্যেও চলছে উদ্ধারকাজ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় মর্মাহত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে বলেছেন, মৃতদের পরিজনকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সুইজারল্যান্ডের একটি কোম্পানি সেখানে কাজ করছিল। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসন সূত্রের খবর, থানে-র সাহাপুর এলাকায় সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মাণের কাজ চলছিল। গত মঙ্গলবার ভোররাতে সেখানেই কাজ করছিলেন এক দল কর্মী। আচমকা উপর থেকে তাঁদের মাথায় গার্ডার মেশিন ভেঙে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে কাজ চলাকালীন রাতে কর্মীরা একটি বিশেষ ধরনের ক্রেন মেশিন চালাচ্ছিলেন। এই ক্রেনের নাম ' লঞ্চিং মেশিন'। এই ক্রেন সাধারণত রেল সেতু, সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বহুতলের নীচে ভিত গঠনেও কাজে লাগে এই যন্ত্র। বিশাল আকৃতির ইস্পাতখণ্ড এক দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া এই যন্ত্রের কাজ। সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ ভোর রাতে শুরু করেছিলেন কর্মীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং দমকল। জোরকদমে তারা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের আর এক নাম মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়ে। ৭০১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা মুম্বই এবং নাগপুরকে যুক্ত করে। দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা নির্মাণের কাজ চালাচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকারের সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন। গত ডিসেম্বরে এই রাস্তার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করে গিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের থানে-তে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ব্যবহৃত গার্ডার মেশিন ভেঙে ঘটে গেল মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নির্মাণস্থলে কর্মীদের ওপর ভেঙে পড়ে গার্ডার মেশিন, নীচে চাপা পড়ে অন্তত ১৭ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহতও হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাতে থানের একটি নির্মাণস্থলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধ্বংসাবশেষের নীচে এখনও কেউ কেউ আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সারাং কুরভে জানিয়েছেন, ভোররাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং আমাদের প্রথম টিম সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ উদ্ধারকাজ শুরু করে। উদ্ধারকাজ চলছে, স্নিফার ডগের সাহায্যেও চলছে উদ্ধারকাজ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে বলেছেন, মৃতদের পরিজনকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সুইজারল্যান্ডের একটি কোম্পানি সেখানে কাজ করছিল। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসন সূত্রের খবর, থানে-র সাহাপুর এলাকায় সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মাণের কাজ চলছিল। মঙ্গলবার ভোররাতে সেখানেই কাজ করছিলেন এক দল কর্মী। আচমকা উপর থেকে তাঁদের মাথায় গার্ডার মেশিন ভেঙে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে কাজ চলাকালীন রাতে কর্মীরা একটি বিশেষ ধরনের ক্রেন মেশিন চালাচ্ছিলেন। এই ক্রেনের নাম ' লঞ্চিং মেশিন'। এই ক্রেন সাধারণত রেল সেতু, সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বহুতলের নীচে ভিত গঠনেও কাজে লাগে এই যন্ত্র। বিশাল আকৃতির ইস্পাতখণ্ড এক দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া এই যন্ত্রের কাজ। সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ ভোর রাতে শুরু করেছিলেন কর্মীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং দমকল। জোরকদমে তারা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের আর এক নাম মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়ে। ৭০১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা মুম্বই এবং নাগপুরকে যুক্ত করে। দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা নির্মাণের কাজ চালাচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকারের সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন। গত ডিসেম্বরে এই রাস্তার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করে গিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিধি ২৬৭-র অধীনে ৬০টি নোটিশ মণিপুর হিংসায় আলোচনার দাবি প্রত্যাখ্যান, ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃমণিপুর হিংসার ঘটনায় আলোচনার দাবি জানিয়ে বিধি ২৬৭-র অধীনে রাজ্যসভায় জমা প।ছে ৬০টি নোটিশ, কিন্তু রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ। আলোচনার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন, এরপরই বিরোধী দলগুলি রাজ্যসভা থেকে একযোগে ওয়াকআউট করে। বুধবার রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই সদনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতির দাবি জানাতে থাকেন বিরোধীরা।মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হবে, এই স্লোগান দিতে থাকেন 'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদরা। তখন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ। বলেছেন, চেয়ার থেকে নির্দেশ জারি করা হবে না - আমি সেই নির্দেশ দিতে পারি না। আমি দেব না...। মণিপুর ইস্যুতে এদিন উত্তাল হয়েছে লোকসভাও। সংসদের নিম্নকক্ষেও একই চিত্র ধরা পড়েছে। হইহট্টগোলের মধ্যে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন।

রায়গড়ের স্টুডিওতে আত্মঘাতী শিল্প নির্দেশক নীতিন দেশাই, শোকের ছায়া চলচ্চিত্র জগতে

রায়গড়, ২ আগস্ট ঃ অসংখ্য হিন্দি-মারাঠি ছবির শিল্প নির্দেশক নীতিন চন্দ্রকান্ত দেশাই আত্মঘাতী হয়েছেন, এমনটাই মনে করছে পুলিশ। বুধবার মহারাষ্ট্রের রায়গ। জেলার কারজাটে এন ডি স্টুডিও থেকে উদ্ধার হয়েছে 'দেবদাস' খ্যাত আর্ট ডিরেক্টর নীতীন দেশাইয়ের দেহ। কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ নিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। নীতিনের অকালেই চলে যাওয়ায় শোকের ছায়া চলচ্চিত্র মহলে।'লগান,দেবদাস, 'যোগা আকবর'-এর মতো বহু সিনেমার সেট ডিজাইন করেছেন তিনি। ঝুলিতে রয়েছে চার-চারটি জাতীয় পুরস্কার। মনে করা হচ্ছে, আত্মহত্যা করেছেন অভিজ্ঞ এই চলচ্চিত্র কর্মী। নীতিন দেশাইয়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিধায়ক মহেশ বালদি বলেছেন, তিনি আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে ছিলেন এবং এটিই আত্মহত্যার একমাত্র কারণ হতে পারে। রায়গ।রে পুলিশ সুপার বলেছেন, আমরা কারজাটে এন ডি স্টুডিও থেকে আর্ট ডিরেক্টর নীতিন দেশাইয়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। সেটের এক কর্মী পুলিশকে বিষয়টি জানায়। পুলিশের টিম স্টুডিওতে পৌঁছলে তাঁরা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। এই মামলার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে আমরা মামলাটি আরও তদন্ত করছি।মুম্বইয়ে জন্ম প্রখ্যাত আর্ট ডিরেক্টরের। পুরো নাম নীতিন চন্দ্রকান্ত দেশাই। আটের দশকে মুম্বইয়ের ফিল্ম সিটি থেকে কেরিয়ার শুরু করেন। নীতিশ রায়ের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। মুম্বইয়ের গ্ল্যামার জগতে নীতিনের কদর বাড়ে ' আ লাভ স্টোরি' হিট হওয়ার পর থেকে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাননি বলিউডের নামজাদা আর্ট ডিরেক্টর। হিন্দির পাশাপাশি মারাঠি ছবিতেও কাজ করেছেন নীতিন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ' দ্য মিউজিক্যাল', ' আ টেল অফ লাভ', ' কামসূত্র' বম্বে', ' লেজেন্ড অফ ভগৎ সিং'-এর মতো বহু হিট সিনেমা। ' কবীর' ' দিল দে চুকে সনম' আর ' বাবাসাহেব আম্বেদকর' সিনেমার জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন নীতিন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার ইপিএফ ৯৫ পেনশনভোগীরা

সমীর দাস, কলকাতাঃ কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল এ্যাজিটেশন কমিটি (NAC) পশ্চিমবঙ্গ শাখার এক দিনের অনশন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হলো । পেনশন ফান্ডের কর্মচারীদের টাকা সঠিকভাবে কর্মচারীদের ফেরত দেওয়া হচ্ছে না এমনকি ইপিএফ ৯৫ ন্যূনতম পেনশন ১০ হাজার টাকা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তার মানা হচ্ছে না। এরপরে গোটা দেশে প্রায় ৩০ লক্ষের বেশি পেনশনভোগী ন্যূনতম পেনশনের সংসার চালাচ্ছেন, এরই প্রতিবাদে ইপিএস-৯৫ পেনশনাররা অনশন ধর্মঘটের কর্মসূচি নিল। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রখর রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করে কলকাতার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পাশে এক দিনের অনশন ধর্মঘটে ভাগ নিলেন প্রায় ৩০০ শতাধিক পেনশনভোগিরা। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি তপন দত্তের বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে উঠল কেন্দ্রের সরকারের চূড়ান্ত গাভিলতি কথা। ওনারা আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার। দেশে ৭২ লক্ষ পেনশনারদের মধ্যে ২৩ লক্ষ পেনশনার ১০০০ টাকার নিচে পেনশন পায়। উনি আরো বললেন আমরা ভিক্ষুক নই। আমরা আমাদের পুরো চাকরি জীবনে বেতন থেকে টাকা জমা করছি একটা ভাল পেনশনের জন্য, যেমন টা কেন্দ্রের সরকার বুঝিয়েছিল। কিন্তু আজ আমাদের দাবি এই ইপিএস ৯৫ পেনশনের ন্যূনতম পেনশন চাই ৭৫০০ টাকা সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। এবং সমস্ত ইপিএস পেনশনভোগীদের বিনা মূল্যে চিকিসার সুবিধা দিতে হবে। আমরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছি, আঃেদালন করেছি, রক্ত দিতে চিঠি লিখেছি। কেন্দ্রের শ্রম মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুবার মিটিং হয়েছে, আজ পর্যন্ত শুধু আস্বাদন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আজ এক দিনের অনশন ধর্মঘট, যদি এই বাদল অধিবেশন চলাকালীন,আমাদের দাবিগুলি পুরন না হয, তাহল সমগ্র ভারত ব্যাপী এই আন্দোলন হবে। আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের নামবো। দরকার পরলে, আমরণ অনশনের ডাক দেব। আজকে কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের NTUC সভাপতি জামালউদ্দীন কামাল, ছত্তিসগড় এজাজুর রহমান, এছাড়া ন্যাশনাল এ্যাজিটেশন কমিটি (NAC) আমিও কুমার দাস পঙ্কজ দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ আজকে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত ।

উত্তরপ্রদেশের মইনপুরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ২ আগস্ট ঃ উত্তরপ্রদেশের মইনপুরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে । এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।মঙ্গলবার বরনাহাল থানা এলাকায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেলে ধাক্কা মারলে আরোহী যুবকদের পিষে মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় মামা ও তাঁর দুই ভাগ্নার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে মৃতের পরিবারকে খবর দেয়।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের এক আধিকারিক ট্যুইট করে লিখেছেন, মইনপুরীতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু হয়েছে তাতে তিনি গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন, এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। মুখ্যমন্ত্রী আহতদের চিকিৎসার জন্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি যোগী আদিত্যনাথ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩আগষ্টঃবৃহঃবার, ১৭শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজ থাকবে। শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। অর্থ যোগহবে

মিথুন রাশিঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ হওয়া উচিত।

কর্কট রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে

সিংহ রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে।

কন্যা রাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।শুভদিন

তুলা রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। সংসারে শান্তি হবেই।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

ধনু রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন

মকর রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজই

কুম্ভ রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে।

মীন রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। অতএব, আপনি তাদের যত্ন নিতে হবে। আপনার ঘরের

পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে নদীর চড়ে আটকে পড়ল জাহাজ

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২ আগস্ট ঃ বুধবার কলকাতা মুখী একটি মালবাহী জাহাজ বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি জাহাজকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে নদীর চড়ে আটকে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে শ্যামপুরের ৫৮গেটের অদুরে পূর্ব বাসুদেবপুরে। সিঙ্গাপুরের মালবাহী জাহাজ টি হলদিয়া থেকে কলকাতার উদ্যেশে যাওয়ার সময় সকাল ১১টা নাগাদ যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে ভাগীরথী নদীর তীরে আটকে যায়। খবর জানাজানি হওয়ার পর জাহাজ দেখতে বহু মানুষ নদীর তীরে জমায়েত হয়, ঘটনাস্থলে শ্যামপুর থানার পুলিশ আসে, সাধারণ মানুষের ভিড়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিস অবশ্য সেই যানজট ঠিক করে সব স্বাভাবক করে।

মশার বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে এবার কোমর বেঁধে নামল হাওড়া পৌরনিগম
গাপ্পি মাছ দেওয়া হল বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ আগস্ট ঃ মশার বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে এবার কোমর বেঁধে নামল হাওড়া পৌরনিগম। গাপ্পি মাছ তুলে দেওয়া হল বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে। এরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের জমা জলে ও নর্দমায় এই গাপ্পি মাছ ছাড়ার কাজ করবেন। গাপ্পি মাছের মূল খাদ্য হল মশা ও মশার লার্ভা। তাই হাওড়া পৌরনিগমের এই উদ্যোগ। বুধবার সকালে হাওড়া পৌরনিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। এই কর্মসূচি সম্পর্কে ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, প্রতি বছরের মতো এটা একটা ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানের একটা ক্যাম্প। প্রতি বছরই নর্দমায় গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। ইউডিএমএ এবং ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে র কাছ থেকে গাপ্পি মাছ নেওয়া হয়। এই বছর প্রথম

ফেজে প্রায় সা।ে ৮ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। এর উদ্বোধন হল এদিন। দ্বিতীয় ফেজে আরও সাড়ে ৮ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। এই মাছ মশার লার্ভা মাছ খেয়ে নেয়। সেই কারণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এই পদ্ধতি উপযোগী। গত বছর এই সময় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যার অপেক্ষা এই বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কম। এই সময় থেকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। সেই কারণে প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে স্ট্রিট কর্নার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি সকলে মিলে একটা কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ করা যায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যারা বা।াতে জল জমিয়ে রাখছেন বা অপরিস্কার রাখছেন এমন প্রায় দে। হাজার বা।ারি মালিকের কাছে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ৫০টি মিউনিশিপ্যাল কোর্টে মামলা করা হয়েছে। কিন্তু পৌরনিগম চায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসুক। তাহলেই সফলভাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। কারণ এটা একা প্রশাসন পারবে না, সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। সেই কারণে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করা হচ্ছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় হাওড়া পৌরনিগম সচেতন রয়েছে।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে দুই ওয়ার্ডে দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিনের দাবি মত উত্তরপাড়া পুরসভার দুটি ওযার্ডে বুধবার দুটি স্বাস্থ্য কেঃদ্রের উদ্বোধন হলো। উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব। একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো এই পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিধান পার্ক সংলগ্ন এলাকায় অপর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উদ্বোধন হয় এই পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে দু'নম্বর মাখলা রায়পাড়া জলের ট্যাংকের পাশে। জানা গেল কেএমডিএ এই দুটি স্বাস্থ্য কেঃদ্র দুই জায়গায় তৈরি করে উত্তরপাড়া পুরসভার হাতে তুলে দিল। এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবার থেকে পরিচালনা করবে, উত্তরপাড়া পুরসভা । হিন্‌জমোটরে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি ডলি ঘোষ যাদব, কাউন্সিলর অজয় সিং, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায়। অপরদিকে এই পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় ছিলেন শ্রী দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল তিনি স্থানীয় কাউন্সিলর উত্তরপাড়া পৌরসভার সিআইসি প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী ইন্দ্রজি ঘোষ ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ইও সাহেব, কেএমডিএ-এর প্রতিনিধি এক ইঞ্জিনিয়ার পুরসভার মেডিকেল অফিসার সহ বিশিষ্টরা। বুধবার আসল চাবি ও রেপ্লিকা চাবি তুলে দেওয়া হয় উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যানের হাতে কে এম ডি এর পক্ষ থেকে । দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন কেএমডি এর পক্ষ থেকে দুই ওয়ার্ডে দুটো স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করে উত্তরপাড়া পৌরসভার হাতে তুলে দেওয়া হল কয়েকদিনের মধ্যে এই দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হয়ে যাবে। রোজই ডাক্তার বসবেন এখানে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্ত পরীক্ষা প্যাথলজি পরীক্ষা সহ নানাবিধ পরীক্ষা টিকা করন হবে এখানে এলাকার সাধারণ মানুষ এখানে চিকিৎসা করাতে পারবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই দুই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা হবে তাদের এখন থেকে আর দূরে চিকিৎসা করাতে যেতে হবে না যাবতীয় ঔষধ এখানে পাওয়া যাবে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, মানছে স্বাস্থ্য দফতর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ আগস্ট ঃ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, মানছে স্বাস্থ্য দফতর। হুগলি জেলায় ৪০০ ছাড়িয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া জানিয়েছেন, জেলায় নতুন করে বেশ কয়েকটি এলাকায় ডেঙ্গু সংক্রমনের খোঁজ মিলেছে। ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগ-এর মধ্যেই শুরু হয়েছে নিম্নচাপ। জমা জল থেকে ডেঙ্গু মশার আঁতুর ঘর যাতে না হয় তৈরি হয় তার দিকের নজর দিতে হবে সমস্ত মানুষকে। শহরের তুলনায় .গ্রামে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। হুগলি গ্রামীন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা আড়াইশো ছাড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে সেই তুলনায. অক্রান্তের সংখ্যাটা একটু কম তবে শহরাঞ্চল গুলিতেও প্রায. দেড়শোর ওপর ডেঙ্গুর আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে। জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে চন্ডীতলা ১-এ। হরিপাল, চন্ডীতলা, বলাগ।, শ্রীরামপুর, চন্দননগর সহ কয়েকটি এলাকায় হটস্পট করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের সক্রিয়া রয়েছে ডেঙ্গু মোকাবিলায় তবে সাধারন মানুষের সচেতনতার অভাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভূঁইয়া জানিয়েছেন, ডেঙ্গু আক্রান্তদের ক্ষেত্রে দু'রকম পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলছে। এক, বাড়ি থেকে চিকিৎসা তাতে ফলপ্রসু না হলে তাহলে হাসপাতালে চিকিসা চলছে। বাড়ি থেকে চিকিসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে প্রতিদিন মনিটরিং করা হয় রোগীকে। সে ক্ষেত্রে রবিবার বা ছুটি বলে কিছুই থাকেনা। ডেঙ্গু ও আক্রান্তদের চার থেকে সাত নম্বর দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য কিছু জেলার সমস্ত ব্লক স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ব্যবস্থাপনা করা রয়েছে। একইসঙ্গে জেলার সদর হাসপাতালগুলিও তৈরি মোকাবিলার জন্য। সাধারণ মানুষকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতেও টিম পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

বুদ্ধবাবু নিয়ে ফের প্রতিক্রিয়া তথাগত রায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিতর্কের মাঝে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় টুইটারে লিখলেন, তিনি পরিস্থিতি বোঝেননি। তথাগতবাবু লিখেছেন, আবার বলছি বামপন্থী হয়ে মিটিং, মিছিল, অবরোধ, ঘেরাও, ধর্মঘট, বনধ, খুন, জখম এই সব করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ভাল করা যায় না। করতে গেলে নন্দীগ্রামের গুলিচালনা, তাপসী মালিকের ধর্ষণ-হত্যার মতো ঘটনা ঘটে যায়। বুদ্ধবাবুর অসুস্থতার মধ্যেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই কথাটা তিনি বোঝেন নি। নিরুপম বসাক নামে এক ব্যক্তি টুইটারে লিখেছেন, বুদ্ধদেববাবু যদি মঞ্চের বাইরে গুপ্তচর বা গোপন ক্যামেরায় নজরদারি করতেন তাহলে মিথ্যা কথা শিল্পীর সব ভেল্কি ধরা পড়ে যেত,বা যে সময় মঞ্চের গ্রীন রুমে ভোজনে যাচ্ছে তখন কিছু ইঁদুর ছেড়ে দিলে ইঁদুরের উৎপাতে সব ভেল্কি ধরা পড়ে যেত। এর থেকে প্রমানিত বুদ্ধদেববাবু কূটনীতিক নয়। উনি তো কবি। নিরুপমবাবুর ভাষায়, আসলে বুদ্ধবাবু হলেন বুদ্ধু বাবু। ওনার যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে কালীঘাটের মিথ্যা কথা শিল্পী ২৭ দিন প্রীতি ভোজমূলক অনশন করতে পারতেন না। আর বাইরে ভজন গাইত না দিদি-মা -মাটি মানুষের জন্য অভুক্ত আমরন অনশন করছেন। প্রাক্তন সাংসদ দীপা দাসমুন্সী সংবাদ চ্যানেলে বলেছিলেন আমরা খাবার দিতে যেতাম। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথাগতবাবুর উপরের মন্তব্য।

বোঁজানো জলাশয় অবিলম্বে পরিস্কারের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ আগস্ট ঃ বারুইপুরের ৪ নম্বর প্লাটফর্মের কাছে অভিযোগ ওঠা একটি জলাশয় অবিলম্বে পরিস্কার করার নির্দেশ দিল আদালত। এই ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের পর্যবেক্ষণ, জলাশয়ের একটা অংশ যে ময়লা ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। যদি জলাশয়ে কোনও ক্লাবের তরফে আবর্জনা ফেলা হয়, তাহলে সেটা পরিস্কার করার খরচ দিতে হবে ক্লাবকেই। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বারুইপুরের একটি নির্দিষ্ট জলাশয়ে ময়লা ফেলে বুজিয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা হয়েছিল আদালতে। সেই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির। মামলায় মূল অভিযোগ ছিল, বারুইপুর প্লাটফর্ম সংলগ্ন প্রায় ৩০ বিঘা জলাশয় চক্রান্ত করে বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে স্থানীয় প্রগতি সঙ্ঘ ক্লাব। আর তাতে বারুইপুর পুরসভা সাহায্য করছে বলেও অভিযোগ করা হয়। এই মর্মে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। ওই জলাশয়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ৩ সপ্তাহ সময় দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু জলাশয় নয়, তার আশপাশের এলাকাও আবর্জনামুক্ত করতে ২ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। দ্রুত যাতে পরিস্কার করার কাজ হয়, সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের প্রতিনিধি, বারুইপুরের বিডিও, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পুরসভার প্রতিনিধিদের। যৌথভাবে জলাশয়ের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ক্লাব বা যে কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যদি জলাশয়ে ময়লা ফেলার জন্য দায়ী হয, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারেন জেলাশাসক। জঞ্জাল পরিস্কারের খরচও তাদের কাছ থেকেই চাওয়া হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পারদ নামল কিছুটা, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বর্ষণের সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ বৃষ্টির সৌজন্যে পারদ কিছুটা নামল কলকাতায়, তবে স্বাভাবিকের নীচে এখনও নামেনি। যদিও স্বস্তি ফিরেছে। এরই পাশাপাশি বৃষ্টি হয়েই চলেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার সকালেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা লাগোয়া বিভিন্ন জেলায়, মাঝেমধ্যে আবার রোদ-বৃষ্টির মধ্যে খেলাও হয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বইতে পারে দমকা হাওয়া। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, তার প্রভাবেই ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের দু'একটি এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের দু'একটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

সিমলাগড়ে জি টি রোডের পাশে চাটাই পেতে ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ আগস্ট ঃ নিম্ন চাপের কারণে বৃষ্টি শুরু হয়েছে উপকূলীয় এলাকায়. বাদ পড়েনি হুগলি জেলাও। গত দুই দিন ধরে অল্প থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েই চলেছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। তবে অল্প বৃষ্টিপাতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকা। হুগলির পান্ডুয়ার সিমলাগড় প্রতিভা প্রাথমিক স্কুলের সামনে এক হাঁটু করে জল। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন ছাত্র থেকে শিক্ষক সকলেই। তবে প্রশাসনের তৎপরতা থাকলে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো না এমনটা মনে করছেন অভিভাবকরা।

স্কুলে ঢুকতে গেলে এক হাঁটু কাদা জল পেরিয়ে ঢুকতে হচ্ছে। শুধু এই বছর বলে নয় দীর্ঘ চার পাঁচ বছর যাবত এই সমস্যায় নাজেহাল স্কুল কর্তৃপক্ষ। ফলে বাধ্য হয়েই জিটি রোডের পাশেই চাটাই পেতে পড়ুয়াদের নিয়ে বসে পড়েন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার।

স্বাধীনতা সংগ্রাম,ভোলানাথের সাহসের কাছে হার মানত ইংরেজদের অত্যাচার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ প্রাণের থেকেও প্রিয় অমরভূমি ভারত মাতার স্বাধীনতার মাস চলছে। এমতাবস্থায় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বিপ্লবীদের গল্প বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। দেশের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে জাতির ভিত্তি হয়ে ওঠা বিপ্লবীদের কাহিনী পাঠকদের সামনে আনার অঙ্গিকার করেছি আমরা। তাই আজ আমরা বাংলার অমর শিল্পী লাল ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করছি। তাঁর মনোবল এতটাই উচ্চ ছিল যে, তিনি কেবল ভারত থেকে বিদেশী ভূমিতে বিপ্লবীদের একত্রিত করতেন না, ব্রিটিশ শাসনকালের সময়ও তিনি সাত সমুদ্রের ওপার থেকে ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র ভর্তি জাহাজ নিয়ে আসতেন। পুরো সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থা ব্রিটিশদের হাতে থাকত, কিন্তু তা সত্বেও সন্ত্রাসী ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করার জন্য বিপ্লবীদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র পৌঁছে যেত। ওনার মনোবল এবং সাহস এতটাই বেশি ছিল যে উনি ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ার পর ব্রিটিশ অফিসারদের অমানবিক অত্যাচারের পরেও ভোলানাথ চ্যাটার্জীর মনোবল আর সাহস ব্রিটিশরা ভাঙতে পারেনি। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি কোনও বিপ্লবী সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করেননি। ভোলানাথ চ্যাটার্জীর জন্ম হয়েছিল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর এতটাই ভালোবাসা ছিল যে উনি ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এমন ছিল বলে বাঘাযতীন তাঁকে বাংলা প্রদেশের বিপ্লবীদের এক করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, অত্যাচারী ব্রিটিশদের উৎখাত করতে অস্ত্র-শস্ত্র সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থাও তাঁর হাতে সমর্পিত ছিল। তখনকার দিনে যখন ব্রিটিশ শাসনের সূর্য অস্ত যায়নি তখন বিশাল ভারতের স্থলভূমি পেরিয়ে সমুদ্রপথে জার্মানি গিয়ে অস্ত্রভর্তি জাহাজ সুরক্ষিতভাবে ভারতে নিয়ে আসেন। পৃথিবীর বহু দেশের ব্রিটিশ শাসনের সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে, পুরো গোয়েঃদা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে, ব্রিটিশদের ভীতকে নাড়িয়ে দেওয়ার যাবতীয় উপকরণ ভারতে নিয়ে আসা কতটা চ্যালেঞ্জের তা অনুমান করা যায়। ভোলানাথ ছিলেন গদর পার্টির মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা-বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটাতে গদর পার্টি গঠন করেন। গদর পার্টির বিপ্লবীরা অনেক ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে বেছে বেছে অনেককে এবং গোয়েন্দা তথ্যদানকারীদের হত্যা করা শুরু করে। এই কারণে গদর

পার্টির বিপ্লবীদের ভয়ে কাঁপতো ব্রিটিশরা। ১৯১৫ সালে সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন হওয়ার কথা ছিল এবং এরজন্য শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা এবং লালা হরদয়ালের মতো প্রবাসী ভারতীয়রা বিদেশে থেকেও অর্থ এবং অস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন। এখানে দেশে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিতেন বাঘা যতীন। এরপর বাঘা যতীন লালা হরদয়াল এবং শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্ব ভোলানাথ চ্যাটার্জীর ওপর অর্পন করেন। ব্রিটিশরা ভোলানাথের সম্পর্কে জানতে পেরে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি পুরো গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে ১৯১৪ সালে ব্রিটিশদের শত্রুদেশ জার্মানিতে পৌঁছন। সেখানে জার্মান সরকারের সাহায্যে ভারি অস্ত্র-শস্ত্র জাহাজে রেখে ভারতে চলে যান। পুরো ইংরেজ গোয়েঃদা বিভাগ তাঁকে নজরে রেখেছিল। তখন বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন তুঙ্গে ছিল, সেইকারণে ব্রিটিশরা খুব সমস্যায় পড়েছিল, তখন ইংরেজ সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাও অতি সক্রিয় ছিল। সেই কারণে ভোলানাথ চ্যাটার্জী বিচক্ষণভাবে বাংলার পরিবর্তে গোয়ায় অস্ত্র বোঝাই জাহাজ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। এখানে পর্তুগীজদের শাসন চলছিল, সেখানে ব্রিটিশদের শাসন চলতো না। সেকারণে তিনি ভেবেছিলেন, এখান থেকে নিরাপদে অস্ত্র-শস্ত্র ভারতের অন্য রাজ্যে সরিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর পরিকল্পনা কিছুটা হলেও কাজ করেছিল। তারা নিরাপদে গোয়া উপকূলে পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৫ সালের ২রা অক্টোবর কলকাতায় তিনি বাঘা যতীনের নামে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। ব্রিটিশরা সে সম্পর্কে জানতে পেরে গিয়েছিল। এটাও তারা জানতে পেরে গিয়েছিল যে গোয়ায় অস্ত্র-শস্ত্র ভর্তি একটি জাহাজ আসতে চলেছে, এরপর ব্রিটিশ সরকার গোয়ার পর্তুগাল পুলিশের ওপর চাপ তৈরি করে। পর্তুগাল পুলিশ তাদের ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিয়েছিল- যখনই অস্ত্র-শস্ত্র ভর্তি জাহাজ গোয়ায় পৌঁছয়, পর্তুগালের পুলিশ তখনই তাদের হেফাজতে নিয়ে নেয়। সেখানে ভারতের সীমান্তে ব্রিটিশ পুলিশ ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে গ্রেফতার করার জন্য হাতকরা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পর্তুগাল পুলিশ তাঁকে সীমান্তে ছেড়ে দেয়, পরে ইংরেজ পুলিশ তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বঃদী করে ফেলে। কারাগারে তিনি বন্দী ছিলেন। এই জেলেই অমর বিপ্লবী দামোদর হরি চাপেকর-কে ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত বন্দ করে রাখা ছিল। জেলে যাওয়ার পর ভোলানাথের ওই জায়গাকে তীর্থ মনে হতে থাকে। সেখানে ভোলানাথ অন্য বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন যারা সেখানে আগে থেকেই বন্দী ছিল, জেল থেকে বেরিয়ে ভোলানাথ তাদের দেশের স্বাধীনতার কাজে নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণিত করেন।

স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে ধৃত স্বামীকে আদালতে পাঠালো পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বকুলতলা, ২ আগস্ট ঃ বকুলতলা থানার মনিরতট এলাকায় স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামীকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো বকুলতলা থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধূ আদমিরা গায়েন(২৩) এর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতেই স্বামী জিয়ারুল গায়েন (৩০)কে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ চার বছর আগে বকুলতলা থানার মনিরতট ৬ নং এলাকার জিয়ারুল গায়েনের সঙ্গে বকুলতলা থানার হানারবাটি এলাকার আদমিরা গায়েনের বিবাহ হয় সামাজিক মতে। ওদের দু বছরের একটি সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই নানা কারণে অত্যাচার করতো স্বামী জিয়ারুল গায়েন। সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো। স্থানী সূত্রে খবর পেয়ে গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন মঙ্গলবার হানারবাটি থেকে মনিরতট ৬ নং গ্রামে জিয়ারুলের বাড়িতে গিয়ে দেখে তাদের কন্যার নিথর দেহ পড়ে আছে এবং প্রচুর গ্রামের মানুষ ভিড় জমিয়েছে জিয়ারুলের বাড়িতে।এর পরে বকুলতলা থানায় খবর দিলে বকুলতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।ওদিন রাতে বকুলতলা থানার মর্গে মৃতদেহ রাখা হয়। আর তাঁর পরে ও দিনই বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে মঙ্গলবার রাতেই বকুলতলা থানার পুলিশ ঐ গৃহবধূর স্বামী জিয়ারুল গায়েন কে মনিরতট এলাকা থেকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে বুধবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আর মৃতদেহ বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

বাড়ছে শিশুপাচার,সেইসঙ্গে লড়াইও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ কোভিডের পর পশ্চিমবঙ্গে শিশুপাচারের ঘটনা দ্বিগুণ। এই ঘটনা কতটা সত্যি? কতটা না।। দিয়েছে এ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহলকে? গেমস ২৪থ৭ এবং কৈলাশ সত্যার্থী চিলড্রেন্স ফাউন্ডেশন সংকলিত ভারতে শিশুপাচার সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে কোভিড-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে শিশু পাচারের ঘটনা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক দশকে, সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি একটি সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে, যার ফলে অভিযোগের সংখ্যা বেড়েছে, যদিও জনসচেতনতা বৃদ্ধি এখনও সমস্যাদীর্ণ। কার্যকরভাবে শিশু পাচার প্রতিরোধের জন্য দেশে একটি সামগ্রিক পাচার-বিরোধী আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। ভারতে শিশুপাচার সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন অনুসারে, কোভিড-পরবর্তী বছরগুলিতে (২০২১-২২) পশ্চিমবঙ্গে শিশুপাচারের গড় সংখ্যা কোভিড-পূর্ব বছরগুলির (২০১৬-২০২০) ৩৫ থেকে ৭২ হয়েছে অর্থা তুলনামূলকভাবে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। মহামারী-পরবর্তীকালে শিশুপাচারের ঘটনা বৃদ্ধিতে শীর্ষ দশের তালিকায় থাকা অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, দিল্লি ও রাজস্থান। মাটিগাড়াতে আয়োজিত সাম্প্রতিক পাচার-বিরোধী কনক্লেভেও আলোচনা হল বিষয়টি। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর যে অসংখ্য নারী ও শিশু ভারতে পাচার হয়ে আসেন, তাদের পুনর্বাসন বা দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া এখনও বেশ কঠিন রযে.গেছে বলে বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করছেন। ভারতে সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও-কর্মীরা বলছেন এক্ষেত্রে আইনি জটিলতা ও কূটনৈতিক বাধা এখনও পুরোপুরি কাটিযে.ওঠা যাচ্ছে না, ফলে ভারতের বহু সরকারি হোমে বাংলাদেশী নারীরা বছরের পর বছর কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। পরিস্থিতি যে এতটা জটিল, তা মানতে রাজি নন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তথা চলচ্চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায়। প্রশ্নের উত্তরে এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, অনেকে এ ব্যাপারে অনেক রকম তথ্য দেয়। কার তথ্য আপনি নিচ্ছেন, সেটা কিন্তু বিবেচ্য বিষয়। আর, কত নিখোঁছে যে ফিরে আসছে, তার ওপর গুরুত্ব দেবেন না?শিশুপাচার নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে কাজ করছেন সত্যগোপাল দে। তিনি স্বীকার করেছেন, এটা একটা বড় সমস্যা। এই সঙ্গে দাবি করেছেন, আজ পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিশুপাচার বাড়েনি। এই রাজ্যের বিস্তীর্ণ গোলা সীমান্ত এর একটা বড় কারণ। কেবল বাংলাদেশ নয়, অন্য কিছু সামগ্রির মত শিশুও পাচার হচ্ছে।

তাহলে সমাধানের পথ কী? সত্যগোপালবাবুর মতে, ওইভাবে কোনও সাধানসূত্র দেওয়া যাবেনা। যৌন এবং অঙ্গপাচার- মূলত এই দুই কারণে শিশু পাচার হয়। গ্রামের অভাবীদের ভুল বুঝিয়ে বা প্রলুব্ধ করে বিয়ের নামে কিশোরীদের নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেগুলো যে ছলনা, সেটা বোঝা যায় পড়ে। নারীপাচারের পাশাপাশি উদ্ধার-পরবর্তী সমস্যাও একটা ব। জটিলতা। মাটিগাড়ার সভায় ভারতের নামী অ্যান্টি -ট্র্যাফিকিং বিশেষজ্ঞ ডঃ পি এম নাযার বলেন, ভারতে পাচার হওয়া বাংলাদেশী বা নেপালীদের প্রত্যাবাসনে প্রধান সমস্যা হল ভারতের আদালতে তাদের জন্য একটা হোম ভেরিভিকেশন রিপোর্ট' জমা দিতে হয়। এটা একটা আইনি বাধ্যবাধকতা - যাতে ওই বিদেশিরা কোথাকার লোক, কী তাদের পরিচয় সে সব তথ্য সংগ্রহ করে ও যাচাই করে আদালতকে জানাতে হয়। অনেক সময়.বাংলাদেশ থেকে সে রিপোর্ট জোগাড় করতে বহু মাস, কখনও বা বহু বছরও গড়িযে.যায়। এই রিপোর্ট দ্রুত হাতে পাওয়ার যেহেতু কোনও উপায় নেই, ফলে ভিক্টিমদেরও নীরবে যন্ত্রণা সয়ে যেত হয.দিনের পর দিন। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কিছুকাল আগে এক মজার খেলার আদলে কচিকাঁচাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যে কোনো বিষয় খেলার ছলে শেখানো হলে শিশুরা রপ্ত করতে পারে সহজে। সেই ভাবনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কিশোর-কিশোরীদের উপহার দিল অভিনব এক খেলা। সাপলুডোর মতোই বোর্ডগেম। নাম ফাঁদমুক্তি'। শিশুদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতে চালু হয়েছিল সাপলুডো খেলা। অনেকে বলেন, ত্রয়োদশ শতকে সন্ত জ্ঞানদেব এই খেলার প্রচলন করেন। তবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও এরকম খেলা ছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। এখন সারা বিশ্বে সাপলুডো জনপ্রিয়। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এবার সেই মজার খেলার আদলেই কচিকাঁচাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল। যে কোনও বিষয় খেলার ছলে শেখানো হলে শিশুরা রপ্ত করতে পারে সহজে। সেই ভাবনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কিশোর-কিশোরীদের উপহার দিল অভিনব এক খেলা। সাপলুডোর মতোই বোর্ডগেম। নাম ফাঁদমুক্তি'। শিশুপাচার, শিশুদের যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ এবং আরও নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনে স্বচ্ছ ধারণা জাগানোই উদ্দেশ্য। সঠিক আচরণ, প।াশোনায় মনোযোগ প্রভৃতি ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারি নানা প্রকল্পের উপকারিতাও তুলে ধরছে এই খেলা। খেলাটির পরিকল্পনা করেছেন ডঃ শুভ্রজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। একটানা ১০ বছর ধরে তিনি শিশু সুরক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর চিন্তাধারাকে সার্থক রূপ দান করেন সোমা মুখোপাধ্যায়, যিনি গত ১৫ বছর ধরে শিশুদের জন্য নানারকম খেলা এবং খেলনার উদ্ভাবন করে আসছেন। উপদেষ্টা হিসেবে আছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায়। তাঁর কথায়, শিশুদের জীবনে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, সেটা বোঝার জন্যই এই খেলা। নিজেদের সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি অধিকার সম্পর্কেও জানতে পারবে তারা।

হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পথসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ আগস্ট ঃ ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে স্ট্রিট কর্নার মিটিং হলো হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে। অবুধবার সকালে পতঙ্গবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার শীর্ষক ওই পথসভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার ১০০ শেড, মধুসূদন পাল চৌধুরী লেন (ওয়ার্ড ২২) সংলগ্ন এলাকায়। হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী ওই পথসভায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌরনিগমের উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। এদিন হাওড়া পৌরনিগমের এক স্বাস্থ্যকর্মী অনিতা সিং বলেন, আমরা ডোর টু ডোর সার্ভে করে থাকি। কারও যদি জ্বর থাকে সেক্ষেত্রে কি করণীয় তা সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। কোথাও জল জমে থাকলে তারজন্য পতঙ্গবাহিত রোগ যে হয় তা জানানো হচ্ছে। বালতিতে জল রাখতে গেলে কি করণীয় তা জানানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে গেলে কিছু কিছু মানুষ কথা মানেন। আবার কিছু কিছু মানুষ কথা মানছেন না। তবে তাদের বন্ধুর মতো করে বিভিন্নভাবে বোঝানো হচ্ছে। হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। হাওড়া পৌরনিগম, স্বাস্থ্য দপ্তরের সকল কর্মীরা কাজ করছেন। কিন্তু সকলে যদি একত্রিত না হওয়া যায়, সক্রিয়ভাবে সহায়তা না করা যায় তাহলে সব চেষ্টাই বৃথা। ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে যাতে যুক্ত করা যায় সেইজন্য ২২নং ওয়ার্ডে স্ট্রিট কর্নার মিটিং করা হলো। গত বছরের তুলনায় এই বছর এই ওয়ার্ডে কিছু কেস বেড়েছে। ডেঙ্গু আক্রান্তের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ভয় পাওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি আসেনি। প্রথমেই ডেঙ্গু রোধের জন্য যদি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমবে।

আরামবাগের গৌরহাটি-২ ও সালেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামে অজানা জন্তুর আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২ আগস্ট ঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর দেখতে হিংস্র একটি জন্তু এলাকায় হানা দিচ্ছে। তারপর ছাগলের গলা বা শরীরে বিভিন্ন অংশ খুবলে মেরে ফেলছে। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫-২০ টি ছাগল মারা গিয়েছে।

রাতের অন্ধকারে অজানা জন্তুর হানা। আর সেই আতঙ্কে কাঁপছে কয়েকটি গ্রামের মানুষজন। সন্ধ্যা নামলেই এমনকি দিনের বেলাতেও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। আরামবাগের গৌরহাটি-২ ও সালেপুর-২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামে অজানা জন্তুর আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর দেখতে হিংস্র একটি জন্তু এলাকায় হানা দিচ্ছে। তারপর ছাগলের গলা বা শরীরে বিভিন্ন অংশ খুবলে মেরে

ফেলছে। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫-২০ টি ছাগল মারা গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে একটি বাছুরেরও। কারও কারও দাবি, ওই জন্তুটি হায়না। আবার কেউবা ভালুকের মতো দেখতে বলে জানিয়েছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, আমাদের সন্ধ্যার পর আর বাড়ির বাইরে বেরোতেই ভয় লাগছে। পরিস্থিতি খুব খারাপ। দরজা জানালা সবসময়ে বন্ধ রাখতে হচ্ছে। কেউ কেউ দেখেছে। লোমশ, বেশ বড় আকারের। অন্ধকার থাকার ভাল করে বিষয়টা বুঝতেও পারেনি কেউ। এ বিষয়ে আরামবাগ ফরেস্ট রেঞ্জার আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি খতিয়ে.দেখার জন্য এলাকায় দল পাঠানো হচ্ছে। যদি গ্রামবাসীদের বর্ণনা সঠিক হয়, তাহলে সেটি হায়না বা ভারতীয় নেকড়েও হতে পারে। তবে প্রাথমিক তদন্ত ছাড়া কোন কিছু বলা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ শ্রাবণ , ১৪৩০

অশান্ত মণিপুর ধীরে শান্ত

অশান্ত মণিপুর ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। পুলিশ থেকে শুরু করে আধা সামরিক বাহিনী তৎপর হয়েছে। তারা এখন রাস্তায় রাস্তায় ২৪ ঘন্টা ধরে টহল দিতে শুরু করেছে। অতীতে ইরম শর্মিলা চানু থেকে শুরু করে মনোরমা, মণিপুরের মেইরা পাইবি বা মেইতেই মহিলাদের সংগঠনগুলি মানবাধিকারের লড়াই জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছিল। রাজ্যের আফস্পা, ভুয়ো সংঘর্ষের বিরুদ্ধে তাদের যৌথ লড়াই, মনোরমা ধর্ষন ও হত্যার পর কাংলা দুর্গের সমানে নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করার আন্দোলন আজকে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শর্মিলা চানুর অনশন ভাঙার পর থেকেই মেইতেইদের বিরুদ্ধে ধর্ষন থেকে শুরু করে সংর্ঘষ সহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করেছিল। সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ জঙ্গিদের জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার ঘটনাও ঘটে। এবারে সেই তালিকা অংশ গ্রহণ করলো ওসিকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদী স্লোগান। কাংপোকপিতে ৪ মে দুই জন মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানোর ঘটনায় পুলিশ একেবারে চুপ করেছিল। সেই নোংপক সেকমাইয়ের ওসি কেইশাম প্রেমকুমারকে কর্তব্যের গাফিলতিতে সাসপেন্ড করলে তা নিয়ে আবার অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানোর সময়ে মহিলারা পুলিশের সাহায্য চেয়েছিল। পুলিশের সমানেই মেয়েটির বাবা ভাইকে পিটিয়ে মারে জনতা। দুই মহিলাকে

সম্পাদকীয়

পুলিশের গাড়িতে তুলেও তার পরে জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের এই বড় ধরনের গাফিলতির কারণে মহিলারা নির্যাতিত হয়েছিল। তার ফলে ওসিকে সাসপেণ্ড করা হয়। এদিকে মেইতেই মহিলা সংগঠন থেকে ওসিকে সাসপেন্ড করা চলবে না বলে প্রতিবাদ করা শুরু হয়েছে। ওসির পক্ষে এই হামলা রোধ করা সম্ভব ছিল না। প্রায় সাত হাজার মানুষ এসেছিল কুকি গ্রামে হামলা করতে। তা একা ওসির পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। এমনকী ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আসলে তাকে সামাল দিতে পারতো না। মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানোর অপরাধে একজন মেইতেই ওসিকে বলির পাঠা করা হচ্ছে। থানার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বালির বস্তার জোগাড় করে থানার চারাপশে রাখা রয়েছে। অভিযোগকারীরা বলতে শুরু করেছে ওসিকে সাসপেণ্ড করতে হলে আরও ৬০ জন বিধায়কদের পদত্যাগ করতে হবে। তারা বলতে শুরু করেছে যে কুকিদের বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কেবল মাত্র মেইতেইদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মহিলা সংগঠন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে প্রেম কুমারকে সাসপেন্ড করা চলবে না তা প্রত্যাহার করতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নগ্ন হয়ে মহিলাদের হাঁটানোর ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। মণিপুর ঘটনায় একজন নাবালক সহ ৭ জনের মধ্যে ধৃত হেইরাম হিরোদাস, অরুণ খুনদোংবাম, ইয়ুমলেমবাম জীবন ও নিংগোম্বাম তোম্বা সিংহকে বিশেষ আদালত পুলিশি হেফাজত থেকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে আদালতে আইনজীবী বলেছেন যে অভিযুক্ত দুই মহিলা তাদের জবানবন্দিতে বলেছে যে তাদেরকে নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটালেও ধর্ষন করা হয়নি। কয়েকজন তাদেরকে রাস্তা দিয়ে নগ্ন করে হাঁটালে পরে আবার কয়েকজন তাদের পোশাক দিয়েছিল পরতে। মেইরা পাইবি বলেছেন যে কুকিদের সঙ্গে হওয়া হিংসার তদন্ত যদি সিবিআই করে তাহলে মেইতেইদের ওপরে যে হিংসা হয়েছে তারও তদন্ত করতে হবে। এর আগে ১৮ জন জওয়ানকে হত্যার ব্যাপারে মহিলা সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদে ১১জন জঙ্গিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এর মধ্যে একজন কেওয়াইএলের জঙ্গি নেতাও ছিলেন।

নির্বাক শক্তি

এই পৃথিবীতে যারা মহান হয়েছেন তাঁরা আত্মশক্তিকে কীভাবে বৃদ্ধির কৌশল জানতেন। তার ফলে তাঁরা বিশ্বের অন্যতম সেরা মানবে পরিণত হতে পেরেছেন। তারা কোনও সময়ে বাকসর্বস্ব ছিলেন না। কম কথা বলার লোক তারা ছিলেন। প্রয়োজন ছাড়া কোনও রকমভাবে অতিরিক্ত কথা বলতেন না। শুধু মাত্র কাজের কথা বলতেন। কাজ ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। সারা দিন ধরে তারা আত্মচর্চা করতেন। আত্মচর্চার মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদেরকে সেরা বলে প্রমানিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই দক্ষিণেশ্বর থেকে আমেরিকার শিকাগো বহু দূরে আবস্থিত। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে পৌঁছে দিয়েছিলেন আত্মশক্তির ওপরে নির্ভর করে। নিজের ওপরে অগাধ ভরসা রাখতেন। সেই ভরসার শক্তি স্থল হচ্ছে মন। সেই মনটাকে শক্তিশালী করতে পেরেছিলেন কম কথা বলে। প্রয়োজন ছাড়া কোনও সময়ে অতিরিক্ত কথা বলতেন না। সেই কারণে বিশ্বের প্রতিটি মহাপুরুষ কম কথা বলার লোক ছিলেন। আজকে করোনাভাইরাসের যুগে লোকেরা এখন কম কথা বলা শুরু হয়ে গিয়েছে। যেভাবে কথা না বলে মনের ভাষাকে প্রকাশ করছে তার নাম রাখা হয়েছে 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ'। দৈনন্দিন কথা ভাষার পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। কথা ভাষার পরিবর্তে এখন আকার ইঙ্গিত এসেছে। আকারে ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে মানুষ সোশ্যাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে নিজের কথাকে ব্যক্ত করছে। সেই কারণে বোধগম্য একটি শব্দহীন আকার ইঙ্গিত এসে উপস্থিত হচ্ছে। করোনাভাইরাসের জন্য হাতের মুদ্রার মাধ্যমে আলাদা চিহ্ন বের করা হয়েছে। মাস্ক, হ্যাণ্ড হাইজিন, হোম আইসোলেশন, দূরত্ববিধি সহ শব্দগুলো বোঝানোর জন্য সঙ্কেত তৈরি করে ভিডিয়োর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাইন ল্যাঙ্গুয়জ এখন মানুষের কাছে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গোয়েজ রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেন্টার' (আইএসএলআরটিসি) র ওয়েবসাইটে 'সাইন লাঙ্গুয়েজ' আপলোড করা হয়েছে। এই সংস্থার এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি সদস্য প্রীতি সাপবার বলেছেন, করোনা সম্পর্কিত শব্দের অভিধান শ্রবণের অভিধান মানুষরা নিজেরাই তৈরি করেছে। করোনা পরিস্থিতিতে কীভাবে সুস্থ থাকবে তা নিয়ে যে নির্বাক আচার পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে তাকেই বলা হচ্ছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। সাইন লাঙ্গুয়েজের ইনটারপ্রিটার অলকা জোশী বলেছেন, ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

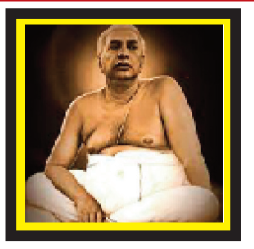

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে জগতে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী হবে। তার জন্য মায়ের সাধনা করো। তবেই মাতৃভক্তি জাগরিত হবে। মায়ের কাছেই আছে জীবন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল

রবীন্দ্র কুমার শীল

এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি হলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদষ্টা অজিত ডোভাল। ভারতের চার মূর্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। ইঁনারা যেভাবে কাশ্মীরকে পুনর্গঠন করলেন সেটা সুফল আগামি দিনে পাওয়া সম্ভব হবে। দক্ষতার সঙ্গে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করলেন। অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার মতো কঠিন কাজ আর নেই। যখন সেই স্থানটির নাম কাশ্মীর। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কাশ্মীর অশান্ত। তাকে শান্ত করার কোনও পথ কোনও সরকার খুঁজে বের করতে পারছে না। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোদি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাশ্মীরটাকে একেবারে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে ফেললেন অজিত ডোভালকে সঙ্গে নিয়ে। ডোভালের ওপরে ভরসা রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । এটা কিন্তু কেউই ভাবতে পারেনি। কাশ্মীরে প্রায় অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর পেছনে কোনও সরকারি গোপন সিদ্ধান্ত ছিল সেটা কিন্তু বেশ কয়েকজন উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু তারা ভেবেছিল স্বাধীনতা দিবসের জন্য হয়তো এতো কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ। স্বাধীনতা দিবস কেটে গেলে কাশ্মীর থেকে অতিরিক্ত সেনা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু সব অঙ্ককে ভুল করে দিয়ে একেবারে ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারাকে একেবারে বাতিল করে গোটা কাশ্মীরকে কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করে নিল। লাদাখকে আলাদা করে দিয়ে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করলো। এটাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বের কোনও নেতারা ভারত যে এইভাবে দক্ষতার সঙ্গে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটা অনুভব করতে পারেনি। চিন পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং নিরাপত্তা

উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বেশ ক্ষুরধার বুদ্ধি রাখেন সেটার পরিচয় দেখতে পাওয়া গেল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডোভাল কোনও কাজ ফেলে রাখেন না। তিনি দেশের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এর জন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে বেশি পচ্ছন্দ করেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল একটি দেশের সম্পদ বলা যেতে পারে। তিনি যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তা বর্তমানে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এটা না করতে পারলে ভারতের মতো স্বাধীন দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতো। তীক্ষ্ন বুদ্ধি অধিকারী অজিত দোভাল। দূরদৃষ্টি রয়েছে তাঁর। দূরদৃষ্টি থাকার ফলে তিনি যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা সুফল পাওয়া সম্ভব হয়। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ১৯৪৫ সালে উত্তরাখণ্ডের পূববর্তী ইউনাইটেড প্রদেশ গৌড়ওয়ালি পরিবারে পাউড়ি গড়ওয়ালের গিরি বানসিলুনে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মেজর জিএন দোভাল। তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার পথকে তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই। পিতার মতো দক্ষ সেনা হওয়ার বাসনা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা রাজস্থানের আজমারের আজমির মিলিটারি স্কুল (পূর্বতন নাম ছিল কিং জর্জ রয়্যাল মিলিটারি স্কুল) গ্রহণ করেন। তারপরে ১৯৬৭ সালে তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারত রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ

কৌশল গত এবং সুরক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান ও সহিত্যে এবং কুমুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দেশকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতে থাকেন। তিনি ভাবতেন দেশকে যদি সুরক্ষিত করা যায় তাহলে ভারতের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা সম্ভব। তার জন্য তিনি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে আইপিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবেন। কেরল থেকে আইপিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে পাশ করেন ১৯৬৮ সালে। তারপরে তিনি অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্ত্রাসবাদীদেরকে একেবারে নিকেশ করে দিয়েছিলেন। মিজোরাম এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করে জয়ী হন। তাঁর মনের মধ্যে আছে অসাধারণ সাহস। যে সাহসের ওপরে ভিত্তি করে তিনি যে কোনও সময়ে যে কোনও মূহূর্তে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তিনি কীভাবে জয়কে নিতে আনতে হবে তার পরিকল্পনা মনে মনে এঁকে নিতেন। কারোর সঙ্গে আলোচনা করতেন না তাঁর গোপন কৌশল কি। কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করলে জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলা করা অতি সহজ হবে তার কৌশল এঁকে নিতেন। তাঁর অসীম সাহসিকতাই তাঁকে আজকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এটা ভারতের তথা ভারতবাসীর গৌরব বলা যেতে পারে ডোভালকে। তিনি যে কোনও সময়ে ছদ্মবেশে রাস্তায় সাধারণ মানুষের মতো ঘোরাফেরা করতে পারেন। যেমন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কোনও কোনও সময়ে মেম সাহেব আবার কোনও সময়ে কুলি, ঝাড়ুদার বা বোরখা পরে মুসলিম নারী সেজে বের হয়ে যেতেন ব্রিটিশ পুলিশের জাল ছিঁড়ে। তাঁকে ধরা খুব মুশকিল ছিল। এমনকী তিনি গোপনে ছদ্মবেশ ধারন করে জাপানে চলে গিয়েছিলেন। ডোভালও ঠিক সেই রকম একজন ব্যক্তি। তিনিও ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান তাতে তাঁর বিন্দু মাত্র ভয় থাকে না। তিনি পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময়ে কুলি সেজে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতেন। যেমন আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাশ্মীরের মতো অগ্নিগর্ভ স্থানে তিনি সাধারণ পোশাক পরে রাস্তায়। সেখানকার বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথা বলছেন। গতকাল কাশ্মীরের বহু স্থানে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ একাকী ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছেন সেখানকার মানুষেরা কীভাবে নামাজ পড়ায় অংশ গ্রহণ করছে। কাশ্মীর কতটা শান্ত হয়েছে তা তিনি নিজে পরখ করেন। রাস্তায় বের হয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সঙ্গে আবার আড্ডাও দেন। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষা ভালো করে বলতে পারেন। কোনও জড়তা কথা বলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। গল্প করতে শুভ ভালোবাসেন। মজার মজার গল্প করেন যা শুনে শ্রোতারা একেবারে আপ্লুত হয়ে পড়ে। তারা ভাবতে পারে না এই মানুষটি একজন ভারতের মতো দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। অতি সাধারণ ঘরের লোক বলে মনে হয়। রাতের বেলায় তিনি বাগানে খাটে শুয়ে পড়েন। কোনও অসুবিধা হয় না। সাধারণের সঙ্গে চা পান করতে তিনি প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। তার মনের মধ্যে কোনও সময়ে অহং ভাবটা দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি যে একজন কেউকেটা এটা একেবারে দেখা যায় না বলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে বেশি করে পছন্দ করেন। মন্ত্রীসভার সদস্যদের চেয়ে প্রধানমন্ত্রী অতি কাছের লোক হচ্ছেন অজিত ডোভাল। একেবারে মাটির মানুষ তিনি। আইপিএস অফিসার বলে তাঁকে দেখলে মনে হয় না। মনে হয়. আমার আপনার খুব কাছের লোক। একেবারে পাড়ার প্রতিবেশি।

১৯৯৯ সালে কান্দাহার বিমান ছিনতাইয়ের সময় বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে যে তিনজন আলোচকের মধ্যে তিনি ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। তিনি ঠাণ্ডা মাথার লোক বলা যেতে পারে। এক দশক ধরে তিনি ধরে তিনি আইবি'র প্রধান ছিলেন। মাল্টি এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এর পাশাপাশি তিনি আবার ছিলেন টাস্ক ফোর্স অব ইণ্ডিয়ান এজেন্সির চেয়ারম্যানও ছিলেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল কাজ করেন সাহসিকতরা সঙ্গে। তিনি মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের বিদ্রোহের সময় ডোভাল লালডেনগারে সাতটি সেনাপতিকে জিতেছিলেন। তিনি বার্মার আরাকানে এবং চিনা ভূখণ্ডের ভিতর মিজো জাতীয় সেনা বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ছদ্মবেশে কাটান। মিজোরাম থেকে দোভাল সিকিমে চলে গেলেন। সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের সীমাকে সংরক্ষিত রাখার জন্য যা যা করার দরকার তিনি তাই করে চলেছেন। ভারতের শত্রুদেশ বলে আর কিছুই রাখবেন না। প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন সেটা তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার কয়েক মাস আগে থেকে সেখানে ঘাঁটি গেড়ে ছিলেন অজিত ডোভাল। তিনি সবুজ সঙ্কেত দিতেই প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসবিরোধী ব্যাপারে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তৃতীয় জাতীয় নিরপাত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণের কাছ থেকে। শ্রী এম কে নারায়ণ বেশ কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। পাঞ্জাবে তিনি রোমানিয়ান কূটনীতিবিদ লিভিউ রাড়ুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পাঞ্জাবে তিনি স্বর্ণ মন্দিরে বেশ কয়েক মাস ছদ্মবেশে ছিলেন। ১৯৮৮ সালে অপারেশন ব্ল্যাক থাণ্ডার এর আগে তিনি স্বর্ণ মন্দিরে ছিলেন। ডোভাল সাত বছর পাকিস্তানের কাটান। ভারতকে সহযোগিতা করেছিলেন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে যান। সেখানে তিনি ভারত বিরোধী কট্টরপন্থীদের পাকিস্তানের দিকে তাক করে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে উস্কানি দেন। তিনি বুঝত পেরেছিলেন পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে গেলে পাকিস্তানী কায়দা দিয়ে শায়েস্তা করতে হবে। নাহলে পাকিস্তানকে সহজে সোজা করা যাবে না। আজকে সেটা দেখতে পাওয়া গেল। পাকিস্তান শুধু এখন ইসলামাবাদে বসে গরম গরম বক্তব্য রাখছে। কোনও কিছুই করতে পারছে না। পাকিস্তানকে একেবারে পেপার টাইগার বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন অজিত ডোভাল। ২০০৫ সালে ডোভাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৯ সালে তিনি বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হন। প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বামী বিবেকানন্দের পরম ভক্ত। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে দেশকে পরিচালিত করছেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল স্বামী বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বলা যেতে পারে। তিনিও বিবেকানন্দের দর্শনকে সামনে রেখে চলেন।

মণিপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষকে দমন করতে পুলিশ অপারগ

মণিপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষকে দমন করতে পুলিশ একেবারে অপারগ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ কোনও রকমভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করেনি। কুকি এবং মেইতেইদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তার মূলে রয়েছে মাদক চাষকে কেন্দ্র করে। বহু টাকার লেনদেন হয়ে থাকে মাদক পাচার করে। সেই টাকার ওপরে খবরদারি করতে কুকি এবং মেইতেইরা সংঘর্ষে মেতে উঠতে শুরু করেছিল। মাদক আর্থিক লেনদেনের ওপরে কাদের অধিকার বেশি থাকবে তা নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ। এটা কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়। কুকিদের ওপরে মাদক আর্থিক প্রভাব কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল মেইতেইরা। তারাই কিন্তু এই মাদক আর্থিক ব্যবস্থার ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কররা চেষ্টা করে। তার ফলে কুকিদের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয়। মাদক মাফিয়ারা মণিপুর সংঘর্ষ সৃষ্টি করার মূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও দলের সরকার এলেও তাকে একেবারে বন্ধ করে দিতে পারছে না। কারণ এরা খুবই সক্রিয়। এদের একমাত্র আয় হচ্ছে মাদক উৎপাদন করে তা বাজারে পাচার করা। এই ব্যবসা করেই মণিপুরের অধিকাংশ পরিবারের পেট চলে। এখানে বিজেপি সরকার থাকলে তা অতি সহজেই দমন করা সম্ভব হবে না। মণিপুরের পরিবেশকে স্বাভাবিক করতে গেলে আদে মাদক চাষ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তার বিকল্প রোজগারের পথও সরকারকে তৈরি করতে হবে। ভারত স্বাধীনতা লাভক করা পর থেকেই এই ব্যবসা রমরমিয়ে চলছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে ৭৫ বছর পার হয়ে গিয়েছে। এর আগেকার সরকার এই সব মাদক মফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস সরকার তো বহুকাল ধরে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ছিল। তারাও তখন চোখ বন্ধ করে ছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার আসতেই মাদককে কেন্দ্র করে হঠাৎ করে জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়ে গেল কেন তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। মাদক চাষ বন্ধ করাটা এক দিনের ব্যাপার নয়। বহু সময় ধরে তার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। বিকল্প রোজগারের পথকে তৈরি করে দিতে হবে। নাহলে কিন্তু মাদক উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সেই বিকল্প পথকে তৈরি করাটা একদিনের ব্যাপার নয়। হাতে সময় দিতে হবে। এদিকে দেশের শীর্ষ আদালত বলেছে যে মণিপুরে কোনও আইন নেই। প্রধান বিচারপতি বলেছেন ওই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছে। হিংসার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ গা ছাড়া মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে। মণিপুরে কাংপোকপিতে নগ্ন করে হাঁটানার ঘটনায় দুই নির্যাতিতা সহ বেশ কয়েকজন সুপ্রিম কার্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। দেশের শীর্ষ আদালত জানতে চেয়েছে এফআইআরের সংখ্যা কত। জানা গিয়েছে যে এফআইআরের সংখ্যা প্রায় ৬৫৩২টি। তার মধ্যে ১১টি শিশু এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত। এর মধ্যে কটি জিরো এফআইআরকে কতদিনের মধ্যে সাধারণ এফআইআরে পরিণত করা হয়েছে। মাদককে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী দ্বন্ধ শুরু হওয়াকে নেতারা সেটাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে। মহিলাদের ওপরে বেশি করে অত্যাচার করা হয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মহিলাদের হাতে কাছে পেয়ে গিয়েছিল ক্ষুব্ধ গোষ্ঠী গুণ্ডারা। তিন মাস ধরে মণিপুরে হিংসা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছিল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অমিত শাহ ভরসা রাখেন তাঁর আধা সামরিক বাহিনীর ওপরে

প্রশাসন সতর্ক হলেও এই সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হতো বলে মনে করছেন বেশ কিছু পর্যবেক্ষকেরা। তারা মনে করছেন যে মণিপুর সংঘর্ষের পিছনে বিদেশি জঙ্গিদের হাত থাকতে পারে। এমনকী বিদেশি রাষ্ট্রের হাত থাকাটা অসম্ভব নয়। যেভাবে সব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেই স অস্ত্র কোথা থেকে এলো তার অনুসন্ধান করাই হবে নিরাপত্তা দফতরের প্রধান কাজ। এদিকে মণিপুর সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাদক মাফিয়ারা যাতে মণিপুরের বাইরে চলে যেতে না পারে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে শুরু করেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অমিত শাহ ভরসা রাখেন তাঁর আধা সামরিক বাহিনীর ওপরে। তারাই সেখানে উপস্থিত হয়ে মণিপুরকে শান্ত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। মণিপুরের মহিলাদের ওপরে যে ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে তার সঙ্গে সব রাজ্যের মহিলাদের ওপরে নির্যাতনকে নিয়ে আসাটা উচিত হবে না। আগে মণিপুরের মহিলা নির্যাতনের সমাধান করে তার পরে অন্য রাজ্যে মহিলাদের ওপরে কী রকম ধরনের অত্যাচার হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা উচিত। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছেন যে এমন ঘটনা দেশের অন্য প্রান্তে ঘটছে এই অজুহাতে মণিপুরের ঘটনার দায় এড়ানো যায় না। মণিপুর নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হবে? আপনারা কী বলছেন? ভারতের সব কন্যাকে রক্ষা করা উচিত নাকি কাউকে রক্ষা করা উচিত নয়? ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে মহিলাদের ওপরে অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ইণ্ডিয়া ক্ষমতায় এলে বিজেপি সরকারের সব অপকর্মের বিচার শুরু হবে। যাঁরা মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে বাধা দান করছেন তাঁরা গণতন্ত্রের বিরোধী। এদিকে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যাঁরা হিংসা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মুখে মণিপুরের হিংসার কথা মানায় না। পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন মহিলাদের ওপরে অত্যাচার করা হয়েছিল। বাড়িতে বাড়িতে লাল সাদা থান পাঠানো হয়েছিল। নেত্রী মমতা বলেছেন মণিপুরে যে সব মহিলারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে তারা ইচ্ছা করলে পশ্টিমবঙ্গে এসে থাকতে পারে। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পশ্টিমবঙ্গ সরকার করে দেবে। কোনও রকম অসুবিধা হবে না। এদিকে বিজেপি দলের এর একজনন নেতা বলেছেন মণিপুরের হিংসা কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এটা মাদক মাফিয়া রাজ কায়েম করার জন্য গোষ্ঠী সংঘর্ষ। মাদক চক্র কার অধিকারে থাকবে এবং কাদের দ্বারা পরিচালিত হবে তা নিয়ে কুকি এবং মেইতেইদের মধ্যে সংঘর্ষ। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছা হয় তাহলে মণিপুরে শিল্প স্থাপন করে মাদক চক্র ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলে সরকার থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হবে।

হেরিটেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ ভারত শাসন কালে। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা সচিব ফ্রেডরিক জন লণ্ডনের সরকারের কাছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৪ সালে এই প্রস্তাব গিয়েছিল ভারতের গর্ভনর জেনারেলের কাছে। এটি উডের প্রস্তাব নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কার্যকর হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বারভাঙা মহারাজ মহেশ্বর সিং বাহাদুর এগিয়ে এসেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে এলাকা ছিল লাহোর থেকে শুরু করে রেঙ্গুন এবং সিংহল পর্যন্ত। মেডিকেল কলেজ আগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মেডিকেল কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। জব্বলপুরের সরকারি বিজ্ঞান কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসেছিল। ১৮৫৮ সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। ১৮৮২ সালে প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমুখী বসু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এবং উপাচার্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম কোলভিল। নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিভি রমন এবং রোনাল্ড রস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেছেন। ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এবং পালি বিভাগ খোলা হয়েছিল। এক সময়ে বার্মা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এমনকী শ্রীলঙ্কার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করা হয়েছিল। এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিক্রম করতে শুরু করেছিল।

নদীবাঁধ পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ আগস্ট ঃ বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, অন্যদিকে পূর্ণিমার ভরা কটালে তমলুকের রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে এলাকাবাসীরা আতঙ্কে। পরিদর্শনে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়। বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের কারণে মঙ্গলবার থেকে ব্যাপক পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে। নিম্নচাপের পাশাপাশি পূর্ণিমার ভরা কটাল থাকার কারণে একদিকে যেমন সমুদ্র উত্তাল তেমনি জেলার নদীগুলো ফুঁসছে। নদীর জল বেড়ে যাওয়ার কারণে নদীর পাড়ে বসবাসকারীরা আতঙ্কে ভুগছেন। তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ১৮ নম্বর ১৪ নম্বর এবং ১ নম্বর ওয়ার্ড রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী। বুধবার সকালে বেশকিছু এলাকা পরিদর্শন করেন তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়। বেশ কিছু এলাকার মানুষকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আবার বেশ কিছু জায়গায় যশ ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে যাওয়া নদী পাড় আজও সারানো হয়নি। তাই যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার স্টিমারঘাট এলাকার নদী বাঁধ। আতঙ্কে দিন গুনছেন নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষজন।

গৃহবধূর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২ আগস্ট ঃ জলাশয় থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল চোপড়া থানার মোলানি গ্রামে। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, মেয়েকে মেরে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম বিউটি খাতুন(২২)। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোলানি গ্রামের বাসিন্দা আকবর আলির সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে মাধোভিটা গ্রামের বাসিন্দা বিউটির বিয়ে হয়। অভিযোগ, মঙ্গলবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়। তারপর থেকেই নাকি বিউটি খাতুন নিখোঁজ ছিল। বুধবার গ্রামের একটি জলাশয় থেকে বিউটির দেহ উদ্ধার হয়। চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেন, এদিন একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত কোনরকম লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সবুজায়নের লক্ষ্য

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২ আগস্ট ঃ ইংরেজ আমলে তৈরি হওয়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী অ্যানিকেত ড্যাম-এর সবুজায়ন করার জন্য এগিয়ে এলো নেচার এনভায়রনমেন্ট ও ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি। সম্প্রতি ভারত সরকার সারা দেশজুড়ে ৭৫টি ঐতিহ্যবাহী জলাধার ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের এই জলাধারটিও রয়েছে। ১৮৭১ সালে এই জলাধার নির্মাণ হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর পুনঃনির্মাণ করে জলাধারটি। জলাধারের ভূমিক্ষয় রোধ করা, কার্বন স্টোরেজ-এ সাহায্য করা, বাতাসের দূষণ রোধ করার পাশাপাশি সৌন্দর্য্যের জন্য সবুজায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ওই সংস্থার উদ্যোগে। পর্যটন মন্ত্রক এবং জল সম্পদ দপ্তরের প্রচেষ্টায় ভূমি সংরক্ষণ, জলাধার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সবুজায়ন করা হচ্ছে বলে জানান ওই সংস্থার জয়েন্ট সেক্রেটারি অজন্তা দে।

ঝাড়খন্ডে ডিভিসির বলপাহাড়ী বাঁধ তৈরীর প্রজেক্ট থমকে

জলের জোগানে টান পড়ার আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ আগস্ট ঃ ভরা শ্রাবনেও জলের টান রাজ্যজুড়ে। খারিফ আমন ধান চাষে জলসঙ্কটে জেরবার চাষীরা। শুকিয়ে কাট জমি। কেন্দ্র-রাজ্য জল জোগানের তরজা চরমে উঠেছে। জলসংরক্ষণের ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত রাজ্যবাসী। অন্যদিকে ১০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সবুজ সঙ্কেত না পাওয়ায় ঝুলে রয়েছে গুরুত্বপূর্ন জলাধার তৈরীর প্রকল্প। ঝাড়খন্ডের বলপাহাড়ী জলাধার তৈরী প্রকল্প এখনও লাল ফিতের ফাঁসে ফাইলবন্দি। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড রাজ্যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) গঠিত হয়। উদ্দেশ্য নদীর ওপর জলাধার নির্মান করে বন্যা নিয়ন্ত্রন, সেচ, জল সংরক্ষন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বনসৃজন এবং ডিভিসি প্রকল্পের আওতাধীন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের আর্থসামাজিক উন্নতি। ডিভিসি গঠনের পর থেকে মোট ৭ টি জলাধার নির্মানের প্রস্তাব পাশ হয়। যার মধ্যে পাঞ্চেত, মাইথন, কোনার ও তিলাইয়া তৈরী হয়েছে। বর্ষায় অতিরিক্ত জলরাশি পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে ছাড়তে হয়। ওই বাড়তি জলরাশি সংরক্ষণ রাখতে ২০১২ সালে ডিভিসি ঝাড়খন্ডের বলপাহাড়ীতে জলাধার তৈরীর উদ্যোগ নেয়। সেই মত তৈরী হয় ডিপিআর। ডিভিসি সুত্রে জানা গেছে, ঝাড়খন্ডের গিরিডি জেলা বলপাহাড়ীতে প্রায় ৭০০ একর জমির ওপর জলাধারটি তৈরী হবে। যার জলধারণ থাকবে সেচের জন্য ৩ লক্ষ ৬০ হাজার একর ফুট, শিল্প ও নগরায়নের জন্য থাকবে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার একর ফুট। জলাধারের ওই জলে দুই রাজ্যের ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭০০ একর জমি চাষে উপকৃত হবে। ২০১২ সালে প্রকল্পের খরচের হিসাব ধরা হয় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে ওই খরচের পরিমান দাঁড়াবে ৮ হাজার কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ডিভিসির সর্ববৃহৎ জলাধার হবে বলপাহাড়ী। যার উদ্দেশ্য, বন্যা নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি সেচের জল সংরক্ষন। অতি বর্ষায় অতিরিক্ত জল যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সেই জল সংরক্ষন রাখা। জলাধারটি তৈরী হলে পশ্চিমবঙ্গ বেশী উপকৃত হবে। তাছাড়াও ৪১৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার শিল্পায়নে ও পানীয় জলের জন্য সুবিধা পাবে। বলপাহাড়ী জলাধার নির্মান হলে মাইথন জলাধারের আয়ু আরও প্রায় ৬০ বছর বাড়বে। এদিকে জলসঙ্কটে জেরবার রাজ্যবাসী। সম্প্রতি জলসঙ্কট হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বাংলার কৃষক থেকে সাধারন মানুষ। গত ২০১৯ ও ২০২০ সালে পর পর দুবার দুর্গাপুর ব্যারেজে লকগেট বিপর্যয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছিল রাজ্যের শিল্পায়নের সঙ্গে কৃষিতে ও মৎস্যজিবীকায়। মুলত জুন মাস থেকে আমন ধানের চাষ শুরু হয়ে যায়। এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সুত্রে জানা গেছে, চলতি মরশুমে বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে এখনও পর্যন্ত ৩৫-৪০ শতাংশ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে। তার মধ্যেও বৃষ্টি ও অন্যান্য সেচ ব্যাবস্থার মাধ্যমে অনেক জমি চাষ করেছে চাষীরা। খারিফ চাষে সবথেকে বেশী সঙ্কটে পড়েছে বাঁকুড়া জেলার চাষীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি দফতর সুত্রে জানা গেছে, এবছর খারিফ চাষের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার হেক্টর জমি। তার মধ্যে প্রায় ৫৫ হাজার হেক্টর জমি চাষ হয়েছে। চলতি মরশুমে গত ২৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য ৭৫ হাজার একরফুট সেচের জল দেয়। তাতে দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া এবং হুগলী জেলার মোট পাঁচ লক্ষ একর জমি ডিভিসির ছাড়া জলে সেচের জলের সুবিধা পাবে।

কিন্তু, ঝাড়খন্ডে অনাবৃষ্টির দরুন জলস্তর নামতে শুরু করে মাইথন জলাধারে। আগামীদিনে পানীয় জল সরবরাহের কথা মাথায় রেখে, সেচের জল জোগান বন্ধ করে দেয় ডিভিসি। আর তাতেই আরও সঙ্কটে পড়ে এরাজ্যের চাষীরা। চলতি সপ্তাহের মধ্যে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে, আমন ধানের চাষ কার্যত লাটে উঠবে। বিকল্প সেচ ব্যাবস্থায় চাষ শুরু করা না হলে, চাল উৎপাদনে আরও সঙ্কট বাড়বে বলে আশঙ্কা। অনাবৃষ্টির দরুন আগামী রবি মরশুমে বরো ধানের চাষে জলের টান পড়বে। চাল উৎপাদনে আরও সঙ্কটের আশঙ্কা করছে চাষীরা। আর ধান চাষ না হলেও, চালের দাম আকশছোঁয়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে পূর্ব বর্ধমানের গলসীর চাষীরা শ্যালো মাধ্যমে সেচের ব্যাবস্থা রূপায়নের দাবী তুলেছে। ডিভিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ার (জল বিভাগ) এ.কে. দুবে জানান, জলাধার তৈরীর জন্য ঝাড়খন্ড ও পশ্চিবঙ্গ সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রজক্টে কিছু সংশোধনের জন্য বলেছিল। সেসব সংশোধন করে পাঠানো হয়েছে। এখনও সেই অনুমোদন দেয়নি। পাশাপাশি আপত্তি তুলেছে ঝাড়খন্ড সরকারও। তাদের দাবী, জলাধারটি তৈরী হলে বহু গ্রাম উচ্ছেদ হবে। আর তাতে নারাজ ঝাড়খন্ড সরকার। আর তার জেরে আটকে রয়েছে বলপাহাড়ী জলাধার তৈরীর প্রকল্প। এদিকে জলসঙ্কটে জেরবার রাজ্যবাসী। সম্প্রতি জলসঙ্কট হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এরাজ্যের কৃষক থেকে সাধারন মানুষ। তবে ডিভিসি জানিয়েছে, চলতি খারিফ মরশুমে আমন ধান চাষে ৭৫ হাজার একরফুট জল আমন চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে। যদিও, খারিফ চাষে জলের প্রয়োজন ২ লক্ষ একর ফুট। স্বাভাবিকভাবে যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে ডিভিসির দেওয়া জল পর্যাপ্ত নয়। একইসঙ্গে গত দু বছর ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় শাখা ক্যানেলগুলি সংস্কার তেমনভাবে হয়নি। অনেকক্ষেত্রে আগাছা, আবর্জনায় মজে গেছে। তাই ওই জল কতটা জমিতে পৌঁছাবে সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ডিভিসি সূত্রে জানা গেছে, মাইথন জলাধারে জলধারন ক্ষমতা ৪৮৩ ফুট জল রয়েছে। কিন্তু এখন মাইথন জলাধারে জলস্তর রয়েছে ৪৬১.২৯৬ ফুট। একইরকমভাবে পাঞ্চেত পাঞ্চেত জলাধারে ৪২৫ ফুট পর্যন্ত জলধারন ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু, অনাবৃষ্টির দরুন, জলাধারে জলস্তর ৪০০. ৩৩ ফুটে দাঁড়িয়েছে। ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন ওই দুই জলাধারে জলস্তর ক্রমশ কমছে। অন্যদিকে পলি পড়ে নাবত্যা কমেছে দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজের। ডিভিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ার (জল বিভাগ) এ. কে দুবে জানান, ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন মাইথন জলাধারে জলস্তর অনেকটাই কমেছে। পানীয় জলের জন্য পর্যাপ্ত জল রেখে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে বৃষ্টি হলে সেচের জলের জোগান চাহিদা মত বাড়ানো হবে।

সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি দিঘায়

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২ আগস্ট ঃ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ আর পূর্নিমার কোটাল, জোড়া ফলায় বুধবার ভোর থেকে উত্তাল দিঘার সমুদ্র। নিম্নচাপের প্রভাবে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল এলাকায় ভারী বৃষ্টি দেখা দিয়েছে। উত্তাল হয়েছে দিঘা সমুদ্র। পর্যটকদের সমুদ্র স্নানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দড়ি বেঁধে ঘাটগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের জেরে রাতে দিঘা সমুদ্র উত্তাল, পর্যটকদের সতর্ক করতে চলছে মাইকিং প্রচার। মঙ্গলবার দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে দিঘায় সমুদ্র স্নানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রশাসন সেই সঙ্গে মাইকিং করা শুরু করেছে। অপরদিকে যাতে করে মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মৎস শিকারে না যান তার জন্য মৎস্য দপ্তর থেকেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের জেরে রাতে দিঘা সমুদ্র উত্তাল, পর্যটকদের সতর্ক করতে চলছে মাইকিং প্রচার করা হয়। একদিকে যেমন বৃষ্টি চলছে নিম্নচাপের জেরে, অন্যদিকে দিঘার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। দিঘায় বেড়াতে আসা পর্যটকরা সমুদ্রের ঢেউ উপভোগ করছেন। তবে প্রত্যেককেই বারবার সতর্ক করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ৩ আগস্ট পর্যন্ত সমুদ্র উত্তল থাকবে। তাই মৎস্যজীবীরা যাতে মাছ ধরতে সমুদ্রে না যান। দিঘার সমুদ্র সৈকতজুড়ে প্রশাসনের কড়া নজরদারি চলছে। অপরদিকে গভীর উত্তাল সমুদ্রে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল। ১৩ জন মৎস্যজীবী সহ ট্রলার ভাসতে ভাসতে দিঘার ওসিয়ানা ঘাটে এসে ঠেকলো। প্রায় ৮০ নটিক্যাল মাইল গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়। ৩০ ঘন্টা ভেসে থাকার পর উদ্ধার হন মৎস্যজীবীরা। তাদের দিঘা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। প্রত্যেকে সুস্থ আছেন। ওড়িশার কষাফলিয়া মোহনার ট্রলার। নাম হচ্ছে মা হেদুলা।

বৃষ্টিতে জলমগ্ন

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২ আগস্ট ঃ সোমবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন নদীতে জল বাড়ছে। শিলাবতী নদীতেও জল বাড়তে শুরু করেছে। তবে বৃষ্টির জল বুধবার ঢুকে পড়ে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। যার ফলে সমস্যায় পড়েন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। এক হাঁটু জলের উপর দাঁড়িয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। যার ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে হাসপাতালে জল ঢুকে গিয়েছে বলে জানা যায়। হাসপাতাল থেকে জল কিভাবে বের করা যায় তা নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। একটানা বৃষ্টির ফলে শিলাবতী নদীতে হু হু করে জল বাড়ছে। যার ফলে ঘাটাল পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিলাবতী নদীতে জল বাড়ায় চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের চৈতন্যপুরে কাঠের সেতুটি জলের স্রোতে ভেসে যায়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন ভগবন্তপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চৈতন্যপুর, পাঁচামি, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, কেশেডাল, খিরাটি, ভগবন্তপুর, চন্দ্রকোনা সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। চৈতন্যপুর এলাকায় শিলাবতী নদীর উপর থাকা কাঠের সেতুটি ভেঙ্গে যাওয়ায় বিপদে স্কুল পড়ুয়া থেকে সর্বস্তরের মানুষজন। প্রায় ৫০টি গ্রামের মানুষের যাতায়াত কাঠের সেতুর উপর দিয়ে। এলাকার বাসিন্দারা ওই এলাকায় কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন বহুদিন ধরে। কংক্রিটের সেতু তৈরি না হওয়ায় প্রতি বর্ষায় চরম দুর্ভোগকে পড়তে হয় এলাকার বাসিন্দাদের।

মোবাইল চোর ধরে গণধোলাই মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ আগস্ট ঃ মালদহের পাকুয়াহাটে চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনায় এই মুহূর্তে উত্তাল সারা রাজ্য। মঙ্গলবার দুই নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। এই আবহতেই ফের চোর সন্দেহে এক যুবককে বেধড়ক মারধর করল উত্তেজিত জনতা। পরবর্তীতে মোবাইল চুরির দায়ে অভিযুক্ত ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, পুরাতন মালদার ৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত গোয়ালটুলি এলাকার পুরমার্কেট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার এলাকার এক ব্যক্তি পুরমার্কেটে বাজার করতে আসেন। অভিযোগ, সেই সময় তার পকেট থেকে মোবাইল নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এক যুবক। ওই ব্যক্তি চিৎকার চেঁচামেচি করলে স্থানীয়রা ওই যুবককে ধরে ফেলে। তারপরেই চলতে থাকে মারধর। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে উত্তেজিত এক ব্যক্তি নির্বিচারে ওই যুবককে লাথি, চড়, ঘুষি মারছে। সাথে দেওয়া হচ্ছে অশ্লীল গালিগালাজ। ওই যুবক হাতজোড় করে বাঁচার চেষ্টা করলেও তাকে ছাড়া হচ্ছে না। পরবর্তীতে আরেক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাঁচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায়ই এই বাজার থেকে মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটছে। নেশাসক্ত কিছু যুবক এই ধরনের কাজ করছে। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জমেছিল। স্থানীয় বাসিন্দা সুরজ সিং জানান, এর আগেও এক'দু জনের এই বাজার থেকে মোবাইল চুরি হয়েছে। আজকেও ওই যুবক মোবাইল চুরির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে। পরবর্তীতে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে কেউ যদি চোর হয়ে থাকে তবে কি তাকে মারধরের অধিকার রয়েছে মানুষের। বারবার কেন মানুষ এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে! তবে কি পুলিশ প্রশাসনের উপর ভরসা কমে যাচ্ছে মানুষের! মাঝে মাঝেই চোর সন্দেহে কাউকে ধরা হলে বেধড়ক মারধর করছে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত মোবাইল চোরের নাম রাকেশ কুমার(১৭), বাড়ি ঝাড়খণ্ডের তিনপাহাড়ের এলাকার শিবা পাহাড় গ্রামে। জানা গেছে এরা চুরির উদ্দেশ্যেই ভিন রাজ্য থেকে এসে জনবহুল এলাকায় হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে চুরি করে। বর্তমানে ধৃত ওই চোর মালদা থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করল বর্ধমান পৌরসভা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ আগস্ট ঃ বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডেঙ্গু বিজয়'। বর্ধমান টাউন হলে পৌরসভার বিভিন্ন আধিকারিক, সাফাই কর্মী এবং আশা কর্মীদের নিয়ে এই সভাটি হয় বুধবার। শহরকে ডেঙ্গুমুক্ত রাখতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়ার পাশাপাশি সাফাই কর্মীদের সঠিকভাবে শহর পরিচ্ছন্ন রাখা, এবং আশাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জল জমা যাতে না হয় সে বিষয়ে সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে। এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, পৌরসভার সচিব জয়রঞ্জন সেন সহ পৌরসভার নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধুকর্মীরা এবং বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর গন। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, বর্ধমানের নাগরিকবৃন্দ সচেতন বলেই এখনও পর্যন্ত বর্ধমান পৌরসভায় কোন ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর মেলেনি। তাছাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে বর্ষা আসার আগে থেকেই বাড়ি বাড়ি সচেতনতা শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে সাফাই কর্মীরা যেন খুব মনযোগ দিয়ে শহরকে পরিচ্ছন্য রাখার কাজটা করে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করার আবেদন জানানো হয়। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সচেতনতার পাশাপাশি সার্ভে করার সময় বাড়ির আশেপাশে জল জমা আছে কিনা তা চোখ বুলিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিন পরেশবাবু আরও জানান, ৭ জুলাই ডেঙ্গু নিয়ে পৌরবাসীদের সচেতনতার জন্য একটা র‍্যালিরও আয়োজন করা হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ে এই রাজ্যে। ডেঙ্গু নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় ব্যর্থ রাজ্য সরকার বলে ঘন ঘন রাজ্যসরকারকে আক্রমন করছে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ডেঙ্গু নিয়ে কালঘাম ছুটছে রাজ্য সরকারেও। এই অবস্থায় রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলার পৌরসভা, ব্লক, পঞ্চায়েত স্তরে সচেতনতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ীই বর্ধমান পৌরসভায় এদিন ওই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

কৃষক বিমাকরণ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২ আগস্ট ঃ ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে শুরু হল কৃষকদের বিমাকরণের কাজ। বিনামূল্যে কৃষকদের শস্য বিমার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিল ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এই বিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই লক্ষ্যেমাত্রা সামনে নিয়ে কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু করল জেলা কৃষিদপ্তর। এই বিষয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছে জেলা কর্তৃপক্ষ। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলায় কৃষক রয়েছেন দেড় লক্ষের কাছাকাছি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/অন্ধ্র, তারিখ ০১.০৮.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ... (SDAH-135/2023-24) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

[illegible]

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

NIQs
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/ NIQ19/2023-24
WBPWD/EE/JED/ NIQ20/2023-24
Bid submission Last Dates:04/08/2023
For details,follow www.pwdwb.in or visit the office.

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L36934WB1977PLC031184
Regd. Office: P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/2581-2757
Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com
Website: www.aucklandjute.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 10th day of August, 2023 at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2023, amongst other businesses.
Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. July 01, 2023 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2023
For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata Sangeeta Ghose
Date: 02.08.2023 Company Secretary

Office Of the Pingla Panchayat Samiti
Pingla ::: Paschim Medinipur
e- Tender Notice
The Executive Officer, Pingla Panchyat Samity, invites Tender.for 03Nos. Schemes under Pingla P.S
Notice Inviting e- Tender No

NIT No.	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/15th FC/45-46/2023-24	11.08.2023 upto 18:00 hrs
Pingla/e-NIT/ MPLAD/47/2023-24	18.08.2023 upto 17:30 hrs

Details of the Tender notice is available in website wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Pingla Panchayat Samiti

Office of the Block Development Officer
Pingla : Paschim Medinipur.
E-TENDER
The Block Development Officer, Pingla Development Block invites Tender for 03 Nos. Schemes.
NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT No.	Last Date of Application
BDO/PINGLA/ e-NIT/02/ H& FW/2023-24	18.08.2023 At 17.30 hrs.
BDO/PINGLA/e-NIT/03-04/MAMED /2023-24	18.08.2023 At 17.30 hrs.

Details of theTender notice is available in the https://wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer, Pingla Development Block

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

লেটার নং ঃ ডিআরএম/সি/আগ্রা/পিএ/টিটিই রানিং রুম/এএফ/২০২০ তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২৩

জিইএম বিড নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল কর্মাশিয়াল ম্যানেজার-উত্তর মধ্য রেলওয়ে, আগ্রা আহান করছেন জিইএম বিড নাম্বারঃ- জিইএম/২০২৩/বি/৩৭৬৯১৬৮ তারিখ ঃ-০১.০৮.২০২৩ নিম্নোক্ত অনুসারে ঃ

জিইএম বিড নাম্বার	জিইএম বিড বিস্তারিত
জিইএম/২০২৩/ বি/ ৩৭৬৯১৬৮ তারিখ ঃ- ০১.০৮.২০২৩	[illegible]

জিইএম বিড শেষের তারিখ এবং সময় - তারিখ ঃ- ২৩.০৮.২০২৩ সময় ঃ- ১১.০০
জিইএম বিড খোলার তারিখ এবং সময় - তারিখ ঃ- ২৩.০৮.২০২৩ সময় ঃ- ১১.৩০
দ্রষ্টব্য ঃ আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (https://gem.gov.in) ওয়েবসাইটে জিইএম পোর্টাল দেখার জন্য। [illegible]
1229/23(D)
North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway CPRONCR

হিন্দকোন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN NO : L24117WB1998PLC087800
রেজি অফিস ঃ ৬২ বি, ব্রাউনফিল্ড রো, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭
Website : www.hindcon.com, E-mail : contactus@hindcon.com
সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
Email: kolkata@linkintime.co.in, cs@hindcon.com, helpdesk.evoting@cdslindia.com, moloyb@cdslindia.com, www.hindcon.com, www.cdslindia.com, www.nseindia.com
হিন্দকোন কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থান ঃ কলকাতা স্বা /- অঙ্কিতা ব্যানার্জি
তারিখ ঃ ০২.০৮.২০২৩ কোম্পানি সচিব

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L01132WB1893PLC000742
রেজি অফিস ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. ২২৪৮-৭৬৮৫, ২২১০-০৫৪০, ফ্যাক্স নং. ঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
E-mail : info@tonganitea.com, Website : www.tonganitea.com

সংক্ষিপ্ত বিবরণী স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক এবং তিন মাস সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩	বছর থেকে তারিখ রাশি ৩০.০৬.২০২৩	চলতি ৩ মাস শেষে পূর্ববর্তী বছরে ৩০.০৬.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	২৩২.০৪	২৩২.০৪	১৯৫.৯৪
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)	১০.৩৮	১০.৩৮	৮.৫৩
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	১০.৩৮	১০.৩৮	৮.৫৩
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	১০.৩৮	১০.৩৮	৮.৫৩
৫.	মোট ব্যাপক আয়। (ক্ষতি) মেয়াদে (লাভ / ক্ষতি সংযুক্ত) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	১০.৩৮	১০.৩৮	৮.৫৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (আইএনডি এএস অনুসারে)	১১৮৫.১০ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	১১৮৫.১০ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	১১৭৫.১৫ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ভরযুক্ত) (১০ টাকা প্রতি) ক) মূল	৫.৫৯	৫.৫৯	৪.৫৯
	খ) মিশ্র	৫.৫৯	৫.৫৯	৪.৫৯

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/pdf/sqfr_june_2023.pdf।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় ২ আগস্ট, ২০২৩। ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩ ফলাফল সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন বিধিসম্মত অডিটরগন।

বোর্ডের তরফে
স্বা /- মনোজ কুমার দাগা
চেয়ারম্যান
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২ আগস্ট, ২০২৩ DIN : 00123386

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.
CIN: L51909WB1895PLC001021
রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ allianceudyog@gmail.com
বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.-র পক্ষে
শারদুল সিং জৈন
স্থান ঃ কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ ঃ ০২.০৮.২০২৩ DIN: 00013732

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN : L67120WB1979PLC032376
রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৩০১৫১৫
ই-মেল ঃ omnikol1997@gmail.com
বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
ওমনি হোল্ডিংস লি.-র পক্ষে
শারদুল সিং জৈন
ডিরেক্টর
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০২.০৮.২০২৩ DIN: 00013732

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
CIN : L67100WB1986PLC040201
Regd. Office : 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069(W.B)
Tele Fax.(033)22430076, Email. : ashirwadsteels@gmail.com,
Web Site : www.ashirwadsteels.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rupees in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ending 30.06.2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2022	Year ended 31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1)	Total Income from operations	79.16	120.76	444.32
2)	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	43.12	91.10	278.29
3)	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	43.12	91.10	1,865.91
4)	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	29.57	54.54	1,676.58
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising of Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]	38.45	55.50	1,702.20
6)	Equity Share Capital	1,250.00	1,250.00	1,250.00
7)	Earnings per share (Face value 10/- each):			
	a) Basic ₹	0.24	0.59	13.41
	b) Diluted ₹	0.24	0.59	13.41

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) The Unaudited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2016.
3) The full format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.ashirwadsteels.com).
4) The figures of previous periods have been re-grouped and re-classified to conform to the classification of the current period, where necessary.
5) The above Unaudited financial Results were reviewed and recomended by the Audit Committee of the company and there after approved & adopted by the Board of Directors at their respective meetings held on 2nd August, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of
Ashirwad Steels & Industries Limited
Sd/-
Place : Kolkata Dalbir Chibbar
Date : 02.08.2023 Managing Director
DIN: 00550703

দুরন্ত ভ্রমণ

গা ছমছমে বন্য পরিবেশের মাঝে চা বাগানে রাত কাটানোর সুযোগ

ঘুরতে যাবেন নদী ও জঙ্গল ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে। তার উপর একটি কুঁড়ি, দু'টি পাতার বাগান।

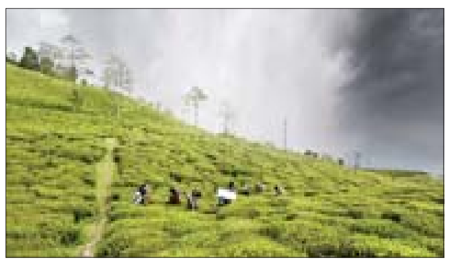

রোদে দাঁড়িয়ে চা বাগানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে উত্তরবঙ্গে ছুটে আসেন পর্যটকেরা। সেখানে বাড়িতি পাওনা যদি হয় নদী, পাহাড় ও জঙ্গল তবে তো আর কথাই থাকে না। শিলিগুড়ি শহর থেকে দেড় ঘন্টার দূরত্বে রয়েছে এমনই মনোরম জনপদ। নাম লোহাগড়।। এখানে ঘুরে যদি টুকুরিয়াঝা। এলাকার গা ছমছমে বন্য পরিবেশে হোম-স্টেতে রাত কাটানোর সুযোগ মেলে পর্যটকরা সুযোগ লুফে নেবেন। এমনই ভাবনা থেকে ওই দুই এলাকা টি-টুরিজমের মাধ্যমে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। নকশালবাড়ি ব্লকে রয়েছে লোহাগড় ও টুকুরিয়াঝাড়। ইতিমধ্যেই অফবিট ডেসটিনেশন হিসেবে পর্যটকদের একাংশের মনে দাগ কেটেছে। এবার দুই এলাকায় টি-টুরিজম গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে মহকুমা পরিষদ। মূল লক্ষ্য পর্যটনের উন্নয়নের পাশাপাশি মহকুমা পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা। সেজন্য প্রকৃতিপ্রেমীদের একাংশের কাছে অতিপ্রিয় লোহাগড় ও টুকুরিয়াঝাড়ের জঙ্গল সংলগ্ন চা বাগানে শুরু হতে চলেছে টি টুরিজম। চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগী হয়েছে মহকুমা পরিষদ। পর্যটকদের জন্য চা বাগানে তৈরি হবে থাকার জায়গা হোম-স্টে। এছাড়াও একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ওই বিষয়ে অনেকটা এগিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। যদিও টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের বন আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। একবার পর্যটন দপ্তর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে সবুজ সংকেত দিলে সেই কাজও সেরে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়িমহকুমা পরিষদের সভাধিপতি। তিনি বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পরই ওই দুটি এলাকায় পর্যটনের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি। এবছর সেখানে টি-টুরিজমের পরিকল্পনা শেষ করবার ইচ্ছে রয়েছে। তিনি জানান, ওই এলাকায় পর্যটনের দিক খোলার জন্য জিটিএ চিফ অনিত থাপার সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। লোহাগড় থেকে মিরিক যাওয়ার একটি কাঁচা রাস্তা থাকলেও আগামীতে একটি নতুন রাস্তা খুলে দেওয়া হবে। ফলে আরও বেশি করে পর্যটক ওই এলাকাতে আসতে পারবেন। ওই দুই এলাকায় পর্যটন বিকাশের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে পর্যটকরা দুটি এলাকায় ফি-বছর ঘুরতে যান। তবে থাকার জায়গার অভাবে রাত কাটাতে পারেন না। এমনকি মিরিক থেকে পুটুং হয়ে লোহাগড়ে যাওয়ার রাস্তায় সাইকেল ট্রেকিং যুবকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

জানুয়ারিতে রামমন্দিরের উদ্বোধন! বুকিংয়ের জোয়ার

২০২৪-এর জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন। জল্পনা ছড়াতেই ওই সময়ে অযোধ্যায় হোটেলের রুম ভাড়া নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে উৎসাহীর দল। রাম জন্মভূমি' শহরের হোটেল, গেস্ট হাউস এবং ধর্মশালাগুলিতে ২০ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারির মধ্যে বাল্ক বুকিংয়ের ঝাঁকে-ঝাঁকে অনুরোধ আসছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই অযোধ্যায় নবনির্মিত রামমন্দিরের উদ্বোধন হতে পারে বলে বিভিন্ন তরফে ইঙ্গিত মিলেছে। উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিনটিকে ঐতিহাসিক করে রাখতে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চান অনেকেই। অযোধ্যার এক বিলাসবহুল হোটেলের মালিক বলেন, এই অনুরোধগুলির বেশিরভাগই ট্রাভেল এজেন্টদের কাছ থেকে এসেছে। যারা পরে বেশি দামে ভাড়া দেওয়ার জন্য রুমগুলি ব্লক করে দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, রামমন্দির উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে মন্দির ট্রাস্ট ঘোষণা করার পরেই অযোধ্যার বাইরের মানুষের মধ্যে উৎসাহ বেড়েছে। জানুয়ারিতে অযোধ্যায় প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রামমন্দি ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বলেন, ১০ হাজার অতিথি অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তাঁরা ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে তারিখগুলি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তবে উদ্বোধনের দিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রীই। অযোধ্যায় বর্তমানে একশোটিরও বেশি হোটেল রয়েছে-একটি পাঁচতারা, দু'টি চারতারা এবং ১২ টি তিন তারা-সহ ৫০টি গেস্ট হাউস এবং সমান সংখ্যক ধর্মশালা। এছাড়া পর্যাপ্ত জায়গা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাও তাদের বাড়িগুলিকে হোমস্টে-তে পরিণত করছেন। অযোধ্যার প্রাচীনতম হোটেল শান-ই- অওয়াধের ম্যানেজার শরদ কাপুর বলেন, আমরা নিয়মিত দিল্লি, মুম্বই এবং অন্যান্য মেট্রো শহর থেকে অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য ফোন পাচ্ছি। আমরা ভক্তদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছি।

সংসদে সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকার, বিরোধীরা পালিয়ে যাচ্ছে ঃ প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ সংসদে সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার, কিন্তু বিরোধীরা পালিয়ে যাচ্ছে। এমনই মন্তব্য করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, সংসদে সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার, কিন্তু বিরোধীরা তা থেকে সরে আসছে। এদিকে, বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান মণিপুর হিংসা নিয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিরোধীরা নিয়ম উদ্ধৃত করে অজুহাত তৈরি করছে এবং আলোচনায় আগ্রহী নয়। তিনি জানান, লোকসভায় এদিন ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি (সংশোধন) বিল, ২০২৩ নিয়ে আলোচনা হবে। যদিও, দিল্লি পরিষেবা বিল নিয়ে আলোচনার আগেই লোকসভা স্থগিত হয়ে গিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, এই সরকার মুলতুবিকে প্রাধান্য দেয়। প্রসঙ্গত, ৩ আগস্ট পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভার অধিবেশন।

বিরোধীদের প্রতি আহ্বান বিজেপি বিধায়ক রাজকুমার ইমো সিঙের

ইম্ফল, ২ আগস্ট ঃ অশান্ত, হিংসাজর্জর মণিপুরের প্রকৃত বিষয় নিয়ে সংসদে চর্চার সুযোগ দিতে বিরোধীদের প্রতি কাতর আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক রাজকুমার ইমো সিং। মণিপুরের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার আলোচনায় রাজি হলেও বিরোধী দলের সাংসদরা কেন সংসদের কাজকর্মে বাধা দিচ্ছেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না বিধায়ক রাজকুমার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি বিধায়ক ইমো সিং এক ভিডিও বার্তায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে সংসদে কাজ করার বাতাবরণ তৈরি করে রাজ্যের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভিডিও বার্তায় বিধায়ক সিং সমস্ত রাজনৈতিক মতভেদ, দলীয় স্বার্থ থেকে বের হয়ে সাংসদের সংসদের কার্যক্রমকে ব্যাহত না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গত ৩ মে থেকে জাতিগত সংঘর্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য মণিপুর যে আগুনে জ্বলছে, তা প্রশমিত হওয়ার জন্য অপেক্ষায় আমাদের সঙ্গে গোটা দেশ। তাই এখানে উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংগত যে, সংসদের কাজ করার সুযোগ দিন আপনারা।' বার্তায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, 'আমি কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য বলেই এই অনুরোধ করছি তা নয়। আমি একজন মণিপুরি এবং রাজ্যের শান্তি কামনা করেই তা বলছি।

অটল পেনশন যোজনা আউটরিচ প্রোগ্রাম

অটল পেনশন যোজনা, সরকারের প্রধান প্রকল্প। ২০১৫ সালে ভারতের সমস্ত নাগরিকদের জন্য, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমাজের দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলিকে লক্ষ্য করে চালু করা হয়েছিল। এই স্কিমের অধীনে মোট নথিভুক্তির সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৫.৩৩ কোটি অতিক্রম করেছে, যার মধ্যে ১.১৯ কোটিরও বেশি APY অ্যাকাউন্টগুলি সমস্ত APY-SPs, SLBC এবং UTLBC - এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২২-২৩ FY-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আরও, এই স্কিমের সচেতনতা এবং কভারেজ বাড়াতে এবং ভারত সরকারের স্যাচুরেশন ড্রাইভের অংশ হওয়ার জন্য, PFRDA চলতি আর্থিক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে APY আউটরিচ প্রোগ্রাম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ০১ আগস্ট ২০২৩ (মঙ্গলবার) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে, ৩২২ গড়িয়া মেইন রোড, নরেন্দ্রপল্লী, মহামায়া তলা, রাজপুর সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৪ এসএলবিসি এবং এলডিএম-এর সমন্বয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। উপরোক্ত আউটরিচ প্রোগ্রাম শ্রী এর উপস্থিতিতে আয়োজিত হয়. শিও শঙ্কর সিং, জিএম- এসএলবিসি, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা গুপ্তা, ডিজিএম, পিএফআরডিএ, অভয় কুমার সিনহা সার্কেল হেড, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, দেবজ্যোতি দত্ত, এজিএম আরবিআই এবং অন্যান্য সংস্থার আধিকারিকরা। প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ, জেলায় উপস্থিত CSPsBCs এবং গ্রাহকরা উপরোক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে প্রোগ্রাম চলাকালীন ৭০০০ এরও বেশি APY আবেদন সংগ্রহ করে এটিকে একটি দুর্দান্ত সফল করে তোলে।

সাইরাং থেকে হবিছুয়া পর্যন্ত নতুন লাইনের জন্য চূড়ান্ত স্থান জরিপে অনুমোদন

মালিগাঁও, ২ আগস্ট ঃ অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির একটি অংশ হিসেবে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেলের মাধ্যমে মিজোরামে মায়ানমার সীমান্তকে সংযোগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে ২২৩ কিমি দৈর্ঘ্যের সাইরাং (আইজল) থেকে মায়ানমার সীমান্তের নিকটে মিজোরামের হবিছুয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত স্থান জরিপের (এফএলএস) জন্য অনুমোদন জানিয়েছে। অঞ্চলটির কৌশলগত গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করে রেলমন্ত্রক এই প্রকল্পটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পটি হবিছুয়ার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব ভারতে প্রবেশ করার আরও একটি পথ প্রদান করবে। এর ফলে মায়ানমারের সিতয়ে পোর্ট হয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলে পণ্যসামগ্রী পরিবহণের খরচ ও সময় হ্রাস হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। মায়ানমারের সিতয়ে পোর্টটি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল উদ্বোধন করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমানে ভৈরবী ও সাইরাঙের মধ্যে ৫১.৩৮ কিমি দৈর্ঘ্যের ব্রড-গজ রেল লাইন প্রকল্পের কাজ কার্যকর করছে, যার কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। মায়ানমার সীমান্ত বরাবর ১১১ কিমি দৈর্ঘ্যের ইম্ফল-মোরেহ রেলওয়ে লাইন সংযোগী প্রকল্পের আরও একটি চূড়ান্ত স্থানের জরিপ শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত নতুন ব্রড-গজ লাইনটি ভারত ও মায়ানমার এবং বিস্তৃত অঞ্চলটির মধ্যে ব্যবসায়িক সংযোগ ও সম্পর্ক শক্তিশালী করবে। এছাড়াও এটি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করবে।

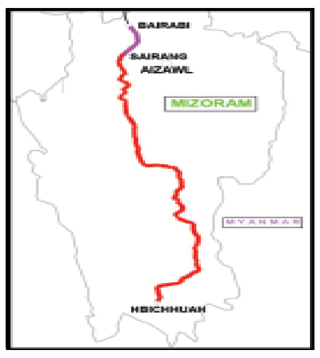

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেনের স্থায়ী বৃদ্ধি

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, নিচে উল্লেখিত তারিখ অনুযায়ী স্থায়ী ভিত্তিতে অতিরিক্ত কোচ সংযুক্ত করে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং ট্রেনের নাম সংযুক্ত কোচের প্রকার এর থেকে প্রভাব সহ ২২৮৪১ / ২২৮৪২ সাঁতরাগাছি-তাম্বরম-সাঁতরাগাছি অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস তিনটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি সাঁতরাগাছি থেকে ০৭.০৮.২০২৩ এবং তাম্বারাম থেকে ০৯.০৮.২০২৩ ২২৮৭৭ / ২২৮৭৮ হাওড়া-এর্নাকুলাম- হাওড়া অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস দুটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি হাওড়া থেকে ১২.০৮.২০২৩ এবং এরনাকুলাম থেকে ১৫.০৮.২০২৩ ২২৮৩৭ / ২২৮৩৮ হাতিয়া- এর্নাকুলাম-হাতিয়া এক্সপ্রেসটু থার্ড এসি ইকোনমি (৩ই) ০৭.০৮.২০২৩ হাতিয়া থেকে এবং ১০.০৮.২০২৩ এর্নাকুলাম থেকে।

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রেল মন্ত্রক ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রেল মন্ত্রক। বুধবার লোকসভায় এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি এদিন লোকসভায় বলেছেন, রেল স্টেশনগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন অপরাধ কমাতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ৮৬৬টি স্টেশনকে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব আরও উল্লেখ করেছেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা সর্বদা তাঁর মন্ত্রকের অগ্রাধিকার, এবং ভিডিও নজরদারির মাধ্যমে রেল স্টেশনগুলিতে মানব পাচারের বেশ কয়েকটি ঘটনা ট্র্যাক করা হয়েছে। মন্ত্রী বৈষ্ণব জোর দিয়ে বলেছেন, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মহিলারা যখন উন্নতি লাভ করে, তখন পৃথিবীও উন্নতি লাভ করে। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে আয়োজিত 'নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে জি-২০ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন'-এ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত মহিলাদের ক্ষমতায়নে অগ্রগতি করছে। মহিলাদের সঙ্গে, বিশ্ব সমৃদ্ধ হচ্ছে। নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ৪৬ শতাংশ নারী। ভারতে ৮০ শতাংশের বেশি নার্স এবং মিডওয়াইফ নারী। বুধবার ভার্চুয়ালি এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন পুরুষদের তুলনায় নারীরা উচ্চ শিক্ষায় বেশি নাম লেখাচ্ছেন। ভারতে আমাদের সিভিল এভিয়েশনে মহিলা পাইলটদের সংখ্যা বেশি রয়েছে এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীতে মহিলা পাইলটরা এখন ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট ওড়াচ্ছেন। অপারেশনাল ভূমিকায় নারী অফিসারদের মোতায়েন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রসঙ্গে উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজেই একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তিনি একটি নম্র উপজাতীয় পটভূমি থেকে এসেছেন, কিন্তু এখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডার -ইন-চিফ হিসাবে কাজ করছেন।

মণিপুর ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ বিরোধী নেতাদের, খাড়গে বললেন আমরা শান্তি চাই

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ মণিপুর ইস্যুতে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করলেন বিরোধী দলের নেতারা। বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ 'ইন্ডিয়া' জোটের ৩১ জন সদস্য এবং মণিপুর সফরে যাওয়া ২১ জন সাংসদ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। জমা দিয়েছেন স্মারকলিপিও। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, ইন্ডিয়া জোটের ৩১ জন সদস্য এবং মণিপুর সফরে যাওয়া ২১ জন সাংসদ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছি। আমরা রাষ্ট্রপতিকে, বিশেষ করে মণিপুরে মহিলাদের প্রতি নৃশংসতা, পুনর্বাসন এবং অন্যান্য অবস্থার বিষয়ে জানিয়েছি। আমাদের প্রধান দাবি হল প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর যেতে হবে এবং সে রাজ্যে শান্তি পুনরুদ্ধারের দিকে পদক্ষেপ নিতে হবে। খাড়গে বলেছেন, বিরোধী প্রতিনিধিদল হরিয়ানায় হিংসার বিষয়টিও রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সামনে উত্থাপন করেছে। আম আদমি পার্টির সাংসদ সুশীল গুপ্তা বলেছেন, আমরা দাবি করেছি, প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফর করা উচিত এবং সংসদেও আসা উচিত। আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হরিয়ানার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছি। ডিএমকে সাংসদ টি শিবা বলেছেন, মণিপুর সফরে যাওয়া ২১ জন সাংসদের প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির কাছে নিজেদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরী গোটা বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে জানান। আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছি... রাষ্ট্রপতি বলেছেন তিনি বিষয়টি দেখবেন।

রে-ব্যান প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করে সবার আগে ইনভার্টেড লেন্স 'রিভার্স' নিয়ে এসেছে

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ দশকের পর দশক ধরে, রে-ব্যান এমন সব ক্ষেত্রেই নতুন পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে যা এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। এই অদম্য কৌতূহলের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রে-ব্যান তার এই বৈপ্লবিক 'রিভার্স' কালেকশন রিলিজ করার মাধ্যমে সানগ্লাসের বিবর্তনে যুগান্তর এনে দিয়েছে ঃ চারটি ইউনিসেক্স সানগ্লাসের স্টাইল যা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব একটি নতুন লেন্সকে ফিচার করেছে, যা সম্পূর্ণই বিপরীত বা রিভার্স। ক্যাম্পেন ফিল্মে বিখ্যাত সুপারমডেল, ভিত্তোরিয়া সেরেত্তিকে ফিচার করা হয়েছে এবং এই দ্রুত গতির, হাই-ফ্যাশন ভিডিওতে দর্শক মডেলকে 'রিভার্স' সানগ্লাস পরে বিভিন্ন স্টাইল ও ভঙ্গিমায় দেখতে পাবেন। এই ফিল্মে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল ও ফোকাসের মাধ্যমে 'রিভার্স'-এর ধারণাকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে তবে মূল ফোকাস সব সময় সানগ্লাসের উপরেই থেকেছে। অত্যাধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন, যেখানে লেন্সের আকারকে পরম্পরাগত উত্তল 'কনভেক্স' থেকে পরিবর্তন করে অবতল বা 'কনকেভ' আকার দেওয়া হয়েছে তবে তার জন্য এর নিখুঁত ভিশন কোয়ালিটিতে এক ফোঁটাও সমঝোতা করা হয়নি। এক

নতুন উদ্ভাবনীমূলক অ্যাস্টিগম্যাটিক, প্রিজম্যাটিক ও সমাধান করার ক্ষমতার নিদর্শন আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। হাই-পারফর্ম্যান্স ও অ্যান্টি - গ্লেয়ার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ফিনিশিং দেওয়া, এই ধরনের প্যান্টোস্কোপিক লেন্স ৭০ পর্যন্ত সূর্যের তরঙ্গ রশ্মির হাত থেকে চোখকে রক্ষা করে, কারণ এই ধরনের রশ্মির ক্ষেত্রে আমাদের চোখ অতি মাত্রায় সংবেদনশীল হয়। চারটি অসাধারণ সিল্যুট স্টাইল ভবিষ্যতের অভিনব ভাবনাকে আপনার সামনে নিয়ে আসে যাতে একদম নতুন ও পরীক্ষামূলক স্টাইলের প্রবেশ ক্লাসিক ডিজাইনের এতদিনের ধ্যানধারণাকেই সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছে। EssilorLuxottica-এর আর অ্যান্ড ডি (RD) প্রোডাক্ট স্টাইল লাইসেন্সিং ডাইরেক্টর, ফেডেরিকো বাফা বলেন, সত্যি অর্থেই সানগ্লাসের ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের রে-ব্যান রিভার্স কালেকশন এক বিপ্লব নিয়ে এসেছে। EssilorLuxottica -এর চিফ মার্কেটিং অফিসার, ফ্র্যান্সেকো লিউইট বলেন, গ্রাহকের চোখের মণিকোঠায় অবস্থান করা সানগ্লাস ব্র্যান্ড হিসাবে, আমাদের সবচেয়ে সেরা ক্লাসিক স্টাইলগুলিতে আরও উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রয়োগ করে, প্রতিনিয়ত আমাদের অনন্য হয়ে ওঠার ক্ষমতাকে আরও উন্নত করে তুলছি। সহজে ব্যবহার করা যায় এমন ইউনিভার্সাল ফ্রেমের সাথে ডেভেলপ করা, রে-ব্যান - এর 'রিভার্স' অ্যাভিয়েটর, ওয়েফেয়ারার, ক্যারাভান ও বয়ফ্রেন্ড ব্র্যান্ড আমাদের চোখের নিচে গোলাকার উঁচু হয়ে থাকা গালের হাড়ের সাথে এমনভাবে ফিট করে যেতে পারে যা আমাদের সম্পূর্ণ ফেসের আকারে একটি পরিপূর্ণতা এনে দেয়। আমাদের পৃথিবীর কথা মাথায় রেখেই এই প্রোডাক্টের কালেকশন তৈরি করার সময় এমনই বৈকল্পিক মেটিরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রকৃতির জন্য একদমই ক্ষতিকর নয়। এর মধ্যে জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি নাইলন১ লেন্স রয়েছে যাতে ৪১ জৈব পদার্থ-জাত কার্বন কন্টেন্ট রয়েছে এবং জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি অ্যাসিটেট ফ্রেম যাতে ৬৭ বায়ো-কার্বন কন্টেন্ট রয়েছে। এছাড়াও, প্যাকেজিং, কার্ড ও গ্লাস পরিষ্কার করার কাপড়ও ১০০ রিসাইকেল করা যায় এমন মেটিরিয়ালে তৈরি করা হয়েছে।

দিল্লি পরিষেবা বিল রাজ্যসভায় টিকবে না ঃ সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি (সংশোধন) বিল, ২০২৩ রাজ্যসভায় টিকবে না। এমনই দাবি করলেন আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং। বুধবার তিনি বলেছেন, বিরোধীদের জোট ইন্ডিয়ার সকল সদস্য উচ্চকক্ষে প্রস্তাবিত এই বিলের বিরোধীতা করবে। প্রসঙ্গত, এই বিলের বিরুদ্ধে সরব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। বিতর্কিত এই বিলটি দিল্লি সরকারের আধিকারিকদের বদলি এবং পোস্টিংয়ের বিষয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করবে। তাছাড়া এই বিল জাতীয় রাজধানীতে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করবে বলেই অভিমত বিরোধীদের। এই বিল নিয়ে সঞ্জয় সিং-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটি সাংবিধানিক বিল এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

উত্তরাখণ্ডে ৬ আগস্ট পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি

দেরাদুন, ২ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডে লাগাতার বৃষ্টি থেকে রেহাই মিলছে না। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের কারণে সড়ক অবরোধ হয়ে পড়েছে, তার ফলস্বরূপ যানচলাচলে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যে মোট ২৩৪ টি রুট অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, যেটা খোলার কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দফতর, ৬ আগস্টের জন্য হলুদ সতর্কতা এবং আজ, ২ আগস্ট ৫টি জেলায় ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। তারফলে দুর্যোগ বিভাগ ও প্রশাসন সতর্কতা অবলম্বন করছে। দেরাদুনসহ রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় বুধবার সকালে হালকা বৃষ্টি দিয়ে দিন শুরু হয়। দেরাদুনের পাহাড়ি জায়গাতেও বৃষ্টি জারি রয়েছে। আকাশ মেঘে ভরে রয়েছে। থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হচ্ছে হালকা থেকে মাঝারিভাবে। দেহরাদুনে দুপুর ১২টা নাগাদ সূর্যের দেখা মেলে। সূর্য মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে। আবহাওয়া দফতর, ৬ আগস্ট পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি কতরেছে। রাজ্যের পাঁচটি জেলা পিথোরগড়, চম্পাবত, বাগেশ্বর, নৈনিতাল, উধম সিং নগরের কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। সেই কারণে বজ্রবিজ্যুৎসহ তীব্র থেকে অতিতীব্র বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় কোথাও কোথাও সামান্য ভূমিধ্বস ও পাথর পড়ার কারণে সড়ক ও মহাসড়কে যাতায়াতে বেগ পেতে হচ্ছে আমজনতাকে। আবহাওয়া ভবনের নির্দেশক বিক্রম সিং জানিয়েছেন, রাজ্যে এখন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। আজ পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সমতলে কখনও কখনও হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

Name Change
I, ASFAR RAHAMAN MALLICK(old name) S/O SAFIYAR RAHAMAN MALLIK Presently residing at DakshinNayabaj, Fakirpara, PS-Domjur, Howrah-711112 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASFAR MULLICK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. ASFAR RAHAMAN MALLICKand ASFAR MULLICK both are same and one identical person.

Name Change
I, HARIPADA JANA S/O LATE TAPAS JANA Presently residing at Gopinathpur, PS-Narayangarh, West Medinipur-721437 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name TAPAS JANA instead of TAPAS KUMAR JANA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. TAPAS JANA and TAPAS KUMAR JANA both are same and one identical person.

Name Change
I, ABY ABRAHAM (old name) S/O KURIAN ABRAHAM Presently residing at BL-N3, 4th –FR, FL-8, E.S.I. Hospital Quarters, PO+PS-Kamarhati, Barrackpore-700058 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABI ABRAHAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. ABY ABRAHAM and ABI ABRAHAM both are same and one identical person.

Name Change
I, HARISH ROUT (old name) S/O JAGANNATH ROUTPresently residing at BLOCK-1,FLAT-2 PHASE-II SAMPA MIRZA NAGAR, MAHESHTALA, Diamond Harbour, 700143, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HARISH CHANDRA ROUT, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. HARISH ROUT and HARISH CHANDRA ROUT both are same and one identical person.

Name Change
I, SALAHA BEGUM (old name) W/O ASFAR MULLICK Presently residing at DakshinNayabaj, Fakirpara, PS-Domjur, Howrah-711112 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SALOHA BEGUM MULLICK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. SALAHA BEGUMand SALOHA BEGUM MULLICK both are same and one identical person.

Name Change
I, SAHARUN NESSA (old name) W/O MOFIDUL ISLAM MOLLA Presently residing at V-204, Karbala Road, PO-Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GITARA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. SAHARUN NESSA and GITARA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, DINESH BALA(old name) S/O KHAGENDRA BALA Presently residing at Vill-Babanpur, PO-Bengal Enamel, N 24 Pgs-743122 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)DINESH CHANDRA BALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. DINESH BALA and DINESH CHANDRA BALA both are same and one identical person.

Name Change
I, RITUPARNA GANGULY(old name) W/O AYAN GANGULY Presently residing at 3rd Floor, Flat-8, Abontika Appt. 40A, North Purbachal, Kalitala Link Road, Haltu, Kolkata-700078 West Bengal, India, have changed myname to (shall henceforth be known as) RITUPARNA MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. RITUPARNA GANGULY and RITUPARNA MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change
I, ALAK KUMAR DAS (old name) S/O SHANKAR PRASAD DAS Presently residing at Vill-Dakshin Gumai, PO-Kalyanchak, PS-Nandakumar, Dist- Purba Medinipur -721632 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)ALOK KUMAR DAS, vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Tamluk, Purba Medinipur on 04/07/2023. ALAK KUMAR DAS and ALOK KUMAR DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, DINESH BALA(old name) S/O KHAGENDRA BALA Presently residing at Vill-Babanpur, PO-Bengal Enamel, N 24 Pgs-743122 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)DINESH CHANDRA BALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. DINESH BALA and DINESH CHANDRA BALA both are same and one identical person.

Name Change
I, MD AZGAR ALI MONDAL (old name) S/O Ahammad Ali Mondal Presently residing at Dighalgram, Haringhata, Ranaghat, Pin-741257 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AJGAR ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. MD AZGAR ALI MONDAL and AJGAR ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, MINA SHARMA (old name) w/OALOK SHARMA Presently residing at 5/1,RUSSEL STREET, ROYEL COURT BUILDING, MIDDIELTON, Kolkata, 700071 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MEENA SHARMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. MINA SHARMA and MEENA SHARMA both are same and one identical person.

Name Change
I, ALEKA SULTANA(old name) D/O SK AKKASH ALI Presently residing at 20, Abdul Halim Lane, PO-Park Street, Kolkata-700016 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOSAMMAD ALEKA SULTANA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. ALEKA SULTANA and MOSAMMAD ALEKA SULTANA both are same and one identical person.

Name Change
I, TINY ABY(old name) W/O ABI ABRAHAM Presently residing at BL-N3, 4th –FR, FL-8, E.S.I. Hospital Quarters, PO+PS- Kamarhati, Barrackpore-700058 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TINY TITUS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. TINY ABYand TINY TITUS both are same and one identical person.

Name Change
I, SURAN CHOWDHURY(old name) S/O LATE LALMOHAN CHOWDHURY Presently residing at RAHUTA NAYAN PALLY,SHYAMNAGAR, NORTH 24 PARGANAS-743127 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURENDRA NATH CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. SURAN CHOWDHURY and SURENDRA NATH CHOWDHURY both are same and one identical person.

Name Change
I, SUBHAS BHUIMALI (old name) S/O KANAI BHUIMALI (Old Name)Presently residing at Vill-Uttar Chakbhabani, PO-Beltalapark, PS-Balurghat, Dist-DakshinDinajpur West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name SUBHAS DAS S/o KANU DAS, vide an affidavit sworn before The Ld. Executive Magistrate at Balurghat, DakshinDinajpur on 12/07/2023. SUBHAS BHUIMALI S/O KANAI BHUIMALIand SUBHAS DAS S/o KANU DAS all are same and one identical persons.

মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বাড়ি ভাঙচুর, অভিযুক্ত মহিলাকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ আগস্ট ঃ মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে মারধোর করার পাশাপাশি একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালালো উত্তেজিত জনতা। রায়গঞ্জ সসঙ্গ কলোনী এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক

চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বুধবার দুপুরের এই ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলাকে আটকে রায়গঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ এসে অভিযুক্ত মহিলাকে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার দুপুরে রায়গঞ্জের সঙ্গ কলোনীতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক বাড়িতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। পাশাপাশি বাইরে থেকে এসে এলাকায় মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে ব্যাপক মারধোর করে তারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় একটি গার্লস স্কুলের পাশের বাড়িতে মধুচক্র চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এলাকায় বহিরাগত মহিলা ও পুরুষদের আনাগোনা বেড়েই চলেছিল। এলাকাবাসী একাধিকবার ওই বাড়ির মালিককে এইসব কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বললেও কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ। এদিন দুপুরে বহিরাগতরা এলাকায় ঢুকতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। তারা ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি অভিযুক্ত মহিলাকে মারধর করে। পরে পুলিশ ডেকে ওই অভিযুক্ত মহিলাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ আরও মহিলা ও পুরুষরা পরিস্থিতি দেখে গা ঢাকা দেয়। তবে অভিযুক্ত মহিলা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ধানের চারা রোপন আবার কোথাও বা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ আগস্ট ঃ রাস্তায় কাঠের গুড়ি ফেলে পথ অবরোধ বাসিন্দাদের। রাস্তা যেন পুকুরে পরিণত হয়েছে। কোথাও ধানের চারা রোপন আবার কোথাও বা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের। ভোট আসে ভোট যায়। রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেই কারোরই বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পানিকৌরি মোড় থেকে মোরগাডাঙ্গী গ্রামীণ হাসপাতালে যাবার দীর্ঘ রাস্তার বেহাল অবস্থা। অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল রাস্তা সংস্কার হয়নি। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধের শামিল কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পথ অবরোধ করে রাখে বাসিন্দারা। এরই পাশাপাশি এদিন বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি তে পথ অবরোধ করে ফাটাপুকুর হাতিমোড় সংলগ্ন মনুয়াগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পুলিশ। পানিকৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অলোক রায় টেলিফোনে জানান, খুব শীঘ্রই বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হবে। তবে আমারা পথ অবরোধের বিপক্ষে। আপাতত রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের ইঞ্জিনিয়ার এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এরপরে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন। এলাকাবাসীর দাবি যতদিন পর্যন্ত রাস্তা কমপ্লিট না হবে ততদিন পর্যন্ত শিল্প তালুকের কোন কোম্পানির গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না।

রণগ্রামের নতুন সেতুর উদ্বোধনের বার্তায় কান্দি মহকুমা জুড়ে খুশির হাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২ আগস্ট ঃ বহরমপুর রাজ্যে সড়কের উপর দ্বিতীয় রণগ্রাম সেতুর কাজ দুমাস আগেই শেষ হয়েছে। আগামী কাল রণগ্রাম সেতুর শুভ উদ্বোধন হবে জানাগিয়েছে প্রশাসনিক সূত্রে। দ্বারকা নদীর উপর অবস্থিত এই সেতু সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে সরকার প্রায় ২৮ কোটি টাকা ব্যায়ে এই সেতু নির্মাণ করছে। কান্দি সাঁইথিয়া সহ দক্ষিণবঙ্গের একমাত্র পরিবহণ যোগাযোগের প্রধান ব্যাবস্থা এই রণগ্রাম ব্রিজ। সেতুর শেষ প্রান্তে প্রায় ১২ মিটার এলাকা জুড়ে ভেঙে যায় সেতু। দ্বারকা নদীর উপর অবস্থিত ১৯৩৮ সালে স্বাধীনতার আগে ইংরেজ আমলে লোহার এই ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে ব্রিজের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছিল। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করাও হয়। সেতুটি প্রায় ১১০

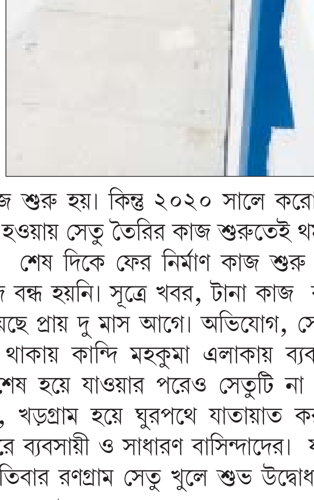

ফুট লম্বা ও দ্বিমুখী করার কাজ শুরু হয়। কিন্তু ২০২০ সালে করোনার জোর প্রকোপে লকডাউন শুরু হওয়ায় সেতু তৈরির কাজ শুরুতেই থমকে যায়। পরে, ২০২১ সালের শেষ দিকে ফের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তারপর থেকে অবশ্য আর কাজ বন্ধ হয়নি। সূত্রে খবর, টানা কাজ করে সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে প্রায় দু মাস আগে। অভিযোগ, সেতুর নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন থমকে থাকায় কান্দি মহকুমা এলাকায় ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হযেছে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সেতুটি না চালু হওয়ায় এখন জীবস্তি, গাতলা, খড়গ্রাম হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে যানবাহন থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও সাধারণ বাসিন্দাদের। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার রণগ্রাম সেতু খুলে শুভ উদ্বোধনের হবে শুনে খুশির হাওয়া কান্দি মহকুমা জুড়ে।

উত্তর পূর্ব রেলের কানপুর সেন্ট্রাল ভিওয়ানি-কানপুর সেন্ট্রাল এক্সপ্রেসের রুট এক্সটেনশন

গোরক্ষপুর, ২ আগস্ট ঃ রেল প্রশাসনের দ্বারা যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে, প্রয়াগরাজ জং-এ ১৪৭২৩১৪৭২৪ কানপুর সেন্ট্রাল-ভিওয়ানি-কানপুর সেন্ট্রাল এক্সপ্রেসের রুট এক্সটেনশন। এর ফলস্বরূপ, ট্রেনগুলির চলমান সময়ে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হবে। ০৪১৩৬ ফারুখাবাদ-কানপুর আনোয়ারগঞ্জ স্পেশাল ট্রেন ফারুখাবাদ থেকে ০৫ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ছেড়ে যাবে।১৫০৮৩ ছাপড়া-ফররুখাবাদ এক্সপ্রেস ০৫ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ছাপরা ছেড়ে ফারুখাবাদ স্টেশনে ১২.৩৫ ঘন্টার পরিবর্তে ১২.৪৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে।

রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প (অরেঞ্জ লাইন) হয়ে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দরের নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে টেকনোপলিস সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। আরভিএনএল এই স্টেশনের নির্মাণকাজ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বাবার চায়ের দোকান অনটনের সংসারে গান একটা স্বপ্ন বাঁকুড়ার বিশ্বজিতের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ আগস্ট ঃ আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় হরেক রকমের ভিডিও ভাইরাল হয়। সেই সমস্ত ভিডিওগুলির মধ্যে গান, নাচ, আঁকা, আবৃত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রতিভার নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি। আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সুপ্ত প্রতিভা। কিন্তু উপযুক্ত সময় এবং সুযোগের অভাবে সেই সমস্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে না। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যাঁরা চরম সংকট এবং দারিদ্রতার মধ্যেও নিজেদের ভিতরকার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর এইরকমই এক ঘটনার নিদর্শন মিলেছে সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের

জিড়রা গ্রামে। বাবার চায়ের দোকান, সেই রোজগারেই কোন রকমে চলে সংসার। মা গৃহবধূ, পরিবার সামলান। ছাপোষা নিম্নবিত্ত পরিবার। তবে তারই মাঝে বুকে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এক যুবক। নাম বিশ্বজিত কর্মকার। স্বপ্ন একটাই, গান গেয়ে জীবনে কিছু একটা করার। বিশ্বজিত বাংলায় স্নাতক। পাশ করেছেন বিএডও। একটা সময় গান গাওয়ার কোনও ভাবনাও ছিল না। এমনকী গানের প্রথাগত কোনও তালিমও নেই। তবে কলেজে পড়ার সময়ই জীবনের মোড় ঘুরে যায় বিশ্বজিতের। কলেজের নবীন বরণের অনুষ্ঠানে প্রথমবার গান করেন তিনি। আর তখনই তাঁর প্রতিভার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় সবার। পান বিপুল উৎসাহ। তারপরেই সংগীত নিয়ে কিছু করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এখন আর শুধু গানই করেন না বিশ্বজিত, সঙ্গে চলে গান লেখা বা সুর বাঁধাও। বিশ্বজিত বলেন, 'আগে গান গাইতাম না। কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রথম গান করি। ওখানে সবাই বলল, গানের দিকে ফোকাস কর, তোর গান হবে। তারপর থেকে গান গাওয়ার চেষ্টা করি। গ্রামের ছোটখাট মঞ্চে গান করি। তাঁরাও অনেক উৎসাহ দেন। তারপর চেষ্টা করলাম নিজের গানা বানাবো। তারপর নিজে গান বানালাম, লিখলাম, সুর করলাম। সেই গানকে অ্যালবামে পরিণত করলাম। তারপর আপলোড করলাম ফেসবুক পেজে। তাতে সবই ভাল ভাল কমেন্ট করলেন, উৎসাহ দিলেন। সেই থেকে গানের প্রতি ভালবাসা বেড়েই চলেছে।' গানের পথে বেশকিছু সহৃদয় মানুষের সহযোগিতাও পেয়েছেন বিশ্বজিত। তাঁর এক দাদা তাঁকে গান রেকর্ড করার সেট-আপ উপহার দিয়েছেন। সেখানেই নিজের গান রেকর্ড করেন তিনি। বিশ্বজিত বলেন, 'আমাদের মতো পরিবারে অ্যালবাম বানানো স্বপ্ন। আমার গান প্র্যাকটিসের কোনও সরঞ্জাম ছিল না। আমার এক দাদা আমায় ছোটখাট মিউজিক সেট-আপ গিফট করেছেন। গান নিয়েই এগোতে চাই।' বিড পাশ করেও এখনও কোনও চাকরি পাননি বিশ্বজিত। এই পরিস্থিতিতে তাঁর রোজগারের মাধ্যম বলতে গেলে একমাত্র এই গান। যদিও গান গাইতে গিয়ে কিছু মানুষের উপহাসেরও পাত্র হয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'অনেকে বলে তুই গান করছিস, তোর বাবা তো ভিখারি হয়ে যাবে। তাও চ্যালেঞ্জ ছাড়িনি, একদিন ঠিক জয় করবোই।' গান গেয়ে সফল হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বজিতের একটাই লক্ষ্য, বাবা-মা পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো।

মহানন্দা নদীতে মাছ মারা যাচ্ছে, নদীর জল দূষিত হওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ আগস্ট ঃ অবাক কাণ্ড। নদীতে ভেসে উঠছে বিভিন্ন ধরনের নদীয়ালি মাছ। এই ঘটনা ঘিরে বুধবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দার ঘাট সহ মহিষবাথানিতে এলাকায় । অনেক মানুষ নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরতে শুরু করেন। সেই মাছ কিনতেও ভিড় করেন অনেকে। এই ঘটনার কথা চাউর হলে নদীর মাছ সংগ্রহ করতে দূর থেকেও বহু মানুষ ঘাটের ধারে ছুটে আসেন। ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলরও। নদীর জলে দূষণের জন্যই যে মাছ মরে ভেসে উঠছে, তা নিয়ে নিঃসন্দেহ সবাই। বুধবার সকালে নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্প থেকে মাছ ধরতে চলে এসেছিলেন মহম্মদ মোস্তাকিম। তিনি বলছেন, 'মহানন্দা নদীর জলে কোনও কারণে গ্যাস হয়ে গিয়েছে। গতকাল রাত ন'টা থেকেই নদীতে মাছ লাফালাফি করছে। নদীর কিনারায় মাছ চলে আসছে। গতকাল রাত থেকেই মানুষজন মাছ ধরছে। বিশেষ করে চিংড়ি, আড়, ভ্যাদা, পুঁটি, গুচি, বোয়াল মাছ বেশি দেখা যাচ্ছে। হাত দিয়েই মাছ ধরা যাচ্ছে। এতদিন ধরে নদীতে আসছি। এমন ঘটনা আগে কখনও দেখিনি। নদীর জলে যে গ্যাস হতে পারে, জানতাম না। কিন্তু জলে কোনও গন্ধ নেই। ঠিক কী ঘটেছে, বুঝতে পারছি না।' পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৈশিষ্ঠ্য ত্রিবেদী বলেন, 'মহানন্দা নদীতে বিভিন্ন ধরনের নদীয়ালি মাছ ভেসে উঠছে। গতকাল রাত থেকেই এই ঘটনা ঘটছে। কী কারণে এমনটা হচ্ছে, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক মাছ মারছে। তবে নদীর জল দূষিত হওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। এই নদীর জল থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। আমরা সরকারকে বিষয়টি জানাব। নদীর জল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করব।'

দার্জিলিং পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান চেয়ে ধর্ণায় জিজেএম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ আগস্ট ঃ দিল্লিতে দার্জিলিং পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান চেয়ে ধর্ণায় বসতে চলেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম)। চলতি মাসের ৪ থেকে ৬ তারিখ ধর্না চলবে যন্তর মন্তরে। মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''২০০৯ , ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। এবার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।'' পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই এবার পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান চেয়ে কেন্দ্রের উপর চাপ বৃদ্ধির পথে হাঁটা শুরু করে দিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। দাবি আদায়ে দিল্লি গিয়ে ধর্নার কথা ঘোষণা করেছিলেন গুরুং। সেই অনুযায়ী বুধবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন গুরুং-সহ দলের পদাধিকারীরা। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং। বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ''২০০৯ , ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। এ বার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।'' সম্প্রতি পাহাড়ের পঞ্চায়েত ভোটে একক ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে ব্যর্থ হয়েছে গুরুংয়ের মোর্চা। অনীত থাপার প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার রমরমার আমলে পাহাড়ে এক অর্থে কোণঠাসা একদা জিটিএ প্রধান গুরুং। দলের প্রভাব ক্রমশ কমছে। ঘুরে দাঁড়াতে পাহাড়ের স্থায়ী সমাধানের দাবিকে সামনে রেখে দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন গুরুং। আর তাই লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে দিল্লি গিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছেন গুরুং।

স্ত্রীকে খুন করে নিজের গলায় ফাঁস স্বামীর, চাঞ্চল্য কোরবায়

ছত্তিশগড়, ২ আগস্ট ঃ একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। তারপর স্বামীটি তাঁর নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কোরবায় সিভিল লাইন থানা এলাকার সিএসইবি চৌকির অন্তর্গত খবরভাট্টা বস্তিতে । এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, সিভিল লাইন থানা এলাকার অন্তর্গত খবরভট্টা বস্তিতে স্বামী তার স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। তারপর নিজে বাড়ির উঠোনে দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। মঙ্গলবার রাত ৩টেয় সময় পুলিশে খবর দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, তাদের চারজন শিশু অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। এরপর রাত ৩টে নাগাদ স্বামী সৈয়দ সেলিম (৫২) তাঁর স্ত্রী আয়েশা বেগম (৪০)- কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে, তারপর নিজে বাড়ির উঠোনে আত্মহত্যা করে। ঘটনার খবর পেয়ে সিভিল লাইন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ঘরটিকে সিল করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এবং ডগ স্কোয়ার্ডকে ডাকা হয়েছে। হত্যার কারণ জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে সিভিল লাইন থানার পুলিশ ।

দরিদ্রদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষাগত সুবিধা নিশ্চিত করবে দিল্লি সরকার ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ঃ দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিতে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সর্বোত্তম শিক্ষাগত সুবিধা নিশ্চিত করবে দিল্লি সরকার। বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার দিল্লির সঙ্গম

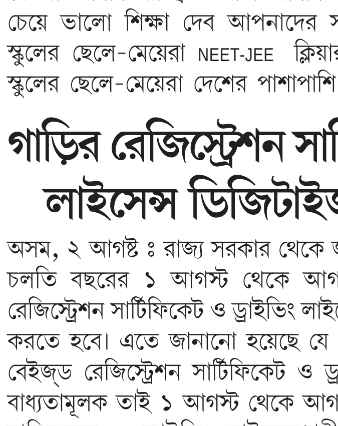

বিহারের দেওলি পাহাড়ি এলাকায় একটি নতুন স্কুল ভবনের উদ্বোধন করেছেন কেজরিওয়াল। সেখানে তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন, কেউ ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, শ্রমিক। এমন পরিস্থিতিতে বেসরকারি স্কুলগুলি ফি বৃদ্ধি করেছে, সাধারণ মানুষ শিশুকে পড়াতে পারছে না। বাধ্য হয়ে সরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন। আগে স্কুলগুলির এমন বেহাল দশা ছিল, ভবন-কক্ষ ভাঙা, টেবিল-চেয়ার নেই, পরিচ্ছন্নতা নেই। এখন আর সেই অবস্থা নেই, যে কাজ ৭৫ বছরে হয়নি তা ৮ বছরে হযেছে। দেওলিতে এর চেয়ে ভালো স্কুল আর হবে না। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, গরিবদের সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়া আমার দায়িত্ব। আমি আমার সন্তানদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার চেয়ে ভালো শিক্ষা দেব আপনাদের সন্তানদের। এখন দিল্লির সরকারি স্কুলের ছেলে-মেয়েরা NEET-JEE ক্লিয়ার করে ডাক্তার হচ্ছে। সরকারি স্কুলের ছেলে-মেয়েরা দেশের পাশাপাশি আপনাদের নামও বয়ে আনবে।

গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ডিজিটাইজ করতে নির্দেশ

অসম, ২ আগষ্ট ঃ রাজ্য সরকার থেকে জারি করা এক অধিসূচনা অনুসারে চলতি বছরের ১ আগস্ট থেকে আগামী তিন মাসের মধ্যে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বাধ্যতামূলকভাবে ডিজিটাইজ করতে হবে। এতে জানানো হয়েছে যে এখন থেকে সব ম্যানুয়াল পেপার বেইজ্‌ড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ডিজিটাইজ করা বাধ্যতামূলক তাই ১ আগস্ট থেকে আগামী তিন মাসের মধ্যে যানবাহনের মালিকদের ও ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীদের ম্যানুয়াল পেপার বেইজ্‌ড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স ডিজিটাইজ করতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ তাদের বাড়ি থেকে অনলাইনের মাধ্যমে www.parivahan.gov.in অথবা নিকটবর্তী যেকোন কমন সার্ভিস সেন্টার থেকে আধারের ভিত্তিতে সত্যতা যাচাই করে তাদের ম্যানুয়াল ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মূল কপি এই ৩ মাসের মধ্যে আপলোড করে আবেদন করতে হবে।

৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ আগস্ট ঃ আগামী ৯ আগষ্ট কালচিনি ব্লকে আয়োজিত হচ্ছে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বুধবার কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন নিয়ে এক সভা আয়োজিত হয়। এদিন কালচিনি ব্লকের সমস্ত আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এদিন কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মণ জানান কালচিনি ব্লকের ডীমা বীচ লাইনে বিশ্ব আদিবাসী দিবস আয়োজিত হবে । এদিন এই অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয় সভায় । এবং কিভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়।

'স্ট্রীট ফুড লেন', এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির এস এস রোডে 'স্ট্রীট ফুড লেন', তৈরি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে বুধবার এলাকা পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ কাউন্সিলররা। জানা গিয়েছে ওই রাস্তায় স্ট্রীট ফুড লেনের জন্য কীয়কস তৈরি করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রীট ফুড পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি এস এফ রোডের রাস্তাকে চওড়া করা হবে এবং এই কাজ করবে PWD। পুরো এলাকায় সৌন্দর্যায়নেরও কাজ করা হবে বলে মেয়র জানান।

দুর্ঘটনায় আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়কের জলসারা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন স্কুল শিশুসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। জানা গেছে, বুধবার সকাল ১০টার দিকে চন্দ্রকোনা থেকে একটি খালি ইঞ্জিনচালিত ট্রলি ঘাটালের দিকে আসছিল। সেই সময় ঘাটালের জলসাড়া রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ইঞ্জিন ট্রলির স্টিয়ারিং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইঞ্জিনের ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুল ছাত্র ও মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের ঘাটাল মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ইঞ্জিন ট্রলিটি বাজেয়াপ্ত করে। চালককে খুঁজছে।

মহারাষ্ট্রে ক্রেন দুর্ঘটনায় মৃত জলপাইগুড়ির ৪ যুবকের দেহ ফিরছে গ্রামের বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ আগস্ট ঃ মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় ক্রেন দুর্ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন ধূপগুড়ি ব্লকের বাসিন্দা এবং দুজন মানাগুড়ি ব্লকের বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে, চার মৃত শ্রমিকের মৃতদেহ কফিনে ভরে মহারাষ্ট্র থেকে জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। নিহতরা হলেন ধূপগুড়ির পশ্চিম ডাউকিমারির বাসিন্দা গণেশ রায় (৩৮), উত্তর কাথুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ রায় (৩৬) ও ময়নাগুড়ির চরেরবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত সরকার (২৪) ও বলরাম সরকার (২৮)। নিহত ব্যক্তিরা মহারাষ্ট্রে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি জেলার ১০ জন যুবক সেখানে কাজ করছিলেন। সোমবার গভীর রাতে ওই যুবকের স্বজনরা দুর্ঘটনার খবর পান। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মৌমিতা গোদারা বলেছেন , মহারাষ্ট্রের থানে জেলার শাহানপুরে ক্রেন দুর্ঘটনায় চার যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে তিনি এক্সপ্রেসওয়ে সেতুর কাজ করছিলেন। তখন একটি বড় ক্রেন তাদের ওপর পড়ে। এই ঘটনায় চার যুবকের সবাই নিহত হয়েছেন। এদিন গ্রামের বাড়িতে ফিরছে তাদের কফিনবন্দী দেহ। জেলার বাকি ছয় শ্রমিক নিরাপদে আছেন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না থাকার ফলে ক্ষতি আমন চাষে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ আগস্ট ঃ জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায় মালদা জেলায় মূলতঃ হবিবপুর বামনগোলা ওল্ড মালদা গাজোল ব্লকে আমন ধান চাষ বেশি পরিমাণে হয় জেলায় এক লক্ষ ৪৮ হাজার ৩০ সেক্টর জমিতে আমন ধান হয় কিন্তু এবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না থাকার ফলে এবারে এখনো পর্যন্ত ২৯ হাজার ২৬৯ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘাটতি অনেকটাই। পাশাপাশি বর্ষার মরশুমে জেলায় বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল প্রায় ৬১২. ১ মিলিমিটার এখানে এখনো পর্যন্ত জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪৭৩.২ মিলিমিটার। প্রায় জেলায় এখনো পর্যন্ত ২২.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত ঘাটতি রয়েছে। আল্লাহ জেলা কৃষি অধিকর্তা দিব্যেন্দু মজুমদার জানান জেলাতে এবার বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে তবে আশা করছি আগস্ট মাসে সেই বৃষ্টিপাতের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে তবে কৃষকদের কথা মাথায় রেখে এবার আমন ধান জমিতে কৃষকরা যদি না লাগাতে পারে বৃষ্টির অভাবে সে ক্ষেত্রে কৃষকদের খারিফ মরশুমে কালো কলাই দেওয়া হবে । পাশাপাশি রবি মৌসুমে তরী সরষে, ডাল শস্য দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে চাষিরা কিছুটা চাষ করে উপকৃত হবেন এছাড়াও কৃষকরা বাংলা শস্য বীমা আবেদন করলে সে সুযোগও দেওয়া হবে।

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পাচারকারীর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ আগস্ট ঃ সীমান্তে গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হলো এক পাচারকারীর। ঘটনাটি ঘটেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাগঞ্জ এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মোকলেশ্বর হক (৩৫), ওই মৃত ব্যক্তি দিনহাটার নয়ারহাট এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ ভোর রাতে একদল পাচারকারী বাংলাদেশে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাগঞ্জ এলাকায় জমায়েত হয়। সেই সময় বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দিলে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলা চালায় পাচারকারী ওই দল। সেই সময় বিএসএফ গুলি চালালে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাস্থল থেকে ৫টি গরু ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে আসে।

ক্যানিং জুড়ে রক্তের হাহাকার চলছেই, এবার ত্রাতা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২ আগস্ট ঃ ঘড়িতে সময় তখন সকাল এগারোটা হবে। বাসন্তী থানার শিমূলতলা পুলিশ ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবক হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করেছেন। সেই কান্নার আওয়াজ শুনেই ক্যাম্প ইনচার্জ সোমনাথ দাস বেরিয়ে আসলে রাম দেবনাথ নামে ওই যুবক জানান তাঁর দশ বছরের ছেলের জন্য রক্তের প্রয়োজন। অনেক জায়গায় ঘুরেও ছেলের জন্য এ পজিটিভ রক্ত জোগাড় করতে পারেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত বাসন্তীতে পুলিশ ক্যাম্পের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সমস্যার কথা শুনেই ক্যাম্পের এক এএসআই সত্যজিত রায় ও এক কনস্টেবল অরিজিত সাধুখাঁ দ্রুত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছে রক্ত দেন। সন্তানের জন্য রক্ত জোগাড় হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন রাম। তিনি বলেন, হন্যে হয়ে ঘুরছি, কোথাও পাইনি, শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে এসে পুলিশকে জানাতে রক্ত জোগাড় হয়। ওনাদের ধন্যবাদ। পুলিশ সর্বদা এলাকার মানুষের সাথে আছে, সেটা আইন রক্ষা হোক বা সামাজিক দায়বদ্ধতায়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (C)/Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/18/23-24
Name of work : **Repairing of broken asbestor sheets on the roof and other ancillary works of Park-O-Mat at Rowdon Street in Ward No. 63;** Estimated Cost : **₹ 4,00,004.44 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 8,050.00;** Period of completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/17/23-24/R
Name of work : **Maintenance of passage at 123/3/1 to 124 P.G. Rd., 170 to 170/E P.G. Rd., 19 to 19F Ganesh Ghosh Lane and surroundings disturbed by W/S Dept. in Ward No. 66;** Estimated Cost : **₹ 2,86,693.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,800.00;** Period of completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/15/23-24/BS
Name of work : **Removal of chockage drain at different places in bustee areas in Ward No. 56;** Estimated Cost : **₹ 2,82,636.50 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,700.00;** Period of completion : **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/8/23-24/BS
Name of work : **Improvement of sewer line near 1B/H/2, 2H/2 Motijhil Lane of bustee portion in Ward No. 56;** Estimated Cost : **₹ 1,62,994.15 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 3,300.00;** Period of completion : **30 days;** Last date and time of submission of Bid : **11.08.2023 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; Tender will be opened on : **14.08.2023 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **02.08.2023 at (6.55 pm) (For Sl. No. 1 to 4)** from the website **https://etender. wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **E.E. (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/015/2023-2024/R
Name of work : **Renovation of concrete passages at different places in Ward No. 88;** Estimated Cost : **₹ 3,99,611.17 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 8,000.00;** Period of completion : **45 days;** Last date and time of submission of Bid : **14.08.2023 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **16.08.2023 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **04.08.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/024/23-24
Name of work : **Restoration of road by laying hot mix at Tal Pukur Road due to laying of OFC Cable near Pre. No. A/8 in Ward No. 126;** Estimated Cost : **₹ 2,76,970.82 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/144/011/23-24
Name of work : **Maint. of C.C. Road at Babur Bagan near Pre. No. 33/21 in Ward No. 144;** Estimated Cost : **₹ 2,43,710.33 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,000.00;** Period of completion : **30 days (For Sl. No. 1 & 2);** Last date and time of submission of Bid : **14.08.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **16.08.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **04.08.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/XIV/121/004/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Construction of U/G sewer in the bye lane of B.C. Roy Road near Pr. No. 43/2 etc. in Ward No. 121;** Estimated Cost : **₹ 1,35,896.26 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 2,800.00;** Period of completion : **15 days.**
(2) NIT No. : KMC/XIV/121/006/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of bituminous road including relaying of kerb & channel stones in the Joypurpally Area near Pr. No. 897A, 22/3 Mondalpara Road & 43/12/1, 43/2/A B.C. Roy Road etc. in Ward No. 121;** Estimated Cost : **₹ 3,93,298.18 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 8,100.00;** Period of completion : **21 days;** Last date of submission of Bid : **16.08.2023 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **18.08.2023 (11 am) (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **08.08.2023 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **E.E., Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work :
NIT No. : KMC/WS/W80-03/T-11/23-24
Name of work : **Restoration of existing F.W. main and G.I. utility pipes damaged due to drainage works at the Jn. of Gopal Dr. Rd. & Satya Dr. Rd. and 6B, 2B etc. Satya Dr. Rd. in Ward No. 80;** Estimated Amount : **₹ 1,97,558.00;** Earnest Money : **₹ 4,000.00;** Period of completion : **18 days;** Last date of receipt / opening of tender (Online) : **17.08.2023 at 11 am / 19.08.2023 at 11 am**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-05/23-24 of S&D Deptt. published in this Newspaper (Key No. : 472/23-24) on 24.07.2023. The last date and time of submission of bid of Sl. No. 2 should be read as **07.08.2023 at 1 pm** instead of 31.07.2023 upto 1 pm.

NIT No. : SWM-II/Dist-IV/09/23-24, Tender ID : 2023_KMC_551623_1 of SWM-II Deptt. published in this Newspaper (Key No. : 502/23-24) on 31.07.2023. The bid forms and other details are available on should be read as **27.07.2023 at 5 pm** instead of 10.08.2023 at 10 am. 522/23-24

‘বিশ্বকাপের আগে সব ম্যাচই ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ’ শার্দূল

ত্রিনিদাদ, ২ আগস্টঃ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই সিরিজ শেষ। ২-১ ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল ভারত। এ বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই ৩ ম্যাচের একদিনের সিরিজে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে ভারত। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিয়ে তরুণ ক্রিকেটারদের দেখে নিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়রা। এই সিরিজ দিয়েই ভারতের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন শার্দূল ঠাকুর। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের পর থেকে ওডিআই ক্রিকেটে শার্দূল বিরাট ছাপ রাখছেন। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ জেতার পর শার্দূল জানান, এ বছরই যেহেতু একদিনের বিশ্বকাপ তাই এখন থেকে প্রতিটি ম্যাচই ভারতের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি ওডিআইতে আট উইকেট নিয়েছেন শার্দূল। তার মধ্যে সিরিজের ফয়সলা ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ৩৭ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট। যা তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বোলিং। ওডিআই সিরিজ জয়ের পর শার্দূল বলেন, ‘‘দলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিশ্বকাপের আগে আমাদের জন্য প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সব বিভাগেই কিছু করে দেখাতে হবে। এ ছাড়া টিম ম্যানেজমেন্টও ক্রিকেটারদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। একাধিক ক্রিকেটারের উপর নির্বাচকদের নজরও থাকবে। তাই বিশ্বকাপের আগে যত গুলো ম্যাচ আমরা খেলব সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ

হতে চলেছে।’’ এই সিরিজে ৮ উইকেট নিয়ে খুশি শার্দূল। তিনি জানান, বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটাররা এমন সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কখনও ভালো পারফর্ম করেন ক্রিকেটাররা। আবার কখনও প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেন না। তবে শার্দূলের কথায়, তিনি যে সিরিজেই খেলেন, সব সময় তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। শার্দূল বলেন, ‘‘আমি কখনই ভাবি না দলে জায়গা করার জন্য আমাকে খেলতে হবে। এমন মানসিকতা নিয়ে আমি খেলি না।’’ শার্দূল আরও বলেন, ‘‘বিশ্বকাপের স্কোয়াডে আমাকে না বাছা হলে, সেটা টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। তা নিয়ে আমার বেশি কিছু করার নেই। আমি সব সময় দলেক হয়ে পারফর্ম করার চেষ্টা করি। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করি। দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেলে আমি অনুভব করি যে, দলের আমার প্রতি আস্থা আছে, তাই আমাকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।’’ যদি ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ থেকে ধরা হয়, তা হলে শার্দূল ঠাকুর এক মাত্র ভারতীয় বোলার যিনি ওডিআই ক্রিকেটে ৫০টি উইকেট নিয়েছেন। নিজের গত কয়েক বছরের পারফরম্যান্স নিয়ে শার্দূল বলেন, ‘‘গত কয়েক বছরে আমাদের ব্যাটিং লাইন-আপ দেখা হলে নজরে পড়বে তা কতটা গভীর। অল রাউন্ডার হিসেবে নীচের দিকে ব্যাট করতে নামলে আমার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দায়িত্বটা বেড়ে যায়। তাই ব্যাটিং হোক, বোলিং হোক বা ফিল্ডিং আমি সব সময় চেষ্টা করি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার।’’

ফুটবল ছাড়ছেন চিরসবুজ ‘সুপারম্যান’খ্যাত বুফন

তুরিন, ২ আগস্টঃ অবশেষে! পার্মার হয়ে তাঁর পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল ১৭ বছর ২৯৫ দিন বয়সে। এসি মিলানের বিপক্ষে ১৯৯৫ সালের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে রবার্তো বাজ্জিও, জর্জ উইয়াহদের রুখে দিয়ে বেশ কয়েকটি সেভ করেছিলেন জিয়ানলুইজি বুফন। গোলশূন্য ড্র হওয়া সেই ম্যাচের পর ইতালির কিংবদন্তি গোলকিপার দিনো জফ বলেছিলেন, ‘‘যে ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা সে দেখিয়েছে, তাতে এতটুকু বলতে পারি কখনও এমন অভিষেক দেখিনি।’’ গত ২৮ বছর ধরে বুফনকে ঠিক এভাবেই দেখা গেছে। পোস্টের সামনে চিতার মতো ক্ষিপ্র, ব্যক্তিত্বও দাপুটে। ৪৫ বছর বয়সেও নিজের জাল আগলে রাখার তাড়না এতটুকু কমেনি। পার্মার বয়সভিত্তিক দলেই শুরুটা হয়েছিল ‘সুপারম্যান’খ্যাত বুফনের। ২০২১ সালে শৈশবের এই ক্লাবেই ফিরেছিলেন। লক্ষ্যস্থির করেছিলেন, সিরি বি থেকে পার্মাকে ইতালির শীর্ষ লিগে (সিরি আ) ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু সর্বশেষ দুই মরসুমজুড়ে চেষ্টা করেও পারেননি। কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত চোটও তাঁকে অন্য কিছু ভাবতে বাধ্য করেছে। সেই অন্য কিছুটা হলো অবসর। হ্যাঁ, অবশেষে ফুটবল ছাড়ছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকিপারদের একজন জিয়ানলুইজি বুফন। স্কাই স্পোর্টসের সংবাদকর্মী জিয়ানলুকা দি মার্জিও জানিয়েছেন, পার্মার সঙ্গে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বুফন। তাঁর এজেন্ট কিছুদিনের মধ্যেই পার্মার সঙ্গে বসে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিকে কাজটি সেরে ফেলবেন। বুফনকে এরপর ইতালি জাতীয় দলের প্রধান ডেলিগেশন কর্মকর্তা হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে বুফন জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলে যেতে চান। পার্মাতেও চুক্তির মেয়াদ পুরো করতে চেয়েছিলেন। আগামী বছরের জুনে ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে পার্মার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবল ছাড়ার ঘোষণা করতে যাচ্ছেন বুফন। যুক্তরাষ্ট্রের খেলাধুলা বিষয়ক সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক বুফনের ফুটবল ছাড়ার এই সিদ্ধান্তের খবর নিশ্চিত করেছে। ইতালির সংবাদকর্মী ফ্যাব্রিজিও রোমানোও এই নিয়ে টুইট করেন, ‘ইতালির কিংবদন্তি গোলকিপার জিয়ানলুইজি বুফন পেশাদার ফুটবল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।’ ২০২২ সালে বুফনের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করেছিল পার্মা। ক্লাবটিতে ফিরে দুই মরসুমে ৪৫ ম্যাচ খেলেছেন ইতালির হয়ে ২০০৬ বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি।

১১০০-এর বেশি পেশাদার ম্যাচ খেলা বিরল ১৫ জন ফুটবলারের একজন বুফন পার্মায় প্রথম মেয়াদে ছয় মরসুমে ২২০ ম্যাচ খেলেছেন। উয়েফা (ইউরোপা লিগ) কাপ জেতার পাশাপাশি কোপা ইতালিয়াও জিতেছেন ক্লাবটিতে। ২০০১ সালে পার্মা ছেড়ে জুভেন্তাসে যোগ দিয়েছিলেন ৫ কোটি ২০ লাখ ইউরোয়-সেটা তখনকার দিনে ছিল গোলকিপারদের দামের বিশ্ব রেকর্ড। জুভেন্তাসে ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে ৯ বার সিরি আ জেতার পাশাপাশি সুপারকোপা ইতালিয়া ও কোপা ইতালিয়া জিতেছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে খেলেছেন তিনবার। তবে বুফনকে জুভেন্তাসের সমর্থকেরা মনে রাখবেন আরও একটি কারণে। ২০০৬ সালে জুভেন্তাস কুখ্যাত সেই ‘ক্যালসিওপলি’ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে সিরি বি-তে নেমে গেলেও ক্লাব ছাড়েননি বুফন। ২০১৮ সালে জুভেন্তাস ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়ে এক মরসুম খেলেছিলেন, সেখানেও জিতেছেন লিগ। ২০১৯ সালে আবারও জুভেন্তাসে ফিরে ব্যাক আপ গোলকিপার হিসেবে ২ বছরে খেলেছেন ২৯ ম্যাচ, জিতেছেন সিরি আও। জুভেন্তাসে দুই মেয়াদ মিলিয়ে ৬৮৫ ম্যাচ খেলা বুফন ক্লাবটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়। শীর্ষে আলেহান্দ্রো দেল পিয়েরো। ইতালিয়ান ফুটবলে দারুণ কিছু রেকর্ডও আছে বুফনের। সিরি আতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (৬৪৮) খেলার রেকর্ড তাঁর। ইতালির এই শীর্ষ লিগে সবচেয়ে বেশি সময় গোল হজম না করার রেকর্ডও (৯৭৪ মিনিট) গড়েছেন। সিরি আ যুগে সর্বোচ্চসংখ্যক শিরোপা জয়ের রেকর্ডও বুফনের দখলে। ইতালি জাতীয় দলে ১৯৯৭ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৭৬ ম্যাচ খেলেছেন, যা ইতালির হয়ে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ডও। ১৯৯৭-৯৮ মরসুমে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচে ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনাল্ডোর পেনাল্টি ঠেকিয়ে ‘সুপারম্যান’ তকমা পেয়েছিলেন বুফন। পেনাল্টি ঠেকানোর পর জার্সি উঁচিয়ে ধরে ভেতরে ‘সুপারম্যান’ টি-শার্ট দেখিয়েছিলেন পার্মার ভক্তদের। সেদিনের সেই পারফরম্যান্স এবং দুর্দান্ত অ্যাথলেটিজম ও বাতাসে দক্ষতার জন্য ‘সুপারম্যান’ তকমাটা স্থায়ী হয়ে যায় বুফনের ক্যারিয়ারে। কিন্তু সুপারম্যানদেরও একদিন থামতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে সেই থামার ঘোষণাই দেবেন ইতালিয়ান ফুটবলের চিরসবুজ ‘সুপারম্যান’ বুফন।

হরভজন সিংয়ের মতে ‘বুমরা বোলিংয়ের বিরাট কোহলি’

নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ একটা দীর্ঘ সময় পর জাতীয় দলে ফিরতে পারলে, সেই অনুভূতি সব সময় বিশেষ হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ বার জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছিলেন ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরা। তারপর থেকে তিনি ২২ গজের বাইরে। আসন্ন আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে জাতীয় দলে তাঁর কামব্যাক হচ্ছে। আর টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনে বুমরা পেয়েছেন অধিনায়কের বড় দায়িত্ব। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন বুম বুম বুমরাকে। বিরাট কোহলির সঙ্গে বুমরার তুলনাও করেছেন ভাজ্জি। বিরাট কোহলি সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার। তেমনই বোলারদের কথা উঠলে জসপ্রীত বুমরার নাম আসে। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন জসপ্রীত বুমরা হলেন বোলিংয়ের বিরাট কোহলি। জাতীয় দলে ফেরার জন্য বুমরাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে হরভজন সিং নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘‘জসপ্রীত বুমরার কামব্যাক হচ্ছে। ও দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিল। সকলেই ওর কামব্যাকের অপেক্ষায় ছিল। ও জাতীয় দলে ফিরল এবং অধিনায়ক হয়ে ফিরেছে। ফিট হয়ে ওঠার জন্য এবং অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য জসপ্রীতকে শুভেচ্ছা। আমি আশা করছি জস্‌সি (জসপ্রীত বুমরা) আর চোটের কবলে পড়বে না।’’ ভাজ্জি আরও বলেন, ‘‘ও অনেক টুর্নামেন্ট মিস করল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলতে পারল না। এবং আরও অনেকগুলো ম্যাচে খেলতে পারেনি ও। আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, আমরা ব্যাটিংয়ের কথা বললে যেমন বিরাট কোহলির নাম বলি, তেমনই বোলিংয়ের বিরাট কোহলি যদি বলি সেটা জসপ্রীত বুমরা। আমার মনে হয় না, ওর চেয়ে সেরা বোলার আর কেউ আছে।’’

রোনাল্ডোর সতীর্থ হলেন সাদিও মানে, যোগ দিলেন আল নাসেরে

রিয়াধ, ২ আগস্টঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পথ অনুসরণ করে সৌদি আরবে পৌঁছলেন আরও এক তারকা ফুটবলার। যোগ দিলেন রোনাল্ডোরই ক্লাব আল নাসেরে। সেনেগালের ৩১ বছরের স্ট্রাইকার সাদিও মানে বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে আল নাসেরে যোগ দিলেন। বায়ার্নে একটি মরসুম কাটিয়েছেন তিনি। ক্লাবটির সঙ্গে আরও দু’বছরের চুক্তি ছিল মানের। লিভারপুল ছেড়ে বুন্দেশলিগার দলটির হয়ে তেমন অবদান রাখতে পারেননি। জার্মান ক্লাবটি মানেকে ছেড়ে দিতে পারে বলে গুঞ্জন উঠেছিল। শোনা যাচ্ছে, মানের জন্য বায়ার্নের ঘরে ঢুকবে ৪ কোটি ইউরো। সেনেগালের ফুটবলারও আল নাসের থেকে আকর্ষণীয় বেতন পাবেন। লিভারপুলের হয়ে অত্যন্ত সফল মানে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মান ক্লাবটির প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। এরপর সতীর্থ লেরয় সানেকে ঘুষি মেরে নিষেধজ্ঞার মুখে পড়েন। ক্লাবের হয়ে পারফরম্যান্সও আহামরি নয়। এরপর সাদিও মানের দলবদল নিয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে গুঞ্জন শুরু হয়। বায়ার্ন ও আল নাসেরের মধ্যে মৌখিক কথাবার্তা শুরু হয়। দুটি ক্লাবই মানের দলবদলের খবর নিশ্চিত করে। যতদূর জানা গিয়েছে, তিন বছরের জন্য ৩ কোটি ইউরো অর্থের বিনিময়ে সানেকে দলে নিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাবটি। মঙ্গলবারই নয়া ক্লাবে যোগ দেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা। দিয়েছেন ভিডিয়ো বার্তা। এরপর আল নাসেরের জার্সিতে মানের একঝাঁক ছবি পোস্ট করেছে ক্লাবটি। নতুন ক্লাবে পা দিলেও বায়ার্ন মিউনিখ থেকে এভাবে বিদায় নিতে চাননি মানে। এভাবে চলে যাওয়াটা তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

বিপক্ষের ফুটবলারকে শিউরে ওঠা ট্যাকল মার্সেলোর, মাঠ ছাড়লেন কাঁদতে কাঁদতে

বল পায়ে কাটানোর চেষ্টা করছিলেন মার্সেলো। পাশ থেকে ছুটে এসে বাঁ পা বাড়িয়ে দেন লুসিয়ানো সাঞ্চেস। পরের ধাপেই মার্সেলোর পা গিয়ে পড়ে সাঞ্চেসের বাড়িয়ে দেওয়া পায়ের ওপর। মুহূর্তেই সেই পা ভেঙে উল্টো দিকে একদম মুচড়ে যায়। মুহূর্তের আকস্মিকতায় হতভম্ব সবাই। মার্সেলোকে দেখানো হয় লাল কার্ড। সানচেসের অবস্থা দেখে আগে থেকেই কাতর মার্সেলো মাঠ ছাড়েন কাঁদতে কাঁদতে।

বুয়েনস আইরেস, ২ আগস্টঃ কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত! এ ভাবেই ব্যাখ্যা করছেন তিনি। লাল কার্ড এর আগেও দেখেছেন। কিন্তু এমন অনুশোচনা বোধহয় কখনও হয়নি তাঁর। ট্যাকল এর আগেও করেছেন। কিন্তু মনোঃকষ্টে পড়তে হয়নি। এতটাই যে মাঠ ছাড়ার সময় কেঁদে ফেললেন নিজেই। খেলার মাঠ এক আশ্চর্য দুনিয়া। ইচ্ছাকৃত ভুল না করলেও কেউ কেউ গভীর অনুতাপে ভোগেন। নিজেকে দোষেন। ইন্সটাতে প্রার্থনা করেন, যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন তাঁর সতীর্থ ফুটবলার। যিনি কেঁদে ফেলেছেন মাঠ ছাড়ার সময়, তাঁর নাম মার্সেলো। প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা এখন খেলেন ফ্লুমিনেন্সের হয়ে। কোপা লিব্রেতাদোরেসের একটা ম্যাচে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র টিমের এক ফুটবলারের কেরিয়ার প্রায় শেষ হয়ে যেতে চলেছে তাঁরই জন্য। ওই শিউরে ওঠা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। দিয়েগো মারাদোনা স্টেডিয়ামে হোম টিম আর্জেন্টিনোস জুনিয়র ১-০ এগিয়েছিল। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন ফুটবলার ফুটওয়ার্ক এবং স্কিল নিয়ে বরাবর আলোচনা হয়েছে। সেই মার্সেলো টিমকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য একটা বল নিয়ে এগোতে শুরু করেন বিপক্ষ বক্সের দিকে। প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারকে কাটিয়েও নেন। ঠিক তখনই লুসিয়ানো সাঞ্চেস নামের এক ফুটবলার পা বাড়ান। মার্সেলো ওই সময় গতিতে ছিলেন। নিজেকে থামাতে পারেননি। অনিচ্ছাকৃত সাঞ্চেসের পায়ের উপর দিয়ে চলে যান। গোটা স্টেডিয়াম তখন দৃশ্য দেখে তখন শিউরে ওঠে। মার্সেলোর অনিচ্ছাকৃত ট্যাকলের জন্য দু’টুকরো হয়ে যায় সাঞ্চেসের পা। সাঞ্চেস জুনিয়র ফুটবলার। তাঁর

কেরিয়ার কার্যত শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে। মার্সেলোকে রেফারি লাল কার্ড দেখান সঙ্গে সঙ্গে। সাঞ্চেসকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন মার্সেলো। পরে ইন্সটাতে মার্সেলো লিখেছেন, ‘দিনটা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমার বিপক্ষ টিমের এক ফুটবলারকে চোটে ফেলে দিয়েছি। ও যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সব শক্তি ওকে দাও।’ ওই দুর্ঘটনার পর সাঞ্চেসকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাঁটু ডিসলোকেটেড হয়ে গিয়েছে তাঁর। যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আর মাঠে ফিরতে পারবেন কিনা, এখনই বলা যাচ্ছে না। চোটের বহর মারাত্মক। ফ্লুমিনেন্স এফসির তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘লুসিয়ানো সাঞ্চেস একটা দুর্ঘটনায় মারাত্মক চোট পেয়েছে। ও যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে, সেই প্রার্থনাই আমরা করছি।’

গোলশূণ্য সিঁথি রাসবিহারী-রেঞ্জার্স ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ আগস্টঃ বুধবার তালতলা মাঠে কলকাতা ফুটবল লিগের চতুর্থ ডিভিশনে সিঁথি রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দিরের সঙ্গে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স-এর খেলা অমীমাংশিতভাবে শেষ হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। প্রথম থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা শুরু করলেও শেষের দিকে খেলার গতি খুবই মন্থর হয়ে পড়ে। এদিন দুই কোচের লড়াই ছিল চোখে পড়ার মত। কিন্তু এই লড়াই ছিল মস্তিষ্কের। রাসবিহারীর কোচ উৎপল মণ্ডল এবং রেঞ্জার্স-এর কোচ নাসির আহমেদ যেভাবে নিজেদের দলের খেলোয়াড়দের খেলার ছক প্রতিনিয়ত বদলালেন তা ছিল চোখে পড়ার মত। সিঁথি রাসবিহারীর তিনজন খেলোয়াড় অভিজিৎ ওরাঁং, হিমালয় বাহাদুর এবং তুফান রায় আজ খুবই নজর কাড়ে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ১২৩ তম ডুরান্ড কাপের বোধন। ৩ আগস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও বাংলাদেশ সেনা। সেনাবাহিনী পরিচালিত এশিয়ার প্রাচীনতম ও বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীন ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার একই গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ সেনা, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও পঞ্জাব এফসি। গ্রুপ ‘এ’-তেই ইস্ট-মোহন, পঞ্জাব ও বাংলাদেশ। ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে সবুজ-মেরুনের দায়িত্বে মোহনবাগানের রিজার্ভ দলের কোচ বাস্তব রায়। যাঁর কোচিংয়েই জুনিয়র মোহনবাগান খেলছে কলকাতা লিগ। বাস্তব রায় পদ্মাপাড়ের সেনাদের বিরুদ্ধে নামার আগে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর দল গ্রুপ অফ ডেথে রয়েছে।

স্ত্রী রোকুজ্জা ও ছেলে থিয়াগোকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি খুঁজছেন মেসি

ফ্লোরিডা, ২ আগস্টঃ লিওনেল মেসির সৌদি আরবের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণগুলোর একটি ছিল তাঁর পরিবার। মেসির স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জাও নাকি চাননি মেসি সৌদি আরবে যান। আল হিলালকে বাদ দিয়ে মেসির ইন্টার মায়ামিকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও নাকি মেসি স্ত্রীর চাওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইন্টার মায়ামিতে এসে এরই মধ্যে দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। গ্যালারিতে স্ত্রী-পুত্রদের সরব উপস্থিতিতে এই দুই ম্যাচে দারুণভাবে জ্বলে উঠেছেন মেসি। প্রথম ম্যাচে অন্তিম মুহূর্তে গোল করার পর দৌড়ে গিয়ে স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে উদযাপনও করেছেন মেসি। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে মেসি ছিলেন আরও ক্ষুরধার। জোড়া গোলের সঙ্গে করেন একটি অ্যাসিস্টও। মাঠে নেমে ইন্টার মায়ামির দর্শকদের কাছ থেকেও মেসি পেয়েছেন দারুণ অভ্যর্থনা। সব মিলিয়ে ইন্টার মায়ামিতে এসে শুরু থেকেই বেশ উপভোগ করছেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা। মায়ামিতে নিজের সময়টা এতই দারুণ কাটছে যে মেসি সেখানে নতুন বাড়ি কেনার উদ্যোগও নিয়েছেন। এরই মধ্যে ফ্লোরিডার বোকা রাতোনেতে রোকুজ্জা ও বড় ছেলে থিয়াগোর (১০) সঙ্গে নতুন বাড়ি দেখতেও গেছেন মেসি। সে সময় থিয়াগোর পরনে ছিল বাবার নাম লেখা ইন্টার মায়ামির জার্সি। বাড়ি দেখতে যাওয়ার সময় তিনজনেরই পরনে ছিল কালো রঙের পোশাক। মেসিকে যে অঞ্চলটিতে বাসা খুঁজতে দেখা

গেছে, সেটি থেকে ইন্টার মায়ামির মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামের দূরত্ব ২৫ মিনিটের মতো। স্টেডিয়ামের উত্তর দিকে মূলত সেই বাড়ির অবস্থান। এ সময় পুরো বাড়িটি মেসি ঘুরে দেখেছেন। এক ব্যক্তি তখন মেসি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। সেই ব্যক্তিকে সে সময় দেখা যায় বাড়ি সম্পর্কে মেসিকে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে। তবে এই বাড়ি যদি শেষ পর্যন্ত মেসি কিনে নেন, তবে এটিই দক্ষিণ ফ্লোরিডায় মেসির একমাত্র সম্পদ হবে না। মায়ামি শহরে আগে থেকেই ৯০ লাখ ডলারের বাড়ি আছে তাঁর। পোরশে ডিজাইন টাওয়ারের এই বাড়ি মেসি কিনেছিলেন ২০১৯ সালে। বাল হারবার এবং অ্যাভেনচুরার মাঝামাঝি বিলাসবহুল ৬০ তলার এই টাওয়ারও ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়াম থেকে ২৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। মেসির মায়ামি-প্রীতি অবশ্য আগে থেকেই ছিল। ২০১৮ সালে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ২৫তম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে ইন্টার মায়ামি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ক্লাবমালিকদের একজন ডেভিড বেকহাম লিওনেল মেসির পাঠানো একটি ভিডিও বার্তা নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন। বেকহামকে নিজের নতুন প্রজেক্টের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে মেসি তাঁর বার্তার সমাপ্তি টানেন এভাবে, ‘কে জানে, কয়েক বছরের মধ্যে তুমি হয়তো আমাকে ফোন করবে।’ ৫ বছরের ব্যবধানে ঠিকই সেই ফোনটি পেয়েছেন মেসি। যার ফলশ্রুতিতে মেসি এখন ইন্টার মায়ামির খেলোয়াড়। প্রাক্তন দুই সতীর্থ ও বন্ধু সের্হিও বুসকেতস এবং জর্দি আলবা এরই মধ্যে মায়ামিতে এসেছেন। শিগগিরই হয়তো মেসির আরেক কাছের বন্ধু সুয়ারেজকেও হয়তো দেখা যাবে ইন্টার মায়ামিতে। মেসি সামনের দিনগুলোতেও যে মায়ামিতে সময়টা দারুণ কাটাবেন, সেই ইঙ্গিতও এখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নিজের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবেন মেসি। লিগস কাপের এই ম্যাচে মেসিদের প্রতিপক্ষ অরল্যান্ডো সিটি। গ্রুপ ‘আই’ থেকে দুই ম্যাচের একটিতে জিতে এবং অন্যটিতে ড্র করে শীর্ষে থেকে পরের পর্বে গেছে অরল্যান্ডো। অন্য দিকে মেসির ইন্টার মায়ামি জিতেছে দুই ম্যাচের দুটিতেই। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মেসিকে দেখতে অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। সেদিন শার্লটের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথম লিগ ম্যাচ খেলতে নামবেন মেসি।

ভারতীয় শিবিরে সুখবর, কিপিং গ্লাভস হাতে নেমে পড়লেন লোকেশ রাহুল

বেঙ্গালুরু, ২ আগস্টঃ ভারতীয় শিবিরে এখন খুশির হাওয়া বইছে। টিম ইন্ডিয়ার সমর্থকদের জন্যও আসছে একের পর এক সুখবর। চলতি আগস্টে জাতীয় দলে কামব্যাক হচ্ছে ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরার। ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে ফিরছেন তিনি। এ বার টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুলও জাতীয় দলে ফেরার পথে। চলতি বছরের আইপিএলের মাঝপথে চোট পেয়ে ২২ গজ ছেড়েছিলেন রাহুল। সফল অস্ত্রোপচারের পর রিহ্যাব পর্ব পেরিয়ে এ বার টিম ইন্ডিয়ায় কামব্যাকের পথে রাহুল। কয়েকদিন আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রাহুলের ব্যাটিং করার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। এ বার রাহুল নিজেই জানালেন তাঁর কিপিং অনুশীলনের কথা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501